BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (6TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : AMBIA KIRAM (A) part2

আসলেন, তিনি তাঁর চোখে থাপ্পর মারলেন। তখন ফিরিশ্‌তা তাঁর রবের নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। আল্লাহ্ বললেন, তুমি তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল সে যেন তার একটি হাত একটি গরুর পিঠে রাখে, তার হাত যতগুলো পশম ঢাকবে তার প্রতিটি পশমের পরিবর্তে তাকে এক বছর করে হায়াত দেওয়া হবে। মূসা (আ) বললেন, হে রব! তারপর কি হবে ? আল্লাহ্ বললেন, তারপর মৃত্যু। মূসা (আ) বললেন, তাহলে এখনই হউক (রাবী আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট আরয করলেন, তাঁকে যেন 'আরদে মুকাদ্দাস' বা পবিত্র ভূমি থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান স্থানে পৌছে দেওয়া হয়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে রাস্তার পার্শ্বে লাল টীলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম। রাবী আব্দুর রায্‌যাক বলেন, মা'মর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفٰى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِيْ قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ ، فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ وَالَّذِي اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذٰلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُوْدِيَّ ، فَذَهَبَ الْيَهُوْدِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ لاَ تُخَيِّرُوْنِيْ عَلَى مُوْسٰى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَإِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلاَ أَدْرِيْ أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِيْ أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ ـ

৩১৬৯ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মুসলিম আর একজন ইয়াহূদী পরস্পরকে গালি দিল। মুসলিম ব্যক্তি বললেন, সেই সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মদ ﷺ -কে সমগ্র জগতের উপর মনোনীত করেছেন। কসম করার সময় তিনি একথাটি বলেছেন। তখন ইয়াহূদী লোকটিও বলল, ঐ সত্তার কসম! যিনি মূসা (আ)-কে সমগ্র জগতের উপর মনোনীত করেছেন। তখন সেই মুসলিম সাহাবী সে সময় তার হাত উঠিয়ে ইয়াহূদী লোকটিকে একটি চড় মারলেন। তখন সে ইয়াহূদী নবী ﷺ -এর নিকট গেল এবং ঐ ঘটনাটি অবহিত করলো যা তার ও মুসলিম সাহাবীর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর উপর অধিক মর্যাদা

banglainternet.com

দেখাতে যেওনা (কেননা কিয়ামতের দিন) সকল মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। আর আমিই সর্বপ্রথম হুশ ফিরে পাব। তখনই আমি মূসা (আ)-কে দেখব, তিনি আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানিনা, যারা বেহুশ হয়েছিল, তিনিও কি তাদের মধ্যে ছিলেন ? তারপর আমার আগে তাঁর হুশ এসে গেছে ? অথবা তিনি তাদেরই একজন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ বেহুশ হওয়া থেকে বাদ দিয়েছিলেন।

٣١٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى أَنْتَ آدَمُ الَّذِيْ أَخْرَجَتْكَ خَطِيْئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوْسَى الَّذِيْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ ثُمَّ تَلُوْمُنِيْ أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَجَّ آدَمُ مُوْسٰى مَرَّتَيْنِ ـ

৩১৭০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আদম (আ) ও মূসা (আ) (রূহানী জগতে) তর্ক-বিতর্ক করছিলেন। তখন মূসা (আ) তাঁকে বলছিলেন, আপনি সেই আদম যে, আপনার ভুল আপনাকে বেহেশত থেকে বের করে দিয়েছিল। আদম (আ) তাঁকে বললেন, আপনি সেই মূসা যে, আপনাকে আল্লাহ্ তাঁর রিসালাত দান এবং বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। তারপরও আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে দোষারোপ করছেন, যা আমার সৃষ্টির আগেই আমার তকদীরে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'বার বলেছেন, এ বিতর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর ওপর জয়ী হন।

٣١٧١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى فِيْ قَوْمِهِ ـ

৩১৭১ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাদের সামনে আসলেন এবং বললেন, আমার নিকট সকল নবীর উম্মতকে পেশ করা হয়েছিল। তখন আমি এক বিরাট দল দেখতে পেলাম, যা দিগন্ত ঢেকে ফেলেছিল। তখন বলা হলো, ইনি হলেন মূসা (আ) তাঁর কওমের সাথে।

banglainternet.com

٢٠٣٠ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا امْرَاَةَ فِرْعَوْنَ إِلٰى قَوْلِهِ : وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ

২০৩০. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ্ ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। আর মূলতঃ সে অনুগত লোকদেরই একজন ছিল। (৬৬ঃ ১১-১২)

٣١٧٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ اٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ ـ

৩১৭২ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন জা'ফর (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পুরুষের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ কামালিয়াত অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে আয়েশার মর্যাদা সব মহিলার উপর এমন, যেমন সারীদের (গোশতের ঝোলে ভিজা রুটির) মর্যাদা সর্ব প্রকার খাদ্যের উপর।

٢٠٣١. بَابٌ إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اَلاٰيَةَ لَتَنُوْءُ لَتُثْقِلُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُولِي الْقُوَّةِ لاَ يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ يُقَالُ الْفَرِحِيْنَ اَلْمَرِحِيْنَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ مِثْلُ اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ ،

بَابٌ قَوْلُ اللّٰهِ عز وجل وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلٰى أَهْلِ مَدْيَنَ ، لأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ : وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَاسْأَلِ الْعِيْرَ يَعْنِيْ أَهْلَ

banglainternet.com

الْقَرْيَةِ وَاَهْلَ الْعِيْرِ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا لَمْ تَلْتَفِتُوْا إِلَيْهِ وَيُقَالُ إِذَا لَمْ تَقْضِ حَاجَتَهُ ظَهَرْتَ حَاجَتِيْ وَجَعَلْتَنِيْ ظِهْرِيًّا وَالظِّهْرِيُّ : أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ، مَكَانَتِكُمْ وَمَكَانِكُمْ وَاحِدٌ يَغْنَوْا يَعِيْشُوْا تَأْسَ تَحْزَنَ أَسَى أَحْزَنَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ يَسْتَهْزِؤُنَ بِهِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْكَةُ الْأَيْكَةُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِظْلَالُ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ.

২০৩১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই কারূন ছিল মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় ভুক্ত।..... (২৮ ঃ ৭৬) لَتَنُوءُ অর্থ অবশ্যই কষ্টসাধ্য ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একদল বলবান লোকও তার চাবিগুলো বহন করতে পারতো না। বলা হয় الفَرِحِيْن অর্থ দাম্ভিক লোকগুলো। أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ — وَيَكَأَنَّ اللّٰهَ-এর ন্যায়, অর্থ তুমি দেখলে তো, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা রিয্‌ক্ বেশী করে দেন, আর যাকে ইচ্ছা কম করে দেন ..... (৩০ ঃ ৩৭)

٢٠٣٢. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : وَإِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُلِيْمٌ قَالَ مُجَاهِدٌ مُذْنِبٌ اَلْمَشْحُوْنَ الْمَوْقَرُ فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ الْآيَةِ فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَهُوَ سَقِيْمٌ وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِيْنٍ مِنْ غَيْرِ ذَاتِ اَصْلٍ الدُّبَّاءِ وَنَحْوِهِ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلَى مِأَةِ اَلْفٍ اَوْيَزِيْدُوْنَ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلَى حِيْنٍ وَلَاتَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ كَظِيْمٌ وَوَهُوَ مَغْمُوْمٌ

২০৩২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর নিশ্চয়ই ইউনুস রাসূলগণের অন্তর্গত ছিলেন। ..... তখন তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। (৩৭ ঃ ১৩৯-১৪২) মুজাহিদ (র) বলেন, مُلِيْمٌ অর্থ - অপরাধী। اَلْمَشْحُوْنُ অর্থ- বোঝাই নৌযান। (আল্লাহ্‌র বাণী) যদি তিনি

banglainternet.com

আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতেন .....। (৩৭ ঃ ১৪৩) তারপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং তিনি তখন রুগ্ন ছিলেন। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদগত করলাম। (৩৭ ঃ ১৪৫-১৪৬)। اَلْعَرَاء অর্থ- যমীনের উপরিভাগ। يَقْطِيْنٌ অর্থ - কান্ডবিহীন তৃণলতা, যেমন লাউ গাছ ও তার সদৃশ। (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) তাকে আমি এক লাখ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম এবং তারা ঈমান এনেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম। (৩৭ ঃ ১৪৭-৪৮) (মহান আল্লাহ্‌র বাণী) আপনি মাছের সাথীর ন্যায় অধৈর্য্য হবেন না। তিনি বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর- প্রার্থনা করছিলেন। (৬৮ ঃ ৪৮)। كَظِيْمٌ অর্থ- বিষাদাচ্ছন্ন

২০৩২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম। (১১ ঃ ৪৮) اِلٰى مَدْيَنَ অর্থাৎ মাদ্‌ইয়ানবাসীদের প্রতি। কেননা মাদ্‌ইয়ান একটি জনপদ। যেমন وَاسْأَلِ الْعِيْرَ- وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ অর্থাৎ জনপদবাসী ও যাত্রীদল। وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا অর্থাৎ তোমরা তার প্রতি ফিরে তাকাও নি। যখন কারোও কোনো প্রয়োজন পুরা না করবে, তখন বলা হয়- তুমি আমার প্রয়োজনকে পিছনে ফেলে রেখেছো। অথবা তুমি আমার প্রতি ফিরে তাকাওনি। اَلظِّهْرِيُّ অর্থ - তুমি তোমার সাথে কোন বাহন অথবা বাসন রাখতে যার দ্বারা তুমি উপকৃত হবে। مَكَانَتِكُمْ وَمَكَانِكُمْ - একই অর্থ। يَغْنَوْا - অর্থ জীবন যাপন। تَأْسَ - অর্থ চিন্তিত হওয়া اَسٰى -অর্থ দুঃখিত হবো। হাসান (র) বলেন, اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ (অর্থাৎ তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু সদাচারী। (১১ ঃ ৮৭) এখানে কাফিরেরা ঠাট্টাচ্ছলে বলতো। আর মুজাহিদ (র) বলেন, لَيْكَةُ মূলতঃ اَلْاَيْكَةُ ছিল। يَوْمِ الظُّلَّةِ অর্থ- তাদের জন্য মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব

٣١٧٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ اِنِّيْ خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ زَادَ مُسَدَّدٌ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

banglainternet.com

৩১৭৩ মুসাদ্দাদ (র) এবং আবু নু'আঈম (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে যে, আমি (মুহাম্মদ ﷺ) ইউনুস (আ) থেকে উত্তম। মুসাদ্দাদ (র) বাড়িয়ে বললেন, ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা।

٣١٧٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ : اِنِّيْ خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى وَنَسَبَهُ إِلٰى أَبِيْهِ ـ

৩১৭৪ হাফস ইব্‌ন উমর (র) ..... ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কোন বান্দার জন্য এমন কথা বলা শোভনীয় নয় যে, নিশ্চয়ই আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা থেকে উত্তম। আর নবী ﷺ তাঁকে (ইউনুসকে) তাঁর পিতার দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

٣١٧٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا يَهُوْدِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لَا : وَالَّذِيْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ تَقُوْلُ وَالَّذِيْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِيْ ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلَانٍ لَطَمَ وَجْهِيْ ، فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى رُئِيَ فِيْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُفَضِّلُوْا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرٰى فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوْسٰى آخِذٌ بِالْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِيْ حُوْسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّوْرِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِيْ وَلَا أَقُوْلُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُوْنُسَ ابْنِ مَتّٰى ـ

banglainternet.com

৩১৭৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ইয়াহূদী তার কিছু দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির জন্য পেশ করছিল, তার বিনিময়ে তাকে এমন কিছু দেওয়া হলো যা সে পছন্দ করল না। তখন সে বললো, না! সেই সত্তার কসম, যে মূসা (আ)-কে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। এ কথাটি একজন আনসারী (মুসলিম) শুনলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তার (ইয়াহূদীর) মুখের উপর এক চড় মারলেন। আর বললেন, তুমি বলছো, সেই সত্তার কসম! যিনি মূসাকে মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন অথচ নবী ﷺ আমাদের মাঝে বিদ্যমান। তখন সে ইয়াহূদী লোকটি নবী ﷺ -এর নিকট গেলো এবং বললো, হে আবুল কাসিম। নিশ্চয়ই আমার জন্য নিরাপত্তা এবং আহাদ রয়েছে অর্থাৎ আমি একজন যিম্মী। অতএব অমুক ব্যক্তির কি হলো, কি কারণে সে আমার মুখে চড় মারলো ? তখন নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি তার মুখে চড় মারলে ? আনসারী ব্যক্তি ঘটনাটি বর্ণনা করলো। তখন নবী ﷺ রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারায় তা প্রকাশ পেল। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র নবীগণের মধ্যে কাউকে কারো উপর (অন্যকে হেয় করে) মর্যাদা দান করো না। কেননা কিয়ামতের দিন যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ্ যাকে চাইবেন সে ব্যতীত আসমান ও যমীনের বাকী সবাই বেহুশ হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয়বার তাতে ফুঁক দেওয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। তখনই আমি দেখতে পাব মূসা (আ) আরশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, তূর পর্বতের ঘটনার দিন তিনি যে বেহুশ হয়েছিলেন, এটা কি তারই বিনিময়, না আমারই আগে তাঁকে উঠানো হয়েছে ? আর আমি এ কথাও বলি না যে কোন ব্যক্তি ইউনুস ইব্ন মাত্তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।

٣١٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

৩১৭৬ আবুল ওয়ালীদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কোন বান্দার পক্ষেই এ কথা বলা শোভনীয় নয় যে, আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস ইব্ন মাত্তার চেয়ে উত্তম।

٢٠٣٣. بَابُ قَوْلِهِ : وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ، يَتَعَدَّوْنَ يَتَبَاوَزُوْنَ ، إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُوْنَ إِلَى قَوْلِهِ خَاسِئِيْنَ بِئِيْسٍ شَدِيْدٍ

banglainternet.com

২০৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ আর তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। যখন তারা শনিবারে সীমালংঘন করতো। يَعْدُوْنَ অর্থ সীমালংঘন করতো। سُرَّعًا সমুদ্রের মাছগুলো শনিবার উদযাপনের দিন পানির উপর ভেসে তাদের নিকট আসতো। অর্থ পানিতে ভেসে আর যেদিন তারা শনিবার উদ্‌যাপন করতো না ..... মহান আল্লাহর বাণী ঃ بِئَيْسٍ شَدِيْدٍ ঘৃণিত – ভীষণ অপদস্থ خَاسِئِيْنَ পর্যন্ত।

٢٠٣٤. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : وَآتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا الزَّبُرُ الْكُتُبُ وَاحِدُهَا زَبُوْرٌ زَبَرْتُ كَتَبْتُ ، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِيْ مَعَهُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ سَبِّحِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ الدُّرُوْعَ ، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ الْمَسَامِيْرَ وَالْحَلَقَ ، وَلاَ تُدِقَّ الْمِسْمَارَ فَيَتَسَلْسَلَ وَلاَ تُعَظِّمْ فَيَقْصِمَ أَفْرِغْ أَنْزِلْ بَسْطَةً زِيَادَةً وَفَضْلاً

২০৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ আমি দাউদকে 'যাবুর' দিয়েছি। (১৭ ঃ ৫৫) الزَّبُرُ কিতাবসমূহ। তার একবচনে زَبُوْرٌ আর زَبَرْتُ -আমি লিখেছি। আর আমি আমার পক্ষ থেকে দাউদকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলাম। হে পর্বত ! তাঁর সাথে মিলে আমার তাসবীহ পাঠ কর। মুজাহিদ (র) বলেন, তার সাথে তাসবীহ পাঠ কর। سَابِغَاتٍ - লৌহবর্মসমূহ। আর এ নির্দেশ আমি পাখীকেও দিয়েছিলাম। আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। তুমি লৌহবর্ম তৈরী করতে সঠিক পরিমাপের প্রতি লক্ষ্য রেখো। السَّرْدِ-পেরেক ও কড়াসমূহ। পেরেক এমন ছোট করে তৈরী করোনা যাতে তা ঢিলে হয়ে যায়। আর এতো বড় করোনা। যাতে বর্ম ভেঙ্গে যায়। أَفْرِغْ অর্থ- অবতীর্ণ করা। بَسْطَةً অর্থ- বেশীও সমৃদ্ধ। (সূরা সাবা ঃ ১০ - ১১)

٣١٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُفِّفَ عَنْ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ

banglainternet.com

فَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ، رَوَاهُ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩১৭৭ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দাউদ (আ)-এর পক্ষে কুরআন (যাবুর) তিলাওয়াত সহজ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর যানবাহনের পশুর উপর গদি বাঁধার আদেশ করতেন, তখন তার উপর গদি বাঁধা হতো। তারপর তাঁর যানবাহনের পশুটির ওপর গদি বাঁধার পূর্বেই তিনি যাবুর তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করেই খেতেন। মূসা ইব্‌ন উকবা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٣١٧٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنِّيْ أَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ ، وَلاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَاعِشْتُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْتَ الَّذِيْ تَقُوْلُ : وَاللّٰهِ لاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلاَ قُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ؟ قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ ، قَالَ إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ، فَقُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ ، قُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ -

৩১৭৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানান হলো যে, আমি বলছি, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন অবশ্যই আমি বিরামহীনভাবে দিনে সাওম পালন করবো আর রাতে ইবাদতে রত থাকবো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই কি বলেছো, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি যতদিন বাঁচবো, ততদিন দিনে সাওম

banglainternet.com

পালন করবো এবং রাতে ইবাদতে রত থাকবো। আমি আরয করলাম, আমিই তা বলছি। তিনি বললেন, সেই শক্তি তোমার নেই। কাজেই সাওমও পালন কর, ইফ্তারও কর অর্থাৎ বিরতি দাও। রাতে ইবাদতও কর এবং ঘুমও যাও। আর প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। কেননা প্রতিটি নেক কাজের কমপক্ষে দশগুণ সাওয়াব পাওয়া যায় আর এটা সারা বছর সাওম পালন করার সমান। তখন আমি আরয করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এর চেয়েও বেশী সাওম পালন করার ক্ষমতা রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি একদিন সাওম পালন কর আর দু'দিন ইফ্তার কর অর্থাৎ বিরতি দাও। তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এর চেয়েও অধিক পালন করার শক্তি রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে একদিন সাওম পালন কর আর একদিন বিরতি দাও। এটা দাউদ (আ)-এর সাওম পালনের পদ্ধতি। আর এটাই সাওম পালনের উত্তম পদ্ধতি। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন, এর চেয়ে অধিক কিছু নেই।

٣١٧٩ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ الشَّاعِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ ، فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتِ النَّفْسُ ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَذٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ اَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ ، قُلْتُ اِنِّىْ أَجِدُبِىْ قَالَ مِسْعَرٌ يَعْنِىْ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صَوْمُ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى ـ

৩১৭৯ খাল্লাদা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি অবহিত হইনি যে, তুমি রাত ভর ইবাদত কর এবং দিন ভর সাওম পালন কর! আমি বললাম, হাঁ। (খবর সত্য) তিনি বললেন, যদি তুমি এরূপ কর; তবে তোমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং দেহ অবসন্ন হয়ে যাবে। কাজেই প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। তাহলে তা সারা বছরের সাওমের সমতুল্য হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি আমার মধ্যে আরো বেশী পাই। মিসআর (রা) বলেন, এখানে শক্তি বুঝানো হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে সাওম পালন কর। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরত থাকতেন। আর শত্রুর সম্মুখীন হলে তিনি কখনও পলায়ন করতেন না।

banglainternet.com

٢٠٣٥. بَابُ اَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلٰى

اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ عَلِيٌّ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ مَاأَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِيْ اِلاَّ نَائِمًا

২০৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ দাউদ (আ) এর পদ্ধতিতে সালাত আদায় এবং তাঁর পদ্ধতিতে সাওম পালন আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দনীয়। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন আর এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং বাকী ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরতি দিতেন। আলী (ইব্‌ন মদীনী) (র) বলেন, এটাই আয়েশা (রা)-এর কথা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বদা সাহরীর সময় আমার কাছে নিদ্রায় থাকতেন

٣١٨٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ ـ

৩১৮০ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দনীয় সাওম হলো দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে সাওম পালন করা। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরতি দিতেন। আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় সালাত হলো দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে (নফল) সালাত আদায় করা। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন, রাতের এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে (নফল) সালাত আদায় করতেন আর বাকী ষষ্ঠাংশ আবার ঘুমাতেন।

٢٠٣٦. بَابُ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ اِنَّهُ أَوَّابٌ اِلَى قَوْلِهِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، قَالَ مُجَاهِدٌ:اَلْفَهْمُ فِى الْقَضَاءِ وَلاَتُشْطِطْ لاَتُسْرِفْ

banglainternet.com

وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ اِنَّ هٰذَا اَخِىْ لَـهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً، يُقَالُ لِلْمَرْاَةِ نَعْجَةٌ وَيُقَالُ لَهَا اَيْضًا شَاةٌ وَلِىْ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا مِثْلُ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ضَمَّهَا وَعَزَّنِىْ غَلَبَنِىْ صَارَ اَعَزَّ مِنِّىْ اَعْزَزْتُهُ جَعَلْتُهُ عَزِيْزًا فِى الْخِطَابِ يُقَالُ الْمُحَاوَرَةُ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهِ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ الشُّرَكَاءِ فَتَنَّاهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اِخْتَبَرْنَاهُ وَقَرَاَ عُمَرُ فَتَنَّاهُ بِتَشْدِيْدِ التَّاءِ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ

২০৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ এবং স্মরণ কর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদ এর কথা, নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী ছিলেন।..... ফায়সালাকারী বাগ্মিতা (৩৮ ঃ ১৭-২০)। মুজাহিদ (র) বলেন, فَصْلَ الْخِطَابِ অর্থ বিচার-ফায়সালার সঠিক জ্ঞান। وَلَاتُشْطِطْ অবিচার করবে না। (আল্লাহর বাণী) আমাদের সঠিক পথ নির্দেশ করুন। এ আমার ভাই, তার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। نَعْجَةٌ মহিলা এবং বকরী উভয়কে বলা হয়ে থাকে – সে বলে আমার যিম্মায় এটি দিয়ে দাও। এ বাক্য كَفِّلْهَا زَكَرِيَّا -এর মত অর্থাৎ যাকারিয়া তার যিম্মায় মারইয়ামকে নিয়ে নিলেন। وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। عَزَّنِىْ অর্থ আমার উপর সে প্রবল হয়েছে। আমার চাইতে সে প্রবল। اَعْزَزْتُهُ অর্থ তাকে আমি প্রবল করে দিলাম। خِطَابٍ অর্থ কথা-বাক্যালাপ। (আল্লাহর বাণী) দাউদ বলল তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলির সংগে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুলম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে। (৩৮ ঃ ২৪) خُلَطَاءِ অর্থ শরীকগণ فَتَنَّاهُ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ পরীক্ষা করলাম। উমর (রা) فَتَنَّاهُ শব্দে تاء হরফে তাশদীদ দিয়ে পাঠ করেছেন। (আল্লাহর বাণী) তারপর সে রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তার অভিমুখী হল (৩৮ ঃ ২৪)

banglainternet.com

٣١٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَوَّامَ بْنَ حَوْشَبَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَسْجُدُ فِيْ سُوْرَةِ ص فَقَرَأَ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ حَتّٰى اَتٰى فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَبِيُّكُمْ ﷺ مِمَّنْ اُمِرَ اَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ -

৩১৮১ মুহাম্মদ (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কি সূরা ছোয়াদ পাঠ করে সিজ্‌দা করবো ? তখন তিনি وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ থেকে فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ পর্যন্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এরপর ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, নবী ﷺ ঐ সব মহান ব্যক্তিদের একজন, যাঁদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। (৬ঃ ৮৪-৯০)

٣١٨٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ ص مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا -

৩১৮২ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা ছোয়াদের সিজ্‌দা অত্যাবশ্যকীয় নয়। কিন্তু আমি নবী ﷺ -কে এ সূরায় সিজ্‌দা করতে দেখেছি।

٢٠٣٧. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ الرَّاجِعُ الْمُنِيْبُ وَقَوْلُهُ : هَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ وَقَوْلُهُ وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَقَوْلُهُ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَاَسَلْنَا لَهُ اَذَبْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ الْحَدِيْدِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ ،

banglainternet.com

قَالَ مُجَاهِدٌ بُنْيَانٌ مَادُوْنَ الْقُصُوْرِ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ الْحِيَاضِ الْاِبِلِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْاَرْضِ وَقُدُوْرٍ رَاسِيَاتٍ اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ، اِلاَّ دَابَّةُ الْاَرْضِ الْاَرْضَةُ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهُ عَصَاهُ ، فَلَمَّا خَرَّ اِلٰى قَوْلِهٖ : فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ حُبُّ الْخَيْلِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ مِنْ ذَكَرَ رَبِّىْ فَطَفِقَ مَسْحًا يَمْسَحُ اَعْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيْبَهَا الْاَصْفَادُ الْوَثَاقُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الصَّافِنَاتُ صَفَنَ الْفَرَسُ رَفَعَ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَ عَلٰى طَرَفِ الْحَافِرِ الْجِيَادُ السِّرَاعُ جَسَدًا شَيْطَانًا رُخَاءً طَيِّبَةً حَيْثُ اَصَابَ حَيْثُ شَاءَ فَامْنُنْ اَعْطِ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِغَيْرِ حَرَجٍ

২০৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং দাউদকে সুলায়মান দান করলাম (পুত্র হিসাবে) তিনি ছিলেন উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী। (৩৮ ঃ ৩০) اَلْاَوَّابُ অর্থ গোনাহ থেকে ফিরে যে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "(সুলায়মান (আ) দু'আ করলেন) হে আল্লাহ্ ! আমাকে দান করুন এমন রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। (৩৮ ঃ ৩৫) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর ইয়াহূদীরা তারই অনুসরণ করত যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানেরা আবৃত্তি করতো। (২ ঃ ১০২) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমি বায়ুকে সুলায়মানের অধীন করে দিলাম যা সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আর আমি তার জন্য বিগলিত তামার এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম। اَسَلْنَا অর্থ বিগলিত করে দিলাম اَلْقِطْرِ عَيْنَ অর্থ লোহার প্রস্রবণ – আর কতক জ্বিন তাঁর রবের নির্দেশে তার সামনে কাজ করতো। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করে, তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব। জ্বিনেরা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ তৈরী করত। মুজাহিদ (র) বলেন, مَحَارِيْبَ অর্থ বড় বড় দালানের তুলনায় ছোট ইমারত-ভাস্কর্য শিল্প প্রস্তুত করতো, আর হাউস সদৃশ বৃহদাকার রান্না করার পাত্র তৈরী করতো – যেমন উটের জন্য হাওয থাকে।

banglainternet.com

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যেমন যমীনে গর্ত থাকে। আর তৈরী করত বিশাল বিশাল ডেকচি যা সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত। হে দাউদের পরিবার আমার কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ কর। আর আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্পই শুকুর গুযারী করে। (৩৪ ঃ ১২-১৩) اِلاَّ دَابَّةُ الْاَرْضِ কেবল মাটির পোকা অর্থাৎ উই পোকা যা তার (সুলায়মানের) লাঠি খেতেছিল। مِنسَأَتَهُ তার লাঠি। যখন সে (সুলায়মান) পড়ে গেল ..... লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে। (৩৪ ঃ ১৪) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ সম্পদের মোহে আমার রবের স্মরণ থেকে – আয়াতাংশে عَنْ – অর্থ مِنْ فَطَفِقَ مَسْحًا – অর্থ তিনি (সুলায়মান আ) ঘোড়াগুলোর গর্দানসমূহ ও তাদের হাটুর নলাসমূহ কাটতে লাগলেন। اَلْاَصْفَادُ – অর্থ, শৃঙ্খলসমূহ। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلصَّافِنَاتُ – অর্থ, দৌড়ের জন্য প্রস্তুত ঘোড়াসমূহ। এ অর্থ– صَفَنَ الْفَرَسُ থেকে গৃহীত। ঘোড়া যখন দৌড়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এক পা উঠিয়ে অন্য পায়ের খুরার উপর দাঁড়িয়ে যায়, তখন এ বাক্য বলা হয়। اَلْجِيَادُ – অর্থ, দ্রুতগামী جَسَدًا – শয়তান رُخَاءً – উত্তম حَيْثُ اَصَابَ – যেখানে ইচ্ছা فَامْنُنْ – দান কর بِغَيْرِ حِسَابٍ – দ্বিধাহীনভাবে। (৩৮ ঃ ৩১-৩৮)

٣١٨٣ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ صَلاَتِىْ فَاَمْكَنَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ فَاَخَذْتُهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَرْبُطَهُ عَلٰى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَنْظُرُوْا اِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ اَخِىْ سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لاَيَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ ، فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا عِفْرِيْتٌ مُتَمَرِّدٌ مِنْ اِنْسٍ اَوْ جَانٍّ مِثْلَ زَبَنِيَةٍ جَمَاعَتُهَا زُبَانِيَةٌ ـ

৩১৮৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, একটি অবাধ্য জ্বিন এক রাতে আমার সালাতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসল। আল্লাহ্ আমাকে তার উপর ক্ষমতা প্রদান করলেন। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং মসজিদের একটি খুটির সঙ্গে বেঁধে রাখার মনস্থ করলাম, যাতে তোমরা সবাই সচক্ষে তাকে দেখতে পাও। তখনই আমার ভাই সুলায়মান (আ)-এর এ দু'আটি আমার মনে পড়লো। হে আমার রব ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে দান করুন

banglainternet.com

এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমার পরে আমি ছাড়া কেউ না হয়। (৩৮ ঃ ৩৫) এরপর আমি জ্বিনটিকে ব্যর্থ এবং অপমানিত করে ছেড়ে দিলাম। জ্বিন অথবা ইনসানের অত্যন্ত পিশাচ ব্যক্তিকে ইফ্‌রীত বলা হয়। ইফ্‌রীত ও ইফ্‌রীয়াতুন যিব্‌নীয়াতুন-এর ন্যায় এক বচন, যার বহু বচন যাবানিয়াতুন।

٣١٨٤ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى سَبْعِيْنَ امْرَاَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَاَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ فَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا اِلاَّ وَاحِدًا سَاقِطًا اَحَدُ شِقَّيْهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ * قَالَ شُعَيْبٌ وَابْنُ اَبِى الزِّنَادِ تِسْعِيْنَ وَهُوَ اَصَحُّ ـ

৩১৮৪ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি আমার সত্তর জন্য স্ত্রীর নিকট যাব। প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী যোদ্ধা গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তাঁর সাথী বললেন, ইন্‌শা আল্লাহ্ (বলুন)। কিন্তু তিনি মুখে তা বলেন নি। এরপর একজন স্ত্রী ব্যতীত কেউ গর্ভধারণ করলেন না। সে যাও এক (পুত্র) সন্তান প্রসব করলেন। তাও তার এক অঙ্গ ছিল না। নবী ﷺ বললেন, তিনি যদি 'ইন্‌শা আল্লাহ্' মুখে বলতেন, তা হলে (সবগুলো সন্তানই জন্ম নিত এবং) আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতো। শু'আয়ব এবং ইব্‌ন আবূ যিনাদ (র) এখানে নব্বই জন্য স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন আর এটাই সঠিক বর্ণনা।

٣١٨٥ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلاً ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى ، قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ اَرْبَعُوْنَ ، ثُمَّ : حَيْثُمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ وَالْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ ـ

banglainternet.com

৩১৮৫ উমর ইব্‌ন হাফস (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম,

এরপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, মসজিদে আক্‌সা। আমি বললাম, এ দু'য়ের নির্মাণের মাঝখানে কত ব্যবধান ? তিনি বললেন, চল্লিশ (বছরের)[১] (তারপর তিনি বললেন,) যেখানেই তোমার সালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি সালাত আদায় করে নিবে। কেননা, পৃথিবীটাই তোমার জন্য মাসজিদ।

٣١٨٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلِيْ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ تَقَعُ فِى النَّارِ ، وَقَالَ كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْاُخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوُدَ فَقَضٰى بِهِ لِلْكُبْرٰى فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَاَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لَاتَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰى بِهِ لِلصُّغْرٰى ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ اِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُوْلُ اِلَّا الْمُدْيَةُ ـ

৩১৮৬ আবুল ইয়ামান (রা) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও অন্যান্য মানুষের উপমা হলো এমন যেমন কোন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল এবং তাতে পতঙ্গ এবং কীটগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে পড়তে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দু'জন মহিলা ছিল। তাদের সঙ্গে দু'টি সন্তানও ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলে নিয়ে গেল। সাথের একজন মহিলা বললো, "তোমার ছেলেটিই বাঘে নিয়ে গেছে।" অপর মহিলাটি বললো, "না, বাঘে তোমার ছেলেটি নিয়ে গেছে।" তারপর উভয় মহিলাই দাউদ (আ)-এর নিকট এ বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হলো। তখন তিনি ছেলেটির বিষয়ে বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। তারপর তারা উভয়ে (বিচারালয় থেকে) বেরিয়ে দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর কাছ দিয়ে যেতে লাগল এবং তারা উভয়ে তাঁকে ঘটনাটি জানালেন। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা আমার কাছে একখানা ছোরা

banglainternet.com

১. এ চল্লিশ বছরের ব্যবধান মূল ভিত্তি স্থাপনে; পুনর্নির্মাণে নয়। ইব্‌রাহীম (আ) ও সুলায়মান (আ) যথাক্রমে মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার পুনর্নির্মাণ করেছেন মাত্র। মূল ভিত্তি স্থাপন করেছেন, আদম (আ)।

আনয়ন কর। আমি ছেলেটিকে দু' টুক্‌রা করে তাদের উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দেই। এ কথা শুনে অল্প বয়স্কা মহিলাটি বলে উঠলো, তা করবেন না, আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। ছেলেটি তারই। (এটা আমি মেনে নিচ্ছি।) তখন তিনি ছেলেটির ব্যাপারে অল্প বয়স্কা মহিলাটির পক্ষেই রায় দিয়ে দিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! ছোরা অর্থে سِكِّيْن শব্দটি আমি ঐ দিনই শুনেছি। আর না হয় আমরা তো ছোরাকে مُدْيَةٌ ই বলতাম।

٢٠٣٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اِلٰى قَوْلِهِ عَظِيْمٌ ..... يَا بُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اِلٰى فَخُوْرٍ - وَلَا تُصَعِّرْ الْاِعْرَاضُ بِالْوَجْهِ

২০৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই আমি লুকমানকে হিক্‌মত দান করেছি। আর আমি তাঁকে বলেছি। শির্‌ক এক মহা যুল্‌ম। (৩১ ঃ ১২-১৩) (মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ) হে আমার প্রিয় ছেলে? উহা (পাপ) যদি সরিষার দানা পরিমাণও ছোট হয় ... ... দাম্ভিককে। (৩১ ঃ ১৬-১৮)। চেহারা ফিরায়ে অবজ্ঞা করো না

٣١٨٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ اِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَنَزَلَتْ : لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

৩১৮৭ আবুল ওয়ালীদ (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতে কারীমা নাযিল হল ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্‌মের দ্বারা কলুষিত করে নি। (৬ ঃ ৮২) তখন নবী ﷺ -এর সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, নিজের ঈমানকে যুল্‌মের দ্বারা কলুষিত করেনি ? তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না। কেননা শির্‌ক হচ্ছে এক মহা যুল্‌ম। (৩১ ঃ ১৮)

٣١٨٨ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ :

banglainternet.com

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيُّنَا لَايَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا مَاقَالَ لُقْمَانُ لِاِبْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

৩১৮৮ ইসহাক (র) ..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতে কারীমা নাযিল হল ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্‌মের দ্বারা কলুষিত করেনি। তখন তা মুসলমানদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে নিজের উপর যুল্‌ম করেনি ? তখন নবী ﷺ বললেন, এখানে অর্থ তা নয় বরং এখানে যুল্‌মের অর্থ হলো শির্ক। তোমরা কি কুরআনে শুননি ? লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ প্রদানকালে কি বলেছিলেন ? তিনি বলেছিলেন, "হে আমার প্রিয় ছেলে ! তুমি আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করো না। কেননা, নিশ্চয়ই শির্ক এক মহা যুল্‌ম।

٢٠٣٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ : وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ فَعَزَّزْنَا شَدَّدْنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَائِرُكُمْ مَصَائِبُكُمْ

২০৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আপনি তাদের নিকট এক জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিলেন। (৩৬ ঃ ১৩) মুজাহিদ (র) বলেন, فَعَزَّزْنَا অর্থ আমি শক্তিশালী করলাম। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, طَائِرُكُمْ অর্থ তোমাদের বিপদসমূহ

٢٠٤٠. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا اِلٰى قَوْلِهٖ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِثْلاً يُقَالُ رَضِيًّا مَرْضِيًّا عِتِيًّا عَصِيًّا عَتَا يَعْتُوْ ، قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ

banglainternet.com

غُلاَمٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِيْ عَاقِرً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًا اِلٰى قَوْلِهِ : ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا وَيُقَالُ صَحِيْحًا فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا فَاَوْحٰى فَاَشَارَ يَايَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ اِلٰى قَوْلِهِ : وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ، حَفِيًّا لَطِيْفًا ، عَاقِرًا اَلذَّكَرُ وَالْاُنْثٰى سَوَاءٌ

২০৪০. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ এ বর্ণনা হলো তাঁর বিশেষ বান্দা যাকারিয়ার প্রতি তোমার রবের রহমত দানের। পূর্বে আমি এ নামে কারো নামকরণ করিনি। (১৯ ঃ ২-৭) ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, سَمِيًّا অর্থ - সমতুল্য। তেমন বলা হয় رَضِيًّا অর্থ مَرْضِيًّا পছন্দনীয়। عِتِيًّا অর্থ عَصِيًّا অর্থাৎ অবাধ্য عَتَا يَعْتُوْ থেকে গৃহীত। যাকারিয়া বললেন, হে আমার প্রতিপালক ! কেমন করে আমার ছেলে হবে ? আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা ? আর আমিও তো বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছি। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন হলো। তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন কারো সাথে বাক্যালাপ করবে না। তারপর তিনি মিহরাব হতে বের হয়ে তাঁর কাউমের কাছে আসলেন, আর তাদের ইশারায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পড়তে বললেন। فَاَوْحٰى অর্থ, তারপর তিনি ইশারা করে বললেন। (আল্লাহ্ বললেন,) হে ইয়াহইয়া ! এ কিতাব দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর। যে দিন তিনি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবেন। (১৯ ঃ ২-১৫) - حَفِيًّا – لَطِيْفًا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অতিশয় অনুগ্রহশীল। عَاقِرًا (বন্ধ্যা) শব্দটি পুং ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গেই ব্যবহার হয়

٣١٨٩ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِيَ ثُمَّ صَعِدَ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ؟

banglainternet.com

قَالَ نَعَمْ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ ، قَالَ هٰذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالاَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ـ

৩১৮৯ হুদাবা ইব্ন খালিদ (র) ..... মালিক ইব্ন সা'সাআ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সাহাবাগণের কাছে মিরাজের রাত্রি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, অনন্তর তিনি (জিব্‌রাঈল) আমাকে নিয়ে উপরে চললেন, এমনকি দ্বিতীয় আকাশে এসে পৌছলেন এবং দরজা খুলতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হলো কে ? উত্তর দিলেন, আমি জিব্‌রাঈল। প্রশ্ন করা হলো। আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ । জিজ্ঞাসা করা হলো। তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? উত্তর দিলেন হাঁ, এরপর আমরা যখন সেখানে পৌছলাম তখন সেখানে ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)-কে দেখলাম। তাঁরা উভয়ে খালাত ভাই ছিলেন। জিব্‌রাঈল বললেন, এঁরা হলেন, ইয়াহ্ইয়া এবং ঈসা (আ)। তাদেরকে সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরাও সালামের জবাব দিলেন। তারপর তাঁরা বললেন, নেক ভাই এবং নেক নবীর প্রতি মারহাবা।

٢٠٤١. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا وَاِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ ، اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ اِلٰى قَوْلِهِ : بِغَيْرِ حِسَابٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاٰلُ عِمْرَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ يَاسِيْنَ وَاٰلُ مُحَمَّدٍ يُقَالُ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لِلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَيُقَالُ اٰلُ يَعْقُوْبَ اَهْلُ يَعْقُوْبَ اِذَا صَغَّرُوْا اٰلَ رَدُّوْهُ اِلَى الْاَصْلِ قَالُوْا اُهَيْلٌ

২০৪১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ কর, কিতাবে মারিয়ামের ঘটনা। যখন তিনি আপন পরিজন থেকে পৃথক হলেন ..... (সূরা মারিয়াম ঃ ১৬) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ করুন! যখন ফিরিশ্‌তাগণ মারিয়ামকে বললেন, হে মারিয়াম ! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া কালিমার দ্বারা সন্তানের সুখবর দিচ্ছেন। সূরা আলে-ইমরান (৩ ঃ ৪৫) মহান

banglainternet.com

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ আদম (আ), নূহ (আ) ও ইব্‌রাহীম (আ)-এর বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন ..... বে-হিসাব দিয়ে থাকেন। (৩ ঃ ৩৩-৩৭) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, আলু-ইমরান অর্থাৎ মু'মিনগণ। যেমন, আলু-ইব্‌রাহীম, আলু ইয়াসীন এবং আলু মুহাম্মাদ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ সমগ্র মানুষের মধ্যে ইব্‌রাহীমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হলো তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করে। আর তারা হলেন মু'মিনগণ। اٰلُ এর মূল হলো اَهْلٌ আর اَهْلٌ কে ক্ষুদ্রকরণ করা হলে তা اُهَيْلٌ এ পরিণত হয়

٣١٩٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاِنِّى اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

৩১৯০ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারিয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা) (আ)-এর ব্যতিক্রম। তারপর আবূ হুরায়রা বলেন, (এর কারণ হলো মারিয়ামের মায়ের এ দু'আ "হে আল্লাহ্ ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

٢٠٤٢. بَابٌ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ اِلٰى قَوْلِهٖ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ يُقَالُ : يَكْفُلُ يَضُمُّ كَفَلَهَا ضَمَّهَا مُخَفَّفَةٌ لَيْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدَّيْنِ وَشِبْهِهَا

২০৪২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলল, হে মারিয়াম ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করেছেন। মারিয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে। (৩ঃ ৪২-৪৪) বলা হয় يَكْفُلُ অর্থ يَضُمُّ অর্থাৎ নিজ তত্ত্বাবধানে

banglainternet.com

নেওয়া। كَفَّلَهَا অর্থ নিজ তত্ত্বাবধানে নিল। লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা, ঋণ-করযের দায়িত্ব গ্রহণও এ ধরনের কিছু নয়

٣١٩١ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ ـ

৩১৯১ আহমাদ ইব্‌ন আবূ রাজা' (র) ..... আলী (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, (ঐ সময়ের) সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম হলেন সর্বোত্তম আর (এ সময়ে) নারীদের সেরা হলেন খাদীজা (রা)।

٢٠٤٣. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى : اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اِلٰى قَوْلِهِ : كُنْ فَيَكُوْنُ ، يَبْشُرُكِ وَيُبَشِّرُكِ وَاحِدٌ وَجِيْهًا شَرِيْفًا وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ : الْمَسِيْحُ الصِّدِّيْقُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْكَهْلُ الْحَلِيْمُ وَالْاَكْمَهُ مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلَا يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مَنْ يُوْلَدُ اَعْمٰى

২০৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলল, হে মারিয়াম ! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালিমা দ্বারা (সন্তানের) সুসংবাদ দান করেছেন। যার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইব্‌ন মারিয়াম। ... ... হও অমনি তা হয়ে যায়।" (৩ ঃ ৪৫) يُبَشِّرُكِ আর يَبْشُرُكِ উভয়ের একই অর্থ। وَجِيْهًا অর্থ সম্মানিত আর ইব্‌রাহীম (র) বলেন, মসীহ শব্দের অর্থ সিদ্দীক। মুজাহিদ (র) বলেছেন, اَلْكَهْلُ অর্থ اَلْحَلِيْمُ অর্থ, সহনশীল আর اَلْاَكْمَهُ অর্থ হলো, রাতকানা যে দিনে দেখে আর রাতে দেখতে পায় না। অন্যেরা বলেন, যে অন্ধ হয়ে জন্মলাভ করেছে (সে হলো اَلْاَكْمَهُ)

banglainternet.com

٣١٩٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ اَحْنَاهُ عَلٰى طِفْلٍ ، وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ ، فِيْ ذَاتِ يَدِهٖ ، يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلٰى اِثْرِ ذٰلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيْرًا قَطُّ * تَابَعَهُ ابْنُ اَخِيْ الزُّهْرِيِّ وَاِسْحٰقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

৩১৯২ আদম (র) ..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সকল নারীর উপর আয়েশার মর্যাদা এমন, যেমন সকল খাদ্য সামগ্রীর উপর সারীদের মর্যাদা। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। (অতীত যুগে) কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম এবং ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া ব্যতীত কেউ কামালিয়াত অর্জন করতে পারেনি। ইব্ন ওহাব (রা) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কুরাইশ বংশীয়া নারীরা উটে আরোহণকারী সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের উপর অধিক স্নেহময়ী হয়ে থাকে আর স্বামীর সম্পদের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে থাকে। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, ইমরানের কন্যা মারিয়াম কখনও উটে আরোহণ করেন নি। ইব্ন আখী যুহরী ও ইসহাক কালবী (র) যুহরী (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٢٠٤٤. بَابُ قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ ..... اِلٰى وَكِيْلًا - قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ كَلِمَتُهُ كُنْ فَكَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ وَرُوْحٌ مِنْهُ اَحْيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوْحًا وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلَاثَةٌ

banglainternet.com

২০৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ''হে আহলে কিতাব তোমরা তোমাদের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না .... অভিভাবক হিসাবে। (৪ ঃ ১৭১) আবূ উবায়দা (র) বলেন আল্লাহ্‌র كَلِمَه হচ্ছে ''হও, অমনি তা হয়ে যায়। আর অন্যরা বলেন رُوْحٌ مِنْهُ অর্থ তাকে হায়াত দান করলেন তাই তাকে رُوْحٌ নাম দিলেন। لاَ تَقُوْلُوْا ثَلاَثَةٌ তোমরা (আল্লাহ্, ঈসা ও তার মাতাকে) তিন ইলাহ্ বল না

৩১৯৩ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جُنَادَةُ بْنُ أَبِيْ أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَاكَانَ مِنَ الْعَمَلِ ، قَالَ الْوَلِيْدُ فَحَدَّثَنِيْ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ جُنَادَةَ وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيُّهَا شَاءَ ـ

৩১৯৩ সাদাকা ইব্‌ন ফায্‌ল (র)..... উবাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল আর নিশ্চয়ই ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর সেই কালিমা যা তিনি মারিয়ামকে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ মাত্র, আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোক না কেন। ওলীদ (র) .... জুনাদা (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে জুনাদা বাড়িয়ে বলেছেন যে, জান্নাতের আট দরজার যেখান দিয়েই সে চাইবে। (আল্লাহ্ তাকে জান্নাত প্রবেশ করাবেন।)

٢٠٤٥. بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا نَبَذْنَاهُ أَلْقَيْنَاهُ اعْتَزَلَتْ شَرْقِيًّا مِمَّا يَلِي الشَّرْقَ ، فَأَجَاءَهَا أَفْعَلَ مِنْ جِئْتُ ، وَيُقَالُ : أَلْجَأَهَا اضْطَرَّهَا تَسَاقَطْ تُسْقِطْ ،

banglainternet.com

قَصِيًّا قَاصِيًا فَرِيًّا عَظِيمًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسِيًّا لَمْ أَكُنْ شَيْئًا وَقَالَ غَيْرُهُ النَّسِيُّ الْحَقِيْرُ ، وَقَالَ أَبُوْ وَائِلٍ : عَلِمَتْ مَرْيَمُ أَنَّ التَّقِيَّ ذُوْنُهْيَةٍ حِيْنَ قَالَتْ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ، وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ الْبَرَاءِ سَرِيًّا نَهْرٌ صَغِيْرٌ بِالسُّرْيَانِيَّةِ

২০৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ স্মরণ কর, এ কিতাবে মারিয়ামের কথা। যখন সে তার পরিজন থেকে পৃথক হলো। (১৯ ঃ ১৬) شَرْقِيًّا শব্দটি شَرْقٌ শব্দ থেকে, যার অর্থ পূর্বদিকে। فَأَجَاءَهَا শব্দটি جِئْتُ হতে أَفْعَلَ এর রূপে হয়েছে। أَجَأَهَا এর স্থলে أَلْجَأَهَا ও বলা হয়েছে যার অর্থ হবে তাকে অস্থির করে তুললো। تُسْقِطُ শব্দটি تَسَاقَطْ এর অর্থ দেবে। قَاصِيًا শব্দটি قَاصِيًا এর অর্থে ব্যবহৃত। فَرِيًّا অর্থ বিরাট। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, نَسِيًّا অর্থ আমি যেন কিছুই না থাকি। অন্যেরা বলেছেন, النَّسِيُّ অর্থ তুচ্ছ, ঘৃণিত। আবূ ওয়ায়েল (র) বলেছেন, মারিয়ামের উক্তি إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا এর অর্থ যদি তুমি জ্ঞানবান হও। ওকী' (র) ...... বলেন, বারআ (রা) থেকে বর্ণিত, سَرِيًّا শব্দটির অর্থ সুরইয়ানী ভাষায় ছোট নদী

٣١٩٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِيْسٰى وَكَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّيْ جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أُجِيْبُهَا أَوْ أُصَلِّيْ ، فَقَالَتْ اللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتّٰى تُرِيَهُ وُجُوْهَ الْمُوْمِسَاتِ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِيْ صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبٰى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقِيْلَ لَهَا مِمَّنْ فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوْا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوْهُ

banglainternet.com

وَسُبُّوْهُ ، فَتَوَضَّأَ وَصَلّٰى ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ مَنْ أَبُوْكَ يَاغُلاَمُ ؟ فَقَالَ الرَّاعِىْ ، قَالُوْا نَبْنِىْ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ ؟ قَالَ لاَ : إِلاَّ مِنْ طِيْنٍ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُوْشَارَةٍ ، فَقَالَتِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِىْ مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ ، فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ لا تَجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَ هٰذِهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ لِمَ ذٰلِكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَهٰذِهِ الْأَمَةُ يَقُوْلُوْنَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ –

৩১৯৪ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, তিন জন শিশু ব্যতীত আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' বলে ডাকা হতো। একদা ইবাদতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না সালাত আদায় করতে থাকব। (জবাব না পেয়ে) তার মা বলল, ইয়া আল্লাহ্! ব্যভিচারিণীর চেহারা না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদত খানায় থাকত। একবার তার কাছে একটি মহিলা আসল। সে (অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য) তার সাথে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। তারপর মহিলাটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূরণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। এটি কার থেকে ? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার কাছে আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল। তখন জুরাইজ অযু সেরে ইবাদত করল। এরপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল। হে শিশু! তোমার পিতা কে ? সে জবাব দিল সেই রাখাল। তারা (বনী ইসরাঈলেরা) বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে (করতে পার)। বনী ইসরাঈলের একজন মহিলা তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। মহিলাটি দু'আ করল, ইয়া আল্লাহ্! আমার ছেলেটি তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল। এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরালো। আর বলল, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে তার মত করনা। এরপর মুখ ফিরিয়ে দুধ পান করতে লাগল। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, নবী ﷺ -কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙ্গুল চুষছেন। এরপর সেই মহিলাটির

banglainternet.com

পাশ দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। মহিলাটি বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মত করো না। শিশুটি তৎক্ষণাৎ তার মায়ের দুধ ছেড়ে দিল। আর বলল, ইয়া আল্লাহ! আমাকে তার মত কর। তার মা জিজ্ঞাসা করল, তা কেন ? শিশুটি জবাব দিল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন। আর এ দাসীটি লোকে বলছে তুমি চুরি করেছ, যিনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি।

٣١٩٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى قَالَ فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ ، قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي الْحَمَّامَ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ، قَالَ وَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ ، فَقِيلَ لِي خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيلَ لِي هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ .

৩১৯৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ও মাহমুদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মিরাজ রজনীতে আমি মূসা (আ)-এর দেখা পেয়েছি। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ মূসা (আ)-এর আকৃতি বর্ণনা করেছেন। মূসা (আ) একজন দীর্ঘদেহী, মাথায় কোকড়ানো চুলবিশিষ্ট, যেন শানুআ গোত্রের একজন লোক। নবী ﷺ বলেন, আমি ঈসা (আ)-এর দেখা পেয়েছি। এরপর তিনি তাঁর আকৃতি বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি হলেন মাঝারি গড়নের গৌর বর্ণবিশিষ্ট, যেন তিনি এই মাত্র হাম্মামখানা হতে বেরিয়ে এসেছেন। আর আমি ইব্‌রাহীম (আ)-কেও দেখেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আকৃতিতে আমিই তার বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। নবী ﷺ বলেন, তারপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হল। একটিতে দুধ, অপরটিতে শরাব। আমাকে বলা হলো, আপনি যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, আপনি ফিত্‌রাত বা স্বভাবকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। দেখুন! আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

banglainternet.com

٣١٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ عِيْسٰى وَمُوْسٰى وَإِبْرَاهِيْمَ فَأَمَّا عِيْسٰى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوْسٰى فَآدَمُ جَسِيْمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ ـ

৩১৯৬ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, (মিরাজের রাতে) আমি ঈসা (আ), মূসা (আ) ও ইব্রাহীম (আ)-কে দেখেছি। ঈসা (আ) গৌর বর্ণ, সোজা চুল এবং প্রশস্ত বক্ষবিশিষ্ট লোক ছিলেন, মূসা (আ) বাদামী রং বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁর দেহ ছিল সুঠাম এবং মাথার চুল ছিল কোকড়ানো যেন 'যুত' গোত্রের একজন লোক।

٣١٩٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدْمُ ، كَأَحْسَنِ مَا يُرٰى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعَرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالُوْا هٰذَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالُوْا هٰذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ * تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ ـ

৩১৯৭ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ টেঁড়া নন।

banglainternet.com

সাবধান! মাসীহ্ দাজ্জালের ডান চোখ টেঁড়া। তার চোখ যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত। আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজকে কা'বার কাছে দেখলাম। হঠাৎ সেখানে বাদামী রং এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রঙ্গের লোক দেখে থাক তার থেকেও বেশী সুন্দর ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার সোজা চুল, তার দু'কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা থেকে পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছিল। তিনি দু'জন লোকের কাঁধে হাত রেখে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে ? তারা জবাব দিলেন, ইনি হলেন, মসীহ ইব্ন মারিয়াম। তারপর তাঁর পেছনে আর একজন লোককে দেখলাম। তার মাথায় চুল ছিল বেশ কোঁকড়ানো, ডান চোখ টেঁড়া, আকৃতিতে সে আমার দেখা মত ইব্ন কাতানের অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু'কাঁধে ভর করে কা'বার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে ? তারা বললেন, এ হল মাসীহ্ দাজ্জাল।

٣١٩٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعِيسَى أَحْمَرُ ، وَلَكِنْ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدْمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً ، أَوْ يُهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا هَذَا الدَّجَّالُ ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ ، هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ –

৩১৯৮ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ মাক্কী (র) ..... সালিম (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! নবী ﷺ এ কথা বলেননি যে ঈসা (আ) রক্তিম বর্ণের ছিলেন। বরং বলেছেন, একদা আমি স্বপ্নে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ সোজা চুল ও বাদামী রং বিশিষ্ট একজন লোক দেখলাম। তিনি দু'জন লোকের মাঝখানে চলছেন। তাঁর মাথার পানি ঝরে পড়ছে অথবা বলেছেন, তার মাথা থেকে পানি বেয়ে পড়ছে। আমি বললাম, ইনি কে ? তারা বললেন, ইনি মারিয়ামের পুত্র। তখন আমি এদিক সেদিক তাকালাম। হঠাৎ দেখলাম, এক ব্যক্তি তার গায়ের রং লালবর্ণ, খুব মোটা, মাথার চুল কোঁকড়ানো এবং তার ডান চোখ টেঁড়া। তার চোখ যেন ফুলা আঙ্গুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে ? তারা বললেন, এ হলো দাজ্জাল। মানুষের মধ্যে ইব্ন কাতানের সাথে তার অধিক সাদৃশ্য রয়েছে। যুহরী (র) তার বর্ণনায় বলেন, ইব্ন কাতান খুযাআ গোত্রের একজন লোক, সে জাহেলী যুগেই মারা গেছে।

banglainternet.com

٣١٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ -

৩১৯৯ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমি মারিয়ামের পুত্র ঈসার বেশী নিকটতম। আর নবীগণ পরস্পর আল্লাতী ভাই অর্থাৎ দীনের মূল বিষয়ে এক এবং বিধানে বিভিন্ন। আমার ও তার (ঈসার) মাঝখানে কোন নবী নেই।

٣٢٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ * وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩২০০ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি দুনিয়া ও আখিরাতে ঈসা ইব্ন মারিয়ামের সবচেয়ে নিকটতম। নবীগণ একে অন্যের আল্লাতী ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ তাদের বিধান ভিন্ন। (কিন্তু তাদের মূল দীন এক (তাওহীদ)। ইব্রাহীম ইব্ন তাহমান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন।

٣٢٠١ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ كَلَّا لَذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيْسَى آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي -

banglainternet.com

৩২০১ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চুরি করেছ ? সে বলল, কখনও নয়। সেই সত্তার কসম। যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তখন ঈসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি আর আমি আমার দু'নয়নকে বাহ্যত সমর্থন করলাম না।

٣٢٠٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ـ

৩২০২ হুমাইদী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উমর (রা)-কে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন ঈসা ইব্‌ন মারিয়াম (আ) সম্পর্কে খৃস্টানরা অতিরঞ্জিত করেছিল। আমি তাঁর (আল্লাহ্‌র) বান্দা, বরং তোমরা আমার সম্পর্কে বলবে, আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।

٣٢٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيْسَى ثُمَّ آمَنَ بِيْ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ ـ

৩২০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) ..... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। যদি কোন লোক তার দাসীকে আদব-কায়দা শিখায় এবং তা ভালভাবে শিখায় এবং তাকে দীন শিখায় আর তা উত্তমভাবে শিখায় তারপর তাকে আযাদ করে দেয় অতঃপর তাকে বিয়ে করে তবে সে দু'টি করে সওয়াব পাবে। আর যদি কেউ ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তারপর আমার প্রতিও ঈমান আনে, তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে। আর গোলাম যদি তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তার মনীবদেরকে মেনে চলে তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে।

banglainternet.com

٣٢٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ، فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا دُمْتُ فِيهِمْ ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُّونَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ

৩২০৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা হাশরের মাঠে খালি-পা, খালি গা এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত হবে। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। এটা আমার ওয়াদা। আমি তা অবশ্যই পূর্ণ করব।(২১ ঃ ১০৪) এরপর (হাশরে) সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হলেন ইব্‌রাহীম (আ)। তারপর আমার সাহাবীদের কিছু সংখ্যককে ডান দিকে (বেহেশ্‌তে) এবং কিছু সংখ্যককে বাম দিকে (দোযখে) নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার অনুসারী। তখন বলা হবে আপনি তাদের থেকে বিদায় নেয়ার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। তখন আমি এমন কথা বলব, যেমন বলেছিল, পুণ্যবান বান্দা ঈসা ইব্‌ন মারিয়াম (আ)। তার উক্তিটি হলো এ আয়াতঃ আর আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম। এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনিই তাদের হেফাযতকারী ছিলেন। আর আপনি তো সব কিছুর উপরই সাক্ষী। যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন, তবে এরা তো আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি নিশ্চয়ই পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়।(৫ ঃ ১১৭) কাবীসা (রা) থেকে

banglainternet.com

বর্ণিত, তিনি বলেন, এরা হলো ঐ সব মুরতাদ যারা আবূ বক্‌র (রা)-এর খিলাফতকালে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তখন আবূ বক্‌র (রা) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

٢٠٤٦ بَابُ نُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

২০৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর অবতরণের বর্ণনা

٣٢٠٥ حَدَّثَنَا إِسْحٰقَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْحَرْبَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ : وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ـ

৩২০৫ ইসহাক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কসম সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অচিরেই তোমাদের মাঝে মারিয়ামের পুত্র ঈসা (আ) শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি 'ক্রুশ' ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর মেরে ফেলবেন এবং তিনি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তখন সম্পদের স্রোত বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সিজ্‌দা করা সমগ্র দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ থেকে বেশী মূল্যবান বলে গণ্য হবে। এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এর সমর্থনে এ আয়াতটি পড়তে পারঃ কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর (ঈসা (আ)-এর) মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

٣٢٠٦ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِىْ قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

banglainternet.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ، تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ

৩২০৬ ইব্‌ন বুকায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের অবস্থা কেমন (আনন্দের) হবে যখন তোমাদের মাঝে মারিয়াম তনয় ঈসা (আ) অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে।[১]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٠٤٧. بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

২০৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীর বিবরণ

٣٢٠٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحُذَيْفَةَ أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا ، فَأَمَّا الَّذِيْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَأَمَّا الَّذِيْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِيْ يَرٰى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ ، قَالَ حُذَيْفَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ : هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ مَا أَعْلَمُ قِيْلَ لَهُ انْظُرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّيْ كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِيْ

banglainternet.com

১. ঈসা (আ) মুসলমানদের ইমাম হবেন বটে কিন্তু তিনি কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক শাসনকার্য চালাবেন, ইন্‌জিল মতে নয়। তিনি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়ে আসবেন। –(আইনী)

الدُّنْيَا وَأُجَازِيْهِمْ فَأُنْظِرُ الْمُوْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ ، فَأَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصٰى أَهْلَهُ إِذَا أَنَا مُتُّ فَاجْمَعُوْا لِيْ حَطَبًا كَثِيْرًا وَأَوْقِدُوْا فِيْهِ نَارًا حَتّٰى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِيْ وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِيْ فَأُمْتَحَشْتُ فَخُذُوْهَا فَاطْحَنُوْهَا ، ثُمَّ انْظُرُوْا يَوْمًا رَاحًا فَاذْرُوْهُ فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوْا فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَكَانَ نَبَّاشًا –

৩২০৭ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... উক্‌বা ইব্ন আমর (রা) হুযায়ফা (রা)-কে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা কি আমাদের কাছে বর্ণনা করবেন না ? তিনি জবাব দিলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন দাজ্জাল বের হবে তখন তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। এরপর মানুষ যাকে আগুনের মত দেখবে তা হবে আসলে শীতল পানি। আর যাকে মানুষ শীতল পানির ন্যায় দেখবে, তা হবে প্রকৃতপক্ষে দহনকারী আগুন। তখন তোমাদের মধ্যে যে তার দেখা পাবে, সে যেন অবশ্যই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যাকে সে আগুনের ন্যায় দেখতে পাবে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তা সুস্বাদু শীতল পানি। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি (রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে) বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে একজন লোক ছিল। তার কাছে ফিরিশ্‌তা তার জান কব্‌য করার জন্য এসেছিলেন। (তার মৃত্যুর পর) তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছ ? সে জবাব দিল, আমার জানা নেই। তাকে বলা হলো, একটু চিন্তা করে দেখ। সে বলল, এ জিনিসটি ব্যতীত আমার আর কিছুই জানা নেই যে, দুনিয়াতে আমি মানুষের সাথে ব্যবসা করতাম। অর্থাৎ ঋণ দিতাম। আর তা আদায়ের জন্য তাদেরকে তাগাদা করতাম। আদায় না করতে পারলে আমি স্বচ্ছল ব্যক্তিকে সময় দিতাম আর অভাবী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতাম। তখন আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এটাও বলতে শুনেছি যে, কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এসে হাযির হল। যখন সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল। তখন সে তার পরিজনকে ওসীয়াত করল, আমি যখন মরে যাব। তখন আমার জন্য অনেকগুলো কাঠ একত্র করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিও। (আর আমাকে তাতে ফেলে দিও) আগুন যখন আমার গোশত খেয়ে ফেলবে এবং আমার হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আর আমার হাড়গুলো বেরিয়ে আসবে, তখন তোমরা তা নিয়ে গুড়ো করে ফেলবে। তারপর যেদিন দেখবে খুব হাওয়া বইছে, তখন সেই ছাইগুলিকে উড়িয়ে দেবে। তার পরিজনেরা তাই করল। তারপর আল্লাহ্ সে সব একত্র করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাজ তুমি কেন করলে ? সে জবাব দিল, আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে

banglainternet.com

ক্ষমা করে দিলেন। উক্‌বা ইব্‌ন আম্‌র (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে ঐ ব্যক্তি ছিল কাফন চোর।

٣٢٠٨ حَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنِىْ مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالاَ لَمَّا نُزِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا –

৩২০৮ বিশর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তেকালের সময় হাযির হল। তখন তিনি আপন চেহারার উপর তাঁর একখানা চাদর দিয়ে রাখলেন। এরপর যখন খারাপ লাগল, তখন তাঁর চেহারা মোবারক হতে তা সরিয়ে দিলেন এবং তিনি এ অবস্থায়ই বললেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত। তারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে রেখেছে। তারা যা করেছে তা থেকে নবী ﷺ মুসলমানদেরকে সতর্ক করছেন।

٣٢٠٩ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ نِ الْقَزَّازِ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَإِنَّهُ لاَنَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ ، قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : فُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، أَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ –

banglainternet.com

৩২০৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি পাঁচ বছর যাবত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাহচর্যে ছিলাম। তখন আমি তাঁকে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের উম্মতকে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই। তবে অনেক খলীফাহ্ হবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ করছেন ? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বায়'আতের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল।

٣٢١٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتّٰى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ –

৩২১০ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের তরীকাহ্ পুরোপুরি অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি গো সাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি ইয়াহূদী ও নাসারার কথা বলেছেন ? নবী ﷺ বললেন, তবে আর কার কথা ?

٣٢١١ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُوْتِرَ الْاِقَامَةَ –

৩২১১ ইমরান ইব্‌ন মাইসারা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁরা (সাহাবাগণ সালাতের জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য) আগুন জ্বালানো এবং ঘন্টা বাজানোর কথা উল্লেখ করলেন। তখনই তাঁরা ইয়াহূদী ও নাসারার কথা উল্লেখ করলেন। এরপর বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দগুলো দু' দু' বার করে এবং ইকামাতের শব্দগুলো বেজোর করে বলতে আদেশ করা হলো।

banglainternet.com

٣٢١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ تَكْرَهُ اَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِىْ خَاصِرَتِهٖ وَتَقُوْلُ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَفْعَلُهُ * تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ

৩২১২ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি কোমরে হাত রাখাকে না পছন্দ করতেন। আর বলতেন, ইয়াহূদীরা এরূপ করে। শু'বা (র) আমাশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফিয়ান (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٢١٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَجَلُكُمْ فِى اَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الْاُمَمِ مَابَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ ، وَاِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ نِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِىْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ، فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِىْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلٰى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ، فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلٰى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِىْ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ اَلاَ فَاَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ اَلاَ لَكُمُ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى ، فَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلاً ، وَاَقَلُّ عَطَاءً ، قَالَ اللّٰهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوْا لاَ : قَالَ فَاِنَّهُ فَضْلِىْ أُعْطِيْهِ مَنْ شِئْتُ -

banglainternet.com

৩২১৩ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যেসব উম্মত অতীত হয়ে গেছে তাদের তুলনায় তোমাদের স্থিতিকাল হলো আসরের

সালাত এবং সূর্য ডুবার মধ্যবর্তী সময় টুকুর সমান। আর তোমাদের ও ইয়াহূদী নাসারাদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে কয়েকজন লোককে তার কাজে লাগালো এবং জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, আমার জন্য দুপুর পর্যন্ত এক কিরাতের [১] বিনিময়ে কাজ করবে? তখন ইয়াহূদীরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত কাজ করল। তারপর সে ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, সে দুপুর থেকে আসর সালাত পর্যন্ত এক এক কিরাতের বিনিময়ে আমার কাজটুকু করে দেবে? তখন নাসারারা এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর হতে আসর সালাত পর্যন্ত কাজ করল। সে ব্যক্তি পুনরায় বলল, কে এমন আছ, যে দু' দু' কিরাতের বদলায় আসর সালাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দেখ, তোমরাই হলে সে সব লোক যারা আসর সালাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু' দু' কিরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। দেখ, তোমাদের পারিশ্রমিক দ্বিগুণ। এতে ইয়াহূদী ও নাসারারা অসন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী আর পারিশ্রমিক পেলাম কম। আল্লাহ্ বলেন, আমি কি তোমার পাওনা থেকে কিছু যুলম বা কম করেছি? তারা উত্তরে বলল, না। তখন আল্লাহ্ বললেন, এ-ই হলো আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা, তা দান করে থাকি।

٣٢١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَاتَلَ اللّٰهُ فُلاَنًا اَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا * تَابَعَهُ جَابِرٌ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩২১৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ধ্বংস করুক ! সে কি জানে না যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের ওপর লানত করুন। তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল। তখন তারা তা গালিয়ে বিক্রি করতে লাগল। জাবির ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ এর হাদীস বর্ণনায় ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٢١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

banglainternet.com

১. কিরাত তৎকালীন স্বল্পতম মানের আরবী মুদ্রা বিশেষ।

৩২১৫ আবূ আসিম যাহ্হাক ইব্ন মাখলাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমার কথা (অন্যদের নিকট) পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন দোযখকেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নিল।

٣٢١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ -

৩২১৬ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইয়াহূদী ও নাসারারা (দাঁড়ি ও চুলে) রং লাগায় না বা খেযাব দেয় না। অতএব তোমরা (রং বা খেযাব লাগিয়ে) তাদের বিপরীত কাজ কর।

٣٢١٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِيْنَا مُنْذُ حَدَّثَنَا وَمَا نَخْشٰى اَنْ يَكُوْنَ جُنْدُبُ كَذَبَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَاَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ، بَادَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهِ فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

৩২১৭ মুহাম্মদ (র) ..... হাসান (বসরী) (র) বলেন, জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বসরার এক মসজিদে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। সে দিন থেকে আমরা না হাদীস ভুলেছি না আশংকা করেছি যে, জুনদুব (র) নবী ﷺ -এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে একজন লোক আঘাত পেয়েছিল তাতে কাতর হয়ে পড়েছিল। এরপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। মহান আল্লাহ্ বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার থেকে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করল (অর্থাৎ সে আত্মহত্যা করল।) কাজেই, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম।

banglainternet.com

حَدِيْثُ اَبْرَصَ وَاَقْرَعَ وَاَعْمٰى

একজন শ্বেতীরোগী, টাকওয়ালা ও অন্ধের বিবরণ সম্বলিত হাদীস

٣٢١٨ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحٰقَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ ثَلَاثَةً فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَبْرَصَ وَاَقْرَعَ وَاَعْمٰى بَدَا اللّٰهُ اَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا فَاَتَى الْاَبْرَصَ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبَّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِىَ النَّاسُ ، قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ ، فَاُعْطِىَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا ، فَقَالَ اَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ فَقَالَ الْاِبِلُ اَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنَّ الْاَبْرَصَ اَوِ الْاَقْرَعَ قَالَ اَحَدُهُمَا الْاِبِلُ ، وَقَالَ الْاٰخَرُ الْبَقَرُ ، فَاُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا قَالَ وَاَتَى الْاَقْرَعَ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ : شَعَرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِّىْ هٰذَا قَدْ قَذِرَنِىَ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ ، وَاُعْطِىَ شَعَرًا حَسَنًا ، قَالَ فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ ، قَالَ فَاَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا ، وَاَتَى الْاَعْمٰى فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ يَرُدُّ اللّٰهُ اِلَىَّ بَصَرِىْ فَاُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ ، قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ فَاَىُّ

banglainternet.com

الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ الْغَنَمُ فَاَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَاَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْاِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنْ بَقَرٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ ، ثُمَّ اِنَّهُ اَتَى الْاَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ ، فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ ، اَسْاَلُكَ بِالَّذِيْ اَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِيْ سَفَرِيْ ، فَقَالَ لَهُ اِنَّ الْحُقُوْقَ كَثِيْرَةٌ ، فَقَالَ لَهُ كَاَنِّيْ اَعْرِفُكَ اَلَمْ تَكُنْ اَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا ، فَاَعْطَاكَ اللّٰهُ ، فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ ، فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَاكُنْتَ ، وَاَتَى الْاَقْرَعَ فِيْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَاقَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدَّ عَلَيْهِ هٰذَا ، فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَاكُنْتَ ، وَاَتَى الْاَعْمٰى فِيْ صُوْرَتِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ السَّبِيْلِ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلاَبَلاَغَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ ، اَسْاَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِيْ ، وَقَالَ كُنْتُ اَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ بَصَرِيْ وَفَقِيْرًا فَاَغْنَانِيْ ، فَخُذْ مَاشِئْتَ فَوَاللّٰهِ لاَ اَحْمَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ اَخَذْتَهُ لِلّٰهِ ، فَقَالَ اَمْسِكْ مَالَكَ فَاِنَّمَا اُبْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ -

৩২১৮ আহ্মদ ইব্ন ইসহাক ও মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিন জন লোক ছিল। একজন শ্বেতীরোগী, একজন মাথায় টাকওয়ালা আর একজন অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কাজেই, তিনি তাদের কাছে একজন ফিরিশ্তা পাঠালেন। ফিরিশ্তা প্রথমে শ্বেতী রোগীটির নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কোন্ জিনিস বেশী প্রিয় ? সে জবাব দিল, সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কেননা, মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফিরিশ্তা তার শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ

banglainternet.com

সেরে গেল। তাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া দান করা হল। তারপর ফিরিশ্‌তা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার কাছে বেশী প্রিয় ? সে জবাব দিল, 'উট' অথবা সে বলল, 'গরু'। এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে শ্বেতীরোগী না টাকওয়ালা দু'জনের একজন বলেছিল 'উট' আর অপরজন বলেছিল 'গরু'। অতএব তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেয়া হল। তখন ফিরিশ্‌তা বললেন, "এতে তোমার জন্য বরকত হোক।" বর্ণনাকারী বলেন, ফিরিশ্‌তা টাকওয়ালার কাছে গেলেন এবং বললেন, তোমার কাছে কি জিনিস পছন্দনীয়? সে বলল, সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এ রোগ চলে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। বর্ণনাকারী বলেন, ফিরিশ্‌তা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাথার টাক চলে গেল। তাকে (তার মাথায়) সুন্দর চুল দেয়া হল। ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয় ? সে জবাব দিল, 'গরু'। তারপর তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করলেন। এবং ফিরিশ্‌তা দু'আ করলেন, এতে তোমাকে বরকত দান করা হোক। তারপর ফিরিশ্‌তা অন্ধের নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ জিনিস তোমার কাছে বেশী প্রিয় ? সে বলল, আল্লাহ্ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। নবী ﷺ বললেন, তখন ফিরিশ্‌তা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয় ? সে জবাব দিল 'ছাগল'। তখন তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন। উপরে উল্লেখিত লোকদের পশুগুলো বাচ্চা দিল। ফলে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আর একজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে গেল। এরপর ঐ ফিরিশ্‌তা তাঁর পূর্ববর্তী আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করে শ্বেতরোগীর কাছে এসে বললেন, আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সকল (সম্বল) শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার গন্তব্য স্থানে পৌছার আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপায় নেই। আমি তোমার কাছে ঐ সত্তার নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর উপর সাওয়ার হয়ে আমার গন্তব্যে পৌছাব। তখন লোকটি তাকে বলল, আমার উপর বহু দায় দায়িত্ব রয়েছে। (কাজেই আমার পক্ষে দান করা সম্ভব নয়) তখন ফিরিশ্‌তা তাকে বললেন, সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি এক সময় শ্বেতরোগী ছিলে না ? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকীর ছিলে না ? এরপর আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে (প্রচুর সম্পদ) দান করেছেন। তখন সে বলল, আমি তো এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি। ফিরিশ্‌তা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে সেরূপ করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। তারপর ফিরিশ্‌তা মাথায় টাকওয়ালার কাছে তাঁর সেই বেশভূষা ও আকৃতিতে গেলেন এবং তাকে ঠিক তদ্রূপই বললেন, যেরূপ তিনি শ্বেতী রোগীকে বলেছিলেন। এও তাকে ঠিক অনুরূপ জবাব দিল যেমন জবাব দিয়েছিল শ্বেতীরোগী। তখন ফিরিশ্‌তা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে তেমন অবস্থায় করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। শেষে ফিরিশ্‌তা অন্ধ লোকটির কাছে তাঁর আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব লোক, মুসাফির মানুষ ; আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ী পৌছার ব্যাপারে আল্লাহ্ ছাড়া কোন গতি নেই। তাই আমি তোমার কাছে সেই সত্তার নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আমি এ ছাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ী পৌছতে পারব। সে বলল, বাস্তবিকই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্

banglainternet.com

আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকীর ছিলাম। আল্লাহ্ আমাকে ধনী করেছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহ্র কসম। আল্লাহ্র ওয়াস্তে তুমি যা কিছু নিবে, তার জন্যে আজ আমি তোমার নিকট কোন প্রশংসাই দাবী করব না। তখন ফিরিশ্তা বললেন, তোমার মাল তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিন জনকে পরীক্ষা করা হল মাত্র। আল্লাহ্ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথী দু'জনের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

٢٠٤٨. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ - اَلْكِتَابُ اَلْمَرْقُوْمُ مَكْتُوْبٌ مِنَ الرَّقْمِ رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا ، لَوْلاَ اَنْ رَبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا شَطَطًا اِفْرَاطًا اَلْوَصِيْدُ اَلْفِنَاءُ وَجَمْعُهُ وَصَائِدَ وَوُصُدٌ وَيُقَالُ اَلْوَصِيْدُ اَلْبَابُ مُؤْصَدَةٌ مُطْبَقَةٌ اَصَدَّ الْبَابَ وَاَوْصَدَ بَعَثْنَاهُمْ اَحْيَيْنٰهُمْ اَزْكٰى اَكْثَرُ رَيْعًا ، فَضَرَبَ اللّٰهُ عَلٰى اٰذَانِهِمْ فَنَامُوْا رَجْمًا بِالْغَيْبِ لَمْ يَسْتَبِيْنِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقْرِضُهُمْ تَتْرُكُهُمْ

২০৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ আসহাবে কাহাফ ও রাকীম সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ? (৯ঃ ১৮) কিতাব اَلْمَرْقُوْمٌ শব্দটি الرَّقْمُ হতে উদ্ভূত, অর্থ লিপিবদ্ধ। رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এর অর্থ, তাদের অন্তরে আমি (ধৈর্যের) প্রেরণা প্রদান করেছি। যদি আমি তার অন্তরে সহনশীলতার প্রেরণা প্রদান না করতাম। شَطَطًا অতিশয় অতিরিক্ত। اَلْوَصِيْدُ গুহার পাড়। এটা একবচন। এর বহুবচন وَصَائِدَ এবং وَصُدٌ ; কেউ কেউ বলেন, اَلْوَصِيْدُ অর্থ দরজা। مُؤْصَدَةٌ বন্ধ। এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। اَصَدَّ الْبَابَ وَاَوْصَدَ আমি তাদেরকে জীবিত করলাম। اَزْكٰى পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্য। এরপর আল্লাহ্ তাদের কানে ছাপ মেরে দিলেন। তারা ঘুমিয়ে পড়লো। رَجْمًا بِالْغَيْبِ যা স্পষ্ট হলো না। আর মুজাহিদ (র) বলেন। تَقْرِضُهُمْ তাদেরকে পাশ কেটে যায়

banglainternet.com

٢٠٤٩. بَابُ حَدِيْثُ الْغَارُ

২০৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ গুহার ঘটনা

٣٢١٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُوْنَ اِذْ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَاَوَوْا اِلٰى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اِنَّهُ وَاللّٰهِ يَا هٰؤُلاَءِ لاَيُنْجِيكُمْ اِلاَّ الصِّدْقُ ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ اَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيْهِ ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهُ كَانَ لِىْ اَجِيْرٌ عَمِلَ لِىْ عَلٰى فَرَقٍ مِنْ اَرُزٍّ فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَاَنِّىْ عَمَدْتُ اِلٰى ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ اَمْرِهِ اَنِّىْ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا ، وَاَنَّهُ اَتَانِىْ يَطْلُبُ اَجْرَهُ ، فَقُلْتُ اعْمِدْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقْهَا فَقَالَ لِىْ اِنَّمَا لِىْ عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ اَرُزٍّ فَقُلْتُ لَهُ اعْمِدْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا مِنْ ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ ، فَقَالَ الْاٰخَرُ اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كَانَ لِىْ اَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، فَكُنْتُ اٰتِيْهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِىْ فَاَبْطَاْتُ عَنْهُمَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَاَهْلِىْ وَعِيَالِىْ يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوْعِ ، فَكُنْتُ لاَ اَسْقِيْهِمْ حَتّٰى يَشْرَبَ اَبَوَاىَ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ اَنْ اَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا فَلَمْ اَزَلْ اَنْتَظِرُ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتّٰى

banglainternet.com

نَظَرُوْا اِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهُ كَانَ لِىْ اِبْنَةُ عَمٍّ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ وَاَنِّىْ رَاوَدْتُّهَا عَنْ نَفْسِهَا ، فَاَبَتْ اِلاَّ اَنْ اٰتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَطَلَبْتُهَا حَتّٰى قَدَرْتُ فَاَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا اِلَيْهَا فَاَمْكَنَتْنِىْ مِنْ نَفْسِهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فَقَالَتْ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ الدِّيْنَارَ ، فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَفَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوْا -

৩২১৯ ইসমাঈল ইব্ন খালীল (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। তাঁরা পথ চলছিল। হঠাৎ তাদের বৃষ্টি পেয়ে গেল। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিল। অমনি তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যদেরকে বললেন, বন্ধুগণ আল্লাহ্‌র কসম! এখন সত্য ছাড়া কিছুই তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। কাজেই, এখন তোমাদের প্রত্যেকের সেই জিনিসের উসিলায় দু'আ করা উচিত, যে ব্যাপারে জানা রয়েছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে। তখন তাদের একজন (এই বলে) দু'আ করলেন হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার একজন মযদুর ছিল। সে এক ফারাক[১] চাউলের বিনিময়ে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে মজুরী না নিয়েই চলে গিয়েছিল। আমি তার এ মজুরী দিয়ে কিছু একটা করতে মনস্থ করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে, তার বিনিময়ে আমি একটি গাভী কিনলাম। সেই মযদুর আমার নিকট এসে তার মজুরী দাবী করল। আমি তাকে বললাম, এ গাভীটির দিকে তাকাও এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। সে জবাব দিল, আমার ত আপনার কাছে মাত্র এক 'ফারাক' চাউলই প্রাপ্য। আমি তাকে বললাম গাভীটি নিয়ে যাও। কেননা (তোমার) সেই এক 'ফারাক' দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বিনিময়ে এটি খরীদ করা হয়েছে। তখন সে গাভীটি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ্) আপনি জানেন যে, তা আমি একমাত্র আপনার ভয়েই করেছি। তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দাও। তখন তাদের কাছ থেকে পাথরটি কিছুটা সরে গেল। তাদের আরেকজন দু'আ করল, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমার মা-বাপ খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি প্রতি রাতে তাঁদের জন্য আমার বকরীর দুধ নিয়ে তাঁদের কাছে যেতাম। ঘটনাক্রমে একরাতে তাদের কাছে যেতে আমি দেরী করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম, যখন তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে আমার পরিবার পরিজন ক্ষুধার কারণে চিৎকার করছিল। আমার মাতা-পিতাকে দুধ পান না করান পর্যন্ত ক্ষুধায় কাতর আমার সন্তানদেরকে দুধ পান করাইনি। কেননা, তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানটি আমি পছন্দ করিনি। অপরদিকে তাদেরকে বাদ দিতেও ভাল লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করলে তাঁরা উভয়ই দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত (তাদের জাগ্রত হবার) অপেক্ষা

banglainternet.com

১. পরিমাপের পাত্র, যা তিন ছা'-এর সমমানের।

করছিলাম। আপনি জানেন যে, একাজ আমি করেছি, একমাত্র আপনার ভয়ে, তাই, আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দিন। তারপর পাথরটি তাদের থেকে আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আসমান দেখতে পেল। অপর ব্যক্তি দু'আ করল, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমার একটি চাচাত বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে (মিলনের) বাসনা করছিলাম। কিন্তু সে একশ' দীনার (স্বর্ণ মুদ্রার) প্রদান ব্যতিত ঐ কাজে রাযী হতে চাইল না। আমি স্বর্ণ মুদ্রা অর্জনের চেষ্টা আরম্ভ করলাম এবং তা অর্জনে সমর্থও হলাম। তারপর কথিত মুদ্রাসহ তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে তা অর্পণ করলাম। সেও তার দেহ আমার ভোগে অর্পণ করলো। আমি যখন তার দুই পায়ের মাঝে বসে পড়লাম। তখন সে বলল, আল্লাহ্কে ভয় কর, অন্যায় ও অবৈধভাবে পবিত্র ও রক্ষিত আবরুকে বিনষ্ট করো না। আমি তৎক্ষণাৎ সরে পড়লাম ও স্বর্ণমুদ্রা ছেড়ে আসলাম। হে আল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমি প্রকৃতই আপনার ভয়ে তা করে ছিলাম। তাই আমাদের রাস্তা প্রশস্ত করে দাও। আল্লাহ্ (তাদের) সংকট দূরীভূত করলেন। তারা বের হয়ে আসল।

٢٠٥٠. بَابُ :

২০৫০. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٢٢٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ بَيْنَمَا امْرَاَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا اِذْ مَرَّبِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ ، فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَتُمِتِ ابْنِيْ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِيْ مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِي الثَّدْيِ ، وَمُرَّ بِامْرَاَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا ، فَقَالَتِ ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِيْ مِثْلَهَا ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِثْلَهَا ، فَقَالَ اَمَّا الرَّاكِبُ فَاِنَّهُ كَافِرٌ ، وَاَمَّا الْمَرْاَةُ فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ لَهَا تَزْنِيْ وَتَقُوْلُ حَسْبِيَ اللّٰهُ ، وَيَقُوْلُوْنَ تَسْرِقُ ، وَتَقُوْلُ حَسْبِيَ اللّٰهُ ـ

৩২২০ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, একদা একজন মহিলা তার কোলের শিশুকে স্তন্য পান করাচ্ছিল। এমন সময় একজন অশ্বারোহী তাদের নিকট দিয়ে গমন করে। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহ! আমার পুত্রকে এই

banglainternet.com

অশ্বারোহীর মত না বানিয়ে মৃত্যু দান করো না। তখন কোলের শিশুটি বলে উঠলো– হে আল্লাহ্! আমাকে ঐ অশ্বারোহীর মত করো না, এই বলে পুনরায় সে স্তন্য পানে মনোনিবেশ করল। তারপর একজন মহিলাকে কতিপয় লোক অপমানজনক ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে করতে টেনে নিয়ে চলছিল। ঐ মহিলাকে দেখে শিশুর মাতা বলে উঠল– হে আল্লাহ! আমার পুত্রকে ঐ মহিলার মত করো না। শিশুটি বলে উঠল, হে আল্লাহ্! আমাকে ঐ মহিলার ন্যায় কর। নবী ﷺ বলেন, ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি কাফির ছিল আর ঐ মহিলাকে লক্ষ্য করে লোকজন বলছিল, তুই ব্যাভিচারিণী, সে বলছিল হাস্‌বি আল্লাহ্- আল্লাহ্-ই আমার জন্য যথেষ্ট। তারা বলছিল তুই চোর আর সে বলছিল হাস্‌বি আল্লাহ্- আল্লাহ্-ই আমার জন্য যথেষ্ট।

٣٢٢١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ اِذْ رَاَتْهُ بَغِىٌّ مِّنْ بَغَايَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهٖ –

৩২২১ সাঈদ ইব্ন তালীদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন যে, একদা একটি কুকুর এক কূপের চারদিকে ঘুরছিল এবং প্রবল পিপাসার কারণে সে মৃত্যুর নিকটে পৌঁছেছিল। তখন বনী ইসরাঈলের ব্যাভিচারিণীদের একজন কুকুরটির অবস্থা লক্ষ্য করল, এবং তার পায়ের মোজার সাহায্যে পানি সংগ্রহ করে কুকুরটিকে পান করাল। এ কাজের প্রতিদানে আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ عَامَ حَجٍّ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ ، وَكَانَتْ فِىْ يَدِىْ حَرَسِىٍّ فَقَالَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهٖ وَيَقُوْلُ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهٖ نِسَاؤُهُمْ –

banglainternet.com

৩২২২ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ..... হুমায়েদ ইব্ন আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, তার হজ্জ পালনের বছর মিম্বরে নববীতে

উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর দেহরক্ষীদের নিকট হতে মহিলাদের একগুচ্ছ কেশ নিজ হাতে নিয়ে তিনি বলেন যে, হে মদীনাবাসী! কোথায় তোমাদের আলিম সমাজ ? আমি নবী করীম ﷺ -কে এ জাতীয় পরচুলা ব্যবহার থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, যখন তাদের মহিলাগণ এ জাতীয় পরচুলা ব্যবহার করতে আরম্ভ করে।

٣٢٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيْمَا مَضٰى قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ وَاِنَّهُ اِنْ كَانَ فِىْ اُمَّتِىْ هٰذِهِ مِنْهُمْ فَاِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -

৩২২৩ আব্দুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে মুহাদ্দাস (ইল্‌হাম প্রেরণাপ্রাপ্ত) ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তবে সে নিশ্চয় উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হবেন।

٣٢٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِىْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَاَتٰى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَوْبَةٌ ، قَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِئْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَاَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى هٰذِهِ اَنْ تَقَرَّبِىْ وَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى هٰذِهِ اَنْ تَبَاعَدِىْ وَقَالَ قِيْسُوْا مَابَيْنَهُمَا فَوُجِدَ اِلٰى هٰذِهِ اَقْرَبُ بِشِبْرٍ ، فَغُفِرَ لَهُ -

banglainternet.com

৩২২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে নিরানব্বইটি নর হত্যা করেছিল। তারপর

(অনুশোচনা করতঃ নাজাতের পথের অনুসন্ধানে বাড়ী থেকে) বের হয়ে একজন পাদরীকে জিজ্ঞাসা করল, আমার তওবা কবুল হওয়ার আশা আছে কি ? পাদরী বলল, না। তখন সে পাদরীকেও হত্যা করল। এরপর পুনরায় সে (লোকদের নিকট) জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সে রওয়ানা হল এবং পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে গেল। সে তার বক্ষদেশ দ্বারা সে স্থানটির দিকে ঘুরে গেল। মৃত্যুর পর রহমত ও আযাবের ফিরিশ্‌তাগণ তার রূহকে নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। আল্লাহ্ সম্মুখের ভূমিকে (যেখানে সে তওবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল) আদেশ করলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাও। এবং পশ্চাতে ফেলে আসা স্থানকে (যেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল) আদেশ দিলেন, তুমি দূরে সরে যাও। তারপর ফিরিশ্‌তাদের উভয় দলকে আদেশ দিলেন– তোমরা এখন থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ কর। পরিমাপ করা হল, দেখা গেল যে, মৃত লোকটি সম্মুখের দিকে এক বিঘত অধিক অগ্রসরমান। আল্লাহ্‌র রহমতে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো।

٣٢٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً اِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا اِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللّٰهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ قَالَ فَاِنِّيْ اُوْمِنُ بِهٰذَا اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِيْ غَنَمِهِ اِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتّٰى كَاَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ هٰذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّيْ فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيْ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللّٰهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ ، قَالَ فَاِنِّيْ اُوْمِنُ بِهٰذَا اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ –

banglainternet.com

৩২২৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ ফজরের সালাত শেষে লোকজনের দিকে ঘুরে বসলেন এবং বললেন, একদা এক ব্যক্তি

একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে এটির পিঠে চড়ে বসলো এবং ওকে প্রহার করতে লাগল। তখন গরুটি বলল, আমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয় নি, আমাদেরকে চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ইহা শুনে লোকজন বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! গরুও কথা বলে ? নবী করীম ﷺ বললেন, আমি এবং আবূ বকর ও উমর ইহা বিশ্বাস করি। অথচ তখন তাঁরা উভয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এবং জনৈক রাখাল একদিন তার ছাগল পালের মাঝে অবস্থান করছিল, এমন সময় একটি চিতা বাঘ পালে ঢুকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছু ধাওয়া করে ছাগলটি উদ্ধার করে নিল। তখন বাঘটি বলল, তুমি ছাগলটি আমা হতে কেড়ে নিলে বটে তবে ঐদিন কে ছাগলকে রক্ষা করবে ? যেদিন হিংস্র জন্তু ওদের আক্রমণ করবে এবং আমি ছাড়া তাদের অন্য কোন রাখাল থাকবে না। লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ! চিতা বাঘ কথা বলে! নবী ﷺ বললেন, আমি এবং আবূ বকর ও উমর ইহা বিশ্বাস করি অথচ তাঁরা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, ... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٢٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَرٰى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِىْ اشْتَرَى الْعَقَارَ فِىْ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِىْ اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّىْ ، اِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْاَرْضَ وَلَمْ اَبْتَعِ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِىْ لَهُ الْاَرْضُ اِنَّمَا بِعْتُكَ الْاَرْضَ وَمَا فِيْهَا ، فَتَحَاكَمَا اِلٰى رَجُلٍ ، فَقَالَ الَّذِىْ تَحَاكَمَا اِلَيْهِ اَلَكُمَا وَلَدٌ ، قَالَ اَحَدُهُمَا لِىْ غُلَامٌ وَقَالَ الْاٰخَرُ لِىْ جَارِيَةٌ ، قَالَ اَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَاَنْفِقُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا –

৩২২৬ ইসহাক ইব্ন নাসর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (নবী করীম ﷺ -এর আগে) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি হতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা খরীদকৃত জমিতে একটা স্বর্ণ ভর্তি ঘড়া পেল। ক্রেতা বিক্রেতাকে তা ফেরত নিতে অনুরোধ করে বলল, কারণ আমি জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বলল, আমি জমি এবং এতে যা কিছু আছে সবই বিক্রয় করে দিয়েছি। তারপর তারা উভয়ই অপর এক ব্যক্তির নিকট এর মীমাংসা চাইল। তিনি বললেন, তোমাদের কি ছেলে-মেয়ে আছে ? একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অপর ব্যক্তি

banglainternet.com

বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। মীমাংসাকারী বললেন, তোমার মেয়েকে তার ছেলের সাথে বিবাহ দিয়ে দাও আর প্রাপ্ত স্বর্ণের মধ্যে কিছু তাদের বিবাহে ব্যয় কর এবং অবশিষ্টাংশ তাদেরকে দিয়ে দাও।

٣٢٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْاَلُ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الطَّاعُوْنِ ، فَقَالَ اُسَامَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطَّاعُوْنُ رِجْسٌ اُرْسِلَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَوْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهٖ بِاَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ فِيْهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ اَبُوْ النَّضْرِ لاَيُخْرِجُكُمْ اِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ –

৩২২৭ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... সায়াদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) উসামাহ্ ইব্ন যায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্লেগ সম্বন্ধে কি শুনেছেন ? উসামাহ্ (রা) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্লেগ একটি আযাব। যা বনী ইসরাঈলের এক সম্প্রদায়ের উপর আপতিত হয়েছিল। অথবা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল। তোমরা যখন কোন স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেয়োনা। আর যখন প্লেগ এমন স্থানে দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছো, তখন সে স্থান থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে বের হয়োনা। আবূ নযর (র) বলেন, পলায়নের উদ্দেশ্যে এলাকা ত্যাগ করো না। তবে অন্য প্রয়োজনে যেতে পার, তাতে বাঁধা নেই।

٣٢٢٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى الْفُرَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَاَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ

banglainternet.com

فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِهٖ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهٗ لَايُصِيْبُهٗ اِلاَّ مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اِلاَّ كَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ –

৩২২৮ মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র) ..... নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, উত্তরে তিনি বললেন, তা একটি আযাব বিশেষ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা করেন তাদের উপর তা প্রেরণ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাগণের উপর তা (আযাবের সুরতে) রহমত স্বরূপ করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যখন প্লেগাক্রান্ত স্থানে সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে অবস্থান করে এবং তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ্ তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে। তবে সে একজন শহীদের সমান সওয়াব পাবে।

٣٢٢٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهٗ اُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا –

৩২২৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযূম গোত্রের জনৈকা চোর মহিলার ঘটনা কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুললো। এ অবস্থায় তারা (পরস্পর) বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কে আলাপ আলোচনা (সুপারিশ) করতে পারে ? তারা বলল, একমাত্র রাসূলে করীম ﷺ-এর প্রিয়তম ব্যক্তি ওসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) এ জটিল ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। (নবীজীর খেদমতে তাঁকে পাঠান হল তিনি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে।) ক্ষমা করেও দেয়ার সুপারিশ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘনকারীর সাজা (হাত কাটা) মাওকুফের সুপারিশ করছ ? তারপর নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্‌বায় বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি

banglainternet.com

করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অপরদিকে যখন কোন সহায়হীন দরিদ্র সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ্ (হাতকাটা দণ্ডবিধি) প্রয়োগ করত। আল্লাহ্‌র কসম, যদি মুহাম্মদ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা চুরি করত (আল্লাহ্ তাকে হিফাযত করুন) তবে আমি তার হাত অবশ্যই কেটে ফেলতাম।

٣٢٣٠ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْهِلَالِيَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ اٰيَةً وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ خِلاَفَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَ كِلاَهُمَا مُحْسِنٌ وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا -

৩২৩০ আদম (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াত (এমনভাবে) পড়তে শুনলাম যা নবী করীম ﷺ থেকে আমার শ্রুত তিলাওয়াতের বিপরীত। আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বললাম তখন তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন, তোমরা উভয়ই ভাল ও সুন্দর পড়েছ। তবে তোমরা ইখ্‌তিলাফ (মতবিরোধ) করো না। তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ইখ্‌তিলাফ ও মতবিরোধের কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

٣٢٣١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَقِيْقٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ -

৩২৩১ উমর ইব্‌ন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন এখনো নবী করীম ﷺ-কে দেখছি যখন তিনি একজন নবী (আ)-এর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা অজ্ঞ।

banglainternet.com

٣٢٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً

كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللّٰهُ مَالاً فَقَالَ لِبَنِيْهِ لَمَّا حُضِرَ اَىَّ اَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوْا خَيْرَ اَبٍ ، قَالَ اِنِّىْ لَمْ اَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاِذَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِىْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِىْ ثُمَّ ذَرُوْنِىْ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ، فَفَعَلُوْا فَجَمَعَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ مَاحَمَلَكَ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ رَحْمَةٌ * وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

৩২৩২ আবুল ওয়ালীদ (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক ব্যক্তি, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন সে তার ছেলেদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করল। আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম ? তারা উত্তর দিল আপনি আমাদের উত্তম পিতা ছিলেন। সে বলল, আমি জীবনে কখনও কোন নেক আমল করতে পারিনি। আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার লাশকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে রেখে দিও এবং প্রচণ্ড ঝড়ের দিন ঐ ভস্ম বাতাসে উড়িয়ে দিও। সে মারা গেল। ছেলেরা ওসিয়াত অনুযায়ী কাজ করল। আল্লাহ্ তা'আলা তার ভস্ম একত্রিত (পুনঃজীবিত) করে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন অদ্ভুত ওসিয়াত করতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল ? সে জবাব দিল হে, আল্লাহ্! তোমার শাস্তির ভয়। ফলে আল্লাহ্র রহমত তাকে ঢেকে নিল। মু'আয (র) ..... আবূ সা'য়ীদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

٣٢٣٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ لِحُذَيْفَةَ اَلاَ تُحَدِّثُنَا مَاسَمِعْتَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَمَّا اَيِسَ مِنَ الْحَيَاةِ اَوْصٰى اَهْلَهُ اِذَا مُتُّ فَاجْمَعُوْا لِىْ حَطَبًا كَثِيْرًا ، ثُمَّ اَوْرُوْا نَارًا ، حَتّٰى اِذَا اَكَلَتْ لَحْمِىْ ، وَخَلَصَتْ اِلٰى عَظْمِىْ ، فَخُذُوْهَا فَاطْحَنُوْهَا فَذَرُّوْنِىْ فِى الْيَمِّ فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ اَوْ رَاحٍ فَجَمَعَهُ اللّٰهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَغَفَرَ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةُ وَاَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ –

banglainternet.com

৩২৩৩ মুসাদ্দাদ (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল এবং সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল। তখন সে তার পরিবার পরিজনকে ওসিয়াত করল, যখন আমি মরে যাব তখন তোমরা আমার জন্য অনেক লাকড়ি জমা করে (তার ভিতরে আমাকে রেখে) আগুন জ্বালিয়ে দিও। আগুন যখন আমার গোস্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাঁড় পর্যন্ত পৌছে যাবে তখন (অদগ্ধ) হাড়গুলি পিষে ছাই করে নিও। তারপর সে ছাই গরমের দিন কিংবা প্রচণ্ড বাতাসের দিনে সাগরে ভাসিয়ে দিও। (তারা তাই করল) আল্লাহ্ তা'আলা (তার ভস্মীভূত দেহ একত্রিত করে) জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কেন করলে ? সে বলল, আপনার ভয়ে। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। উকবা (র) বলেন, আর আমিও তাঁকে (হুযায়ফা (রা)-কে বলতে শুনেছি।

حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ يَوْمٍ رَاحٍ -

মূসা (র) ..... আব্দুল মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فِيْ يَوْمٍ رَاحٍ অর্থাৎ প্রচণ্ড বাতাসের দিনে।

٣٢٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ اِذَا اَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ، قَالَ فَلَقِيَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ -

৩২৩৪ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, পূর্বযুগে কোন এক ব্যক্তি ছিল, যে মানুষকে ঋণ প্রদান করত। সে তার কর্মচারীকে বলে দিত, তুমি যখন কোন অভাবীর নিকট টাকা আদায় করতে যাও, তখন তাকে মাফ করে দিও। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা এ কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। নবী ﷺ বলেন, (মৃত্যুর পর) যখন সে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করল, তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

banglainternet.com

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيْهِ اِذَا اَنَا متُّ فَاَحْرِقُوْنِيْ ثُمَّ اطْحَنُوْنِيْ ثُمَّ ذَرُّوْنِيْ فِيْ الرِّيْحِ ، فَوَاللّٰهُ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيَّ رَبِّيْ لَيُعَذِّبَنِّيْ عَذَابًا مَاعَذَّبَهُ اَحَدًا ، فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذٰلِكَ ، فَاَمَرَ اللّٰهُ الْاَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِيْ مَا فِيْكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَاحَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ ؟ قَالَ مُخَافَتُكَ يَارَبِّ ، فَغَفَرَلَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ خَشْيَتُكَ يَارَبِّ –

৩২৩৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূর্বযুগে এক ব্যক্তি তার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছিল। যখন তার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো, সে তার পুত্রদেরকে বলল, মৃত্যুর পর আমার দেহ হাড় মাংসসহ পুড়িয়ে দিয়ে ভস্ম করে নিও এবং (ভস্ম) প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দিও। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ্ আমাকে ধরে ফেলেন, তবে তিনি আমাকে এমন কঠোরতম শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকেও দেননি। যখন তার মৃত্যু হল, তার সাথে সে ভাবেই করা হল। অতঃপর আল্লাহ্ যমিনকে আদেশ করলেন, তোমার মাঝে ঐ ব্যক্তির যা আছে একত্রিত করে দাও। (যমীন তৎক্ষণাৎ তা করে দিল) এ ব্যক্তি তখনই (আল্লাহ্ সম্মুখে) দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করল ? সে বলল, হে, প্রতিপালক তোমার ভয়ে, অতঃপর তাকে ক্ষমা করা হলো। অন্য রাবী مُخَافَتُكَ স্থলে خَشْيَتُكَ বলেছেন।

٣٢٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتِ امْرَاَةٌ فِيْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ ، لَاهِيَ اَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا اِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ –

৩২৩৬ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে অবস্থায় বিড়ালটি মরে যায়। মহিলা ঐ কারণে জাহান্নামে গেল। কেননা সে

banglainternet.com

বিড়ালটিকে দানা-পানি কিছুই দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে নিজ খুশিমত যমিনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।

٣٢٣٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ اِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ –

৩২৩৭ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... আবূ মাসউদ উকবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আম্বিয়া-এ-কিরামের সর্বসম্মত উক্তিসমূহ যা মানব জাতি লাভ করেছে, তন্মধ্যে একটি হল, "যখন তোমার লজ্জা-শরম না থাকে তখন তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার।"

٣٢٣٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ –

৩২৩৮ আদাম (র) ..... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, প্রথমযুগের আম্বিয়া-এ-কিরামের সর্বসম্মত উক্তিসমূহ যা মানব জাতি লাভ করেছে, তন্মধ্যে একটি হল, "যখন তোমার লজ্জা-শরম না থাকে, তখন তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার।"

٣٢٣٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ اِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهٖ وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْاَرْضِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ * تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ –

৩২৩৯ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারের সহিত লুঙ্গী টাখনোর নীচে ঝুলিয়ে পথ চলছিল। এমতাবস্থায় তাকে যমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এমনি অবস্থায় নীচের দিকেই যেতে থাকবে। আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ (রা) ইমাম যুহরী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (রা)-এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

٣٢٤٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ اُمَّةٍ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، فَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَغَدٌ لِلْيَهُوْدِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارٰى عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَاْسَهُ وَجَسَدَهُ –

৩২৪০ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, পৃথিবীতে আমাদের আগমন সর্বশেষে হলেও কিয়ামাত দিবসে আমরা অগ্রগামী। কিন্তু, অন্যান্য উম্মতগণকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে, আর আমাদিগকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের পর। তারপর এ (ইবাদতের) যে সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করেছে। তা ইয়াহূদীদের মনোনীত শনিবার, খৃষ্টানদের মনোনীত রবিবার। প্রত্যেক মুসলমানদের উপর সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন (অর্থাৎ শুক্রবার) গোসল করা কর্তব্য।

٣٢٤١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ الْمَدِيْنَةَ اٰخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَاَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ ، فَقَالَ مَاكُنْتُ اُرٰى اَنَّ اَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا غَيْرَ الْيَهُوْدِ وَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَمَّاهُ الزُّوْرَ يَعْنِى الْوَصَالَ فِى الشَّعَرِ * تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ –

৩২৪১ আদাম (র) ..... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) মদীনায় সর্বশেষ আগমন করেন, তখন তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা প্রদানকালে এক গুচ্ছ পরচুলা বের করে বলেন, ইয়াহূদীগণ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যবহার করে বলে আমার ধারণা ছিল না। নবী করীম ﷺ এ কর্মকে মিথ্যা প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ পরচুলা। গুন্দর (র) শু'বা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় আদম (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

٢٠٥١. بَابُ الْمُنَاقِبُ : وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا النَّاسُ انَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا الْاٰيَةَ : وَقَوْلُهُ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ، وَمَا يُنْهٰى عَنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ، اَلشُّعُوْبُ النَّسَبُ الْبَعِيْدُ ، وَالْقَبَائِلُ دُوْنَ ذٰلِكَ

২০৫১. পরিচ্ছেদ ঃ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ হে মানুষ ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। এরপর তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছি। (৪৯ ঃ ৩) আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। (৪ ঃ ১) এবং জাহিলী যুগের কথা-বার্তা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে। اَلشُّعُوْب পূর্বতন বড় বংশ এবং اَلْقَبَائِلُ এর চেয়ে ছোট বংশ

٣٢٤٢ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ الْكَاهِلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا قَالَ الشُّعُوْبُ اَلْقَبَائِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَائِلُ الْبُطُوْنُ -

৩২৪২ খালিদ ইব্ন ইয়াযিদ কাহিলী (রা) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়াতে বর্ণিত اَلشُّعُوْبُ অর্থ বড় গোত্র এবং اَلْقَبَائِلُ অর্থ ছোট গোত্র।

٣٢٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ اَتْقَاهُمْ ، قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ ، قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ -

banglainternet.com

৩২৪৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান কে ? নবী ﷺ বলেন, যে সর্বাধিক মুত্তাকী, সে-ই অধিক সম্মানিত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা এ ধরনের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। নবী করীম ﷺ বললেন, তাহলে আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ (আ)।

٣٢٤٤ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ رَبِيْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبُ بِنْتُ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا اَرَأَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ اَكَانَ مِنْ مُضَرَ قَالَتْ فَمِمَّنْ كَانَ اِلاَّ مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِي النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ –

৩২৪৪ কায়স ইব্‌ন হাফস (র) ..... কুলায়েব ইব্‌ন ওয়ায়েল (র) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর অভিভাবকত্বে পালিতা আবূ সালমার কন্যা যায়নাবকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বলুন, নবী ﷺ কি মুযার গোত্রের ছিলেন ? তিনি বললেন, বনু নযর ইব্‌ন কিনানা উদ্ভূত গোত্র মুযার ছাড়া আর কোন্ গোত্র থেকে হবেন ? এবং মুযার গোত্র নাযর ইব্‌ন কিনানা গোত্রের একটি শাখা ছিল।

٣٢٤٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ رَبِيْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَاَظُنُّهَا زَيْنَبَ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَقُلْتُ بِهَا اَخْبِرِيْنِيْ اَلنَّبِيُّ ﷺ مِمَّنْ كَانَ مِنْ مُضَرَ كَانَ ، قَالَتْ فَمِمَّنْ كَانَ اِلاَّ مِنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ وُلْدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ –

৩২৪৫ মূসা (র) ..... কুলায়ব বলেন, নবী করীম ﷺ-এর অভিভাবকত্বে পালিতা কন্যা বলেন ঃ আর আমার ধারণা তিনি হলেন যায়নাব। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কদুর বাওশ, সবুজ মাটির পাত্র মুকাইয়ার ও মুযাফ্‌ফাত (আলকাতরা লাগানো পাত্র বিশেষ) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কুলায়ব বলেন, আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলেন ত দেখি নবী ﷺ কোন গোত্রের ছিলেন? তিনি কি মুযার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ? তিনি জবাব দিলেন, নবী ﷺ মুযার গোত্র ছাড়া আর কোন গোত্রের হবেন? আর মুযার নাযর ইব্‌ন কিনানার বংশধর ছিল।

banglainternet.com

٣٢٤٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ

عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوْا وَتَجِدُوْنَ خَيْرَ النَّاسِ فِىْ هٰذَا الشَّانِ اَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً ، وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ -

৩২৪৬ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা মানুষকে খনির ন্যায় পাবে। জাহিলি যুগের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরও তারা উত্তম। যখন তারা দীনী জ্ঞান অর্জন করে আর তোমরা শাসন ও নেতৃত্বের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তিকে পাবে যে এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে সবচাইতে অধিক অনাসক্ত। আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ দু'মুখী ব্যক্তি যে একদলের সাথে একভাবে কথা বলে অপর দলের সাথে অন্যভাবে কথা বলে।

٣٢٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِىْ هٰذَا الشَّاْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوْا ، تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الشَّاْنِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ -

৩২৪৭ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলেই কুরাইশের অনুগত থাকবে। মুসলমানগণ তাদের মুসলমানদের এবং কাফেরগণ তাহাদের কাফেরদের অনুগত। আর মানব সমাজ খনির ন্যায় জাহিলী যুগের উত্তম ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম যদি তারা দীনী জ্ঞানার্জন করে। তোমরা নেতৃত্ব ও শাসনের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকেই সর্বোত্তম পাবে যে এর প্রতি অনাসক্ত, যে পর্যন্ত না সে তা গ্রহণ করে।

banglainternet.com

٢٠٥٢. بَابٌ

২০৫২ . পরিচ্ছেদ ঃ

٣٢٤٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى قَالَ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلاَّ وَلَهُ فِيْهِ قَرَابَةٌ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ اَنْ تَصِلُوْا قَرَابَةً بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ -

৩২৪৮ মুসাদ্দাদ (রা) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى এ আয়াতের প্রসঙ্গে রাবী তাউস (র) বলেন যে, সায়িদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, কুরবা শব্দ দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট আত্মীয়কে বুঝান হয়েছে। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কুরাইশের এমন কোন শাখা-গোত্র নেই যাঁদের সাথে নবী ﷺ-এর আত্মীয়তা ছিল না। আয়াতখানা তখনই নাযিল হয়। অর্থাৎ তোমরা আমার ও তোমাদের মধ্যকার আত্মীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখ।

٣٢٤٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مِنْ هَاهُنَا جَاءَتِ الْفِتَنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ اُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ فِىْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ -

৩২৪৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, এই পূর্বদিক হতে ফিত্‌না-ফাসাদের উৎপত্তি হবে। নির্মমতা ও হৃদয়ের কঠোরতা উট ও গরুর লেজের নিকট। পশ্চমী তাঁবুর অধিবাসীরা রাবী'আ ও মুযার গোত্রের যারা উট ও গরুর পিছনে চিৎকার করে (হাঁকায়), তাদের মধ্যেই রয়েছে নির্মমতা ও কঠোরতা।

٣٢٥٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

banglainternet.com

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِى الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِىْ اَهْلِ الْغَنَمِ وَالْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ سُمِّيَتِ الْيَمَنَ لاَنَّهَا عَنْ يَمِيْنِ الْكَعْبَةِ ، وَالشَّامَ لاَنَّهَا عَنْ يَسَارِ الْكَعْبَةِ وَالْمَشْأَمَةُ الْمَيْسَرَةُ وَالْيَدُ الْيُسْرٰى اَلشُّؤْمٰى وَالْجَانِبُ الْاَيْسَرُ الْاَشْأَمُ -

৩২৫০ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি যে, গর্ব-অহংকার পশম নির্মিত তাঁবুতে বসবাসকারী যারা (উট-গরু হাঁকাতে চিৎকার করে) তাদের মধ্যে। আর শান্তভাবে বকরী পালকদের মধ্যে রয়েছে। ঈমানের দৃষ্টতা এবং হিকমাত ইয়ামানবাসীদের মধ্যে রয়েছে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়ামান নামকরণ করা হয়েছে। যেহেতু ইহা কা'বা ঘরের ডানদিকে (দক্ষিণ) অবস্থিত এবং শ্যাম (সিরিয়া) কা'বা ঘরের বাম (উত্তর) দিকে অবস্থিত বিধায় তার শ্যাম নামকরণ করা হয়েছে। وَالْمَشْأَمَةُ অর্থ বাম দিক, বাম হাতকে اَلشُّؤْمٰى এবং বাম দিককে اُشْأَمُ বলা হয়েছে।

٢٠٥٣. بَابُ : مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ

২০৫৩ . পরিচ্ছেদ ঃ কুরাইশ গোত্রের মর্যাদা

٣٢٥١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِىْ وَفْدٍ مِّنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ سَيَكُوْنُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَامَ فَأَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِىْ أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ أَحَادِيْثَ لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأُولٰئِكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِىَّ الَّتِىْ تُضِلُّ أَهْلَهَا ، فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ

banglainternet.com

فِيْ قُرَيْشٍ لَايُعَادِيْهِمْ اَحَدٌ اِلاَّ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ مَا اَقَامُوْا الدِّيْنَ –

৩২৫১ আবুল ইয়ামান (র) ..... মুহাম্মদ ইবন জুবায়ের ইবন মুত্'ঈম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট কুরাইশ প্রতিনিধিদের সহিত তার উপস্থিতিতে সংবাদ পৌছলো যে, আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, অচিরেই কাহতান বংশীয় একজন বাদশাহর আবির্ভাব ঘটবে। ইহা শুনে মু'আবীয়া (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে খুত্বা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র যথাযোগ্য হামদ ও সানার পর তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক এমন সব কথাবার্তা বলতে শুরু করছে যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও বর্ণিত হয় নি। এরাই মূর্খ, এদের থেকে সাবধান থাক এবং এরূপ কাল্পনিক ধারণা হতে সতর্ক থাক যা-এর পোষণকারীকে বিপথগামী করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, যতদিন তারা দীন কায়েমে নিয়োজিত থাকবে ততদিন খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সহিত শত্রুতা করবে আল্লাহ্ তাকে অধঃমুখে নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন)।

٣٢٥٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَايَزَالُ هٰذَا الْاَمْرُ فِيْ قُرَيْشٍ مَابَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ –

৩২৫২ আবুল ওলীদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, এ বিষয় (খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা) সর্বদাই কুরাইশদের হাতে ন্যস্ত থাকবে, যতদিন তাদের দু'জন লোকও বেঁচে থাকবে।

٣٢٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ ح قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الْاَعْرَجُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاَسْلَمُ وَاَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُوْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ –

৩২৫৩ আবূ নু'য়াঈম ও ইয়া'কুব ইবন ইবরাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কুরাইশ, আনসার, জুহায়না, মুযায়না, আসলাম, আশজা' ও গিফার গোত্রগুলো আমার সাহায্যকারী। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত তাঁদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই।

banglainternet.com

٣٢٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَعْطَيْتَ بَنِيْ الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا بَنُوْهَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْئٌ وَاحِدٌ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ بَنِيْ زُهَيْرَةَ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَتْ أَرَقَّ شَيْءٍ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ –

৩২৫৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... জুবায়র ইব্ন মুত'ঈম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং 'উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে হাযির হলাম। 'উসমান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি মুত্তালিবের সন্তানগণকে দান করলেন এবং আমাদেরকে বাদ দিলেন। অথচ তারা ও আমরা আপনার বংশগতভাবে সমপর্যায়ের। নবী ﷺ বললেন, বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব এক ও অভিন্ন। লায়স ..... 'উরওয়া ইব্ন জুবায়র থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (রা) বনূ যুহরার কতিপয় লোকের সাথে আয়েশা (রা)-এর খেদমতে হাযির হলেন। আয়েশা (রা) তাদের প্রতি অত্যন্ত নম্র ও দয়ার্দ্র ছিলেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাঁদের আত্মীয়তা ছিল।

٣٢٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا ، وَكَانَتْ لَاتُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ تَصَدَّقَتْ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْبَغِيْ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا ، فَقَالَتْ أَيُؤْخَذُ عَلَى يَدَيَّ عَلَى نَذْرٍ إِنْ كَلَّمْتُهُ فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَبِأَخْوَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

banglainternet.com

خَاصَّةً فَامْتَنَعَتْ ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّقُوْنَ اَخْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَادِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَالْمِسْوَرُ ابْنُ مُخْرَمَةَ اِذَا اسْتَأْذَنَا فَاقْتَحِمِ الْحِجَابَ فَفَعَلَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابٍ فَاَعْتَقَتْهُمْ ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ ، حَتّٰى بَلَغَتْ اَرْبَعِيْنَ ، فَقَالَتْ وَدِدْتُ اَنِّيْ جَعَلْتُ حِيْنَ حَلَفْتُ عَمَلاً اَعْمَلُهُ فَاَفْرُغَ مِنْهُ –

৩২৫৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... 'উর্ওয়া ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) নবী ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর পর আয়েশা (রা)-এর নিকট সকল লোকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তিনি সকল লোকদের মধ্যে আয়েশা (রা)-এর সবচেয়ে বেশী সদাচারী ছিলেন। আয়েশা (রা)-এর নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রিযিক স্বরূপ যা কিছু আস্ত তা জমা না রেখে সাদকা করে দিতেন। এতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, অধিক দান খয়রাত করা থেকে তাকে বারণ করা উচিত। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমাকে দান করা থেকে বারণ করা হবে ? আমি যদি তার সাথে কথা বলি, তাহলে আমাকে কাফ্ফারা দিতে হবে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর নিকট কুরাইশের কতিপয় লোক, বিশেষ করে নবী ﷺ -এর মাতৃবংশের কিছু লোক দ্বারা সুপারিশ করালেন। তবুও তিনি তাঁর সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকলেন। নবী ﷺ -এর মাতৃবংশ বনী যুহরার কতিপয় বিশিষ্ট লোক যাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্ন আস্ওয়াদ এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) ছিলেন তারা বললেন, আমরা যখন আয়েশা (রা)-এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব তখন তুমি পর্দার ভিতরে ঢুকে পড়বে। তিনি তাই করলেন। পরে ইব্ন যুবায়র (রা) কাফ্ফারা আদায়ের জন্য তার কাছে দশটি ক্রীতদাস পাঠিয়ে দিলেন। আয়েশা (রা) তাদের সবাইকে আযাদ করে দিলেন। এরপর তিনি বরাবর আযাদ করতে থাকলেন। এমন কি তার সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছে। আয়েশা (রা) বললেন, আমি যখন কোন কাজ করার শপথ করি, তখন আমার সংকল্প থাকে যে আমি যেন সে কাজটা করে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাই এবং তিনি আরো বলেন, আমি যখন কোন কার্য সম্পাদনের শপথ করি উহা যথাযথ পূরণের ইচ্ছা রাখি।

٢٠٥٤. بَابٌ : نَزَلَ الْقُرْاٰنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ

২০৫৪ . পরিচ্ছেদ ঃ কুরআনে কারীম কুরাইশের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে

banglainternet.com

٣٢٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُثْمَانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ

بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِى الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلاَثَةِ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ -

৩২৫৬ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, উসমান (রা), যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা), সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা) আবদুর রাহমান ইব্‌ন হারিস (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা (হাফসা (রা)-এর নিকট) সংরক্ষিত কুরআনকে সমবেতভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ করলেন। উসমান (রা) কুরাইশ বংশীয় তিন জনকে বললেন, যদি যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা) এবং তোমাদের মধ্যে কোন শব্দে (উচ্চারণ ও লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে) মতবিরোধ দেখা দেয় তবে কুরাইশের ভাষায় তা লিপিবদ্ধ কর। যেহেতু কুরআন শরীফ তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তা-ই করলেন।

٢٠٥٥. بَابُ : نِسْبَةِ الْيَمَنِ اِلَى اِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ مِنْهُمْ اَسْلَمُ بْنُ اَفْصٰى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنْ خُزَاعَةَ

২০৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়ামানবাসীর সম্পর্ক ইসমাঈল (আ)-এর সঙ্গে ; তন্মধ্যে আসলাম ইব্‌ন আফসা ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আমির ও খুযা'আ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত

٣٢٥٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَوْمٍ مِنْ اَسْلَمَ يَتَنَاضَلُوْنَ بِالسُّوْقِ ، فَقَالَ ارْمُوْا بَنِىْ اِسْمٰعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَاَنَا مَعَ بَنِىْ فُلاَنٍ لِاَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَاَمْسَكُوْا بِاَيْدِيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَالَهُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَرْمِىْ وَاَنْتَ مَعَ بَنِىْ فُلاَنٍ ، قَالَ ارْمُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ -

banglainternet.com

৩২৫৭. মুসাদ্দাদ (রা) ..... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আসলাম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক বাজারের নিকটে প্রতিযোগিতামূলক তীর নিক্ষেপের অনুশীলন করছিল। এমন সময় নবী করীম ﷺ বের হলেন এবং তাদেরকে দেখে বললেন, হে ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। কেননা তোমাদের পিতাও তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন এবং আমি তোমাদের অমুক দলের পক্ষে রয়েছি। তখন একটি পক্ষ তাদের হাত গুটিয়ে নিল। বর্ণনাকারী বললেন, নবী ﷺ বললেন, তোমাদের কি হল ? তারা বলল, আপনি অমুক পক্ষে থাকলে আমরা কি করে তীর নিক্ষেপ করতে পারি ? নবী ﷺ বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। আমি তোমাদের উভয় দলের সঙ্গে রয়েছি।

٢٠٥٦. بَابٌ :

২০৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٢٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ يَعْمَرَ اَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ الدُّوْلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اَدَّعٰى لِغَيْرِ اَبِيْهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ اِلاَّ كَفَرَ بِاللّٰهِ ، وَمَنِ ادَّعٰى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيْهِمْ نَسِيْبٌ ، فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ –

৩২৫৮ আবূ মা'মার (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, কোন ব্যক্তি যদি নিজ পিতা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাকে তার পিতা বলে দাবী করে তবে সে আল্লাহ্র (নিয়ামতের) কুফরী করল এবং যে ব্যক্তি নিজকে এমন বংশের সাথে নসবী সম্পৃক্ততার দাবী করল যে বংশের সাথে তার কোন নসবী সম্পর্ক নেই,সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়।

٣٢٥٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ النَّصْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْفِرٰى اَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ اَوْ تَقُوْلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ –

banglainternet.com

৩২৫৯ আলী ইব্ন আইয়াশ (র) ..... ওয়াসিলা ইব্ন আসকা (রা) বলেন, যে, নবী করীম ﷺ

বলেছেন, নিঃসন্দেহে ইহা বড় মিথ্যা যে, কোন ব্যক্তি এমন লোককে পিতা বলে দাবি করা যে তার পিতা নয় এবং বাস্তবে যা দেখে নাই তা দেখার দাবি করা এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেননি তা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা।

٣٢٦٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيْعَةَ ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخْلُصُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ ، فَلَوْ اَمَرْتَنَا بِاَمْرٍ نَأْخُذُ عَنْكَ وَنُبَلِّغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ ، اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا اِلَى اللّٰهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ ـ

৩২৬০ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! (আমাদের) এ গোত্রটি রাবী'আ বংশের। আমাদের এবং আপনার মধ্যে মুযার গোত্রের কাফেরগণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। আমরা আশহুরে হারাম (সম্মানিত চার মাস) ব্যতীত অন্য সময় আপনার খেদমতে হাযির হতে পারি না। খুবই ভাল হতো যদি আপনি আমাদিগকে এমন কিছু নির্দেশ দিয়ে দিতেন যা আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করে আমাদের পিছনে অবস্থিত লোকদেরকে পৌঁছে দিতাম। নবী ﷺ বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ এবং চারটি কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করছি। (এক) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা এবং এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, (দুই) সালাত কায়েম করা, (তিন) যাকাত আদায় করা, (চার) গনীমতের যে মাল তোমরা লাভ কর তার পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র জন্য বায়তুল মালে দান করা। আর আমি তোমাদেরকে দুব্বা (কদু পাত্র), হান্তম (সবুজ রং এর ঘড়া), নাকীর (খেজুর বৃক্ষের মূল খোদাই করে তৈরী পাত্র), মযাফ্ফাত (আলকাতরা লাগানো মাটির পাত্র, এই চারটি পাত্রের) ব্যবহার নিষেধ করছি।

banglainternet.com

٣٢٦١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : اَلاَ اِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا يُشِيْرُ اِلَى الْمَشْرِقِ وَمِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -

৩২৬১ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় পূর্ব দিকে ইশারা করে বলতে শুনেছি, সাবধান! ফিত্‌না ফাসাদের উৎপত্তি ঐদিক থেকেই হবে এবং ঐদিক থেকেই শয়তানের শিং-এর উদয় হবে।

٢٠٥٧. بَابُ : ذِكْرِ اَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَاَشْجَعَ

২০৫৭ . পরিচ্ছেদ ঃ আসলাম, গিফার, মুযায়না, জুহায়না ও আশজা' গোত্রের আলোচনা

٣٢٦٢ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاَسْلَمُ وَغِفَارُ وَاَشْجَعُ مَوَالِىَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُوْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

৩২৬২ আবু নু'আইম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন কুরাইশ, আনসার, জুহায়না, মুযায়না, আসলাম, গিফার এবং আশজা' গোত্রগুলো আমার আপনজন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কেহ তাদের আপনজন নেই।

٣٢٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

৩২৬৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন গুরায়র যুহ্‌রী (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন 'উমর) (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে উপবিষ্ট অবস্থায় বলেন, গিফার গোত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করুন, আসলাম গোত্র, আল্লাহ্ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন আর 'উসাইয়া গোত্র, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

banglainternet.com

٣٢٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا –

৩২৬৪ মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আসলাম, গোত্র, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিরাপদে রাখুন। গিফার গোত্র, আল্লাহ্ তাহাদেরকে ক্ষমা করুন।

٣٢٦٥ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَطَفَانَ ، وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : خَابُوا وَخَسِرُوا ، فَقَالَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ –

৩২৬৫ কাবিসা ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (সাহাবা কিরামকে লক্ষ্য করে) বলেন, বলত জুহায়না, মুযায়না, আসলাম ও গিফার গোত্র যদি আল্লাহ্‌র নিকট বানূ তামীম, বানূ আসাদ, বানূ গাতফান ও বানূ 'আমের হতে উত্তম বিবেচিত হয় তবে কেমন হবে ? তখন জনৈক সাহাবী বললেন, তবে তারা (শেষোক্ত গোত্রগুলো) ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হলো। নবী ﷺ বললেন, পূর্বোক্ত গোত্রগুলো বানূ তামীম, বানূ আসাদ, বানূ আবদুল্লাহ ইব্ন গাত্‌ফান এবং বানূ 'আমের ইব্ন সা'সা' থেকে উত্তম।

٣٢٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مَنْ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَاحْسَبَةُ وَجُهَيْنَةُ ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ شَكَّ قَالَ

banglainternet.com

النَّبِيَّ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ مُزَيْنَةَ وَاحْسَبَهُ وَجُهَيْنَةَ خَيْرٍ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ وَبَنِيْ عَامِرٍ وَاسَدٍ وَغَطَفَانَ خَابُوْا وَخَسِرُا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَاَخَيْرَ مِنْهُمْ –

৩২৬৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)...আবূ বাকরা তার পিতা থেকে বর্ণিত যে, আকরা' ইব্‌ন হাবিস নবী ﷺ -এর নিকট 'আরয করলেন, আসলাম গোত্রের সুররাক হাজীজ, গিফার ও মুযায়না গোত্রদ্বয় আপনার নিকট বায়'আত করেছে এবং (রাবী বলেন) আমার ধারণা জুহায়না গোত্রও। এ ব্যাপারে ইব্‌ন আবূ ইয়াকুব সন্দেহ পোষণ করেছেন। নবী ﷺ বলেন, তুমি কি জান, আসলাম, গিফার ও মুযায়না গোত্রত্রয়, (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি জুহায়না গোত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন যে বনূ তামীম, বনূ 'আমির, আসাদ এবং গাত্‌ফান (গোত্রগুলো) যারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হয়েছে, তাদের তুলনায় পূর্বোক্ত গোত্রগুলো উত্তম। রাবী বলেন, হ্যাঁ। নবী ﷺ বলেন, সে সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, পূর্বোক্ত গুলো শেষোক্ত গোত্রগুলোর তুলনায় অবশ্যই অতি উত্তম।

٣٢٦٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَشَيْءٌ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْ قَالَ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيْمٍ وَهَوَازِنَ وَغَطَفَانَ –

৩২৬৭ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আসলাম, গিফার এবং মুযাইনা ও জুহানা গোত্রের কিয়দাংশ অথবা জুহানার কিয়দাংশ কিংবা মুযায়নার কিয়দাংশ আল্লাহ্‌র নিকট অথবা বলেছেন কিয়ামতের দিন আসাদ, তামীম, হাওয়াযিন ও গাত্‌ফান গোত্র থেকে উত্তম বিবেচিত হবে।

٢٠٥٨. بَابُ قِصَّةِ زَمْزَمَ

২০৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ যমযম কূপের কাহিনী

banglainternet.com

٣٢٦٨ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُثَنَّى ابْنُ سَعِيْدٍ الْقَصِيْرُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ قَالَ

لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِإِسْلاَمِ أَبِيْ ذَرٍّ ، قَالَ قُلْنَا ، بَلَى قَالَ قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَقُلْتُ لِأَخِيْ انْطَلِقْ إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ وَكَلِّمْهُ وَأْتِنِيْ بِخَبَرِهِ ، فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ ؟ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهٰى عَنِ الشَّرِّ ، فَقُلْتُ لَهُ لَمْ تَشْفِنِيْ مِنَ الْخَبَرِ ، فَأَخَذْتُ جِرَابًا وَعَصًا ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ فَجَعَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ فَمَرَّ بِيْ عَلِيٌّ فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيْبٌ ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ ، قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لاَ يَسْأَلُنِيْ عَنْ شَيْءٍ وَلاَ أُخْبِرُهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لِأَسْأَلَ عَنْهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُنِيْ عَنْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ فَمَرَّ بِيْ عَلِيٌّ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ ؟ قَالَ قُلْتُ لاَ ، قَالَ ؛ فَانْطَلِقْ مَعِيْ قَالَ فَقَالَ مَا أَمْرُكَ ، وَمَا أَقْدَمَكَ هٰذِهِ الْبَلْدَةَ ، قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرْتُكَ قَالَ فَإِنِّيْ أَفْعَلُ ، قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَاهُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَأَرْسَلْتُ أَخِيْ لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِيْ مِنَ الْخَبَرِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ، فَقَالَ لَهُ أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشِدْتَ هٰذَا وَجْهِيْ إِلَيْهِ فَاتَّبِعْنِيْ أَدْخُلْ حَيْثُ أَدْخُلُ ، فَإِنِّيْ إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ ، قُمْتُ إِلَى الْحَائِطِ كَأَنِّيْ أُصْلِحُ نَعْلِيْ وَامْضِ أَنْتَ فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اعْرِضْ عَلَيَّ الْإِسْلاَمَ فَعَرَضَهُ فَأَسْلَمْتُ مَكَانِيْ ، فَقَالَ لِيْ يَا أَبَا

banglainternet.com

ذَرٍ اكْتُمْ هٰذَا الْأَمْرَ ، وَارْجِعْ إِلٰى بَلَدِكَ ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُوْرُنَا فَأَقْبِلْ ، فَقُلْتُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيْهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، فَقَالُوْا قُوْمُوْا إِلٰى هٰذَا الصَّابِئِ ، فَقَامُوْا فَضُرِبْتُ لِأَمُوْتَ فَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيَّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ وَيْلَكُمْ تَقْتُلُوْنَ رَجُلًا مِنْ غِفَارٍ وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلٰى غِفَارٍ فَأَقْلَعُوْا عَنِّيْ ، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَاقُلْتُ بِالْأَمْسِ ، فَقَالُوْا قُوْمُوْا إِلٰى هٰذَا الصَّابِئِ فَصُنِعَ بِيْ مِثْلَ مَاصُنِعَ بِالْأَمْسِ فَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ ، فَأَكَبَّ عَلَيَّ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْأَمْسِ ، قَالَ فَكَانَ هٰذَا أَوَّلَ إِسْلَامِ أَبِيْ ذَرٍّ –

৩২৬৮ যায়েদ ইব্‌ন আখযাম (র) ..... আবূ জামরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাদিগকে বললেন, আমি কি তোমাদিগকে আবূ যার (রা) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করব? আমরা বললাম হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, আবূ যার (রা) বলেছেন, আমি গিফার গোত্রের একজন মানুষ। আমরা জানতে পেলাম মক্কায় এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। আমি আমার ভাই (উনাইস)-কে বললাম, তুমি মক্কায় গিয়ে ঐ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত ও আলোচনা করে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে এস। সে রওয়ানা হয়ে গেল এবং মক্কার ঐ লোকটির সহিত সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনা করে ফিরে আসলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম– কি খবর নিয়ে এলে ? সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি একজন মহান ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। আমি বললাম, তোমার সংবাদে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তারপর আমি একটি ছড়ি ও একপাত্র খাবার নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লাম। মক্কায় পৌঁছে আমার অবস্থা দাঁড়াল এই – তিনি আমার পরিচিত নন, কারো নিকট জিজ্ঞাসা করাও আমি সমীচীন মনে করি না। তাই আমি যমযমের পানি পান করে মসজিদে অবস্থান করতে থাকলাম। একদিন সন্ধ্যা বেলা আলী (রা) আমার নিকট দিয়ে গমন কালে আমার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, মনে হয় লোকটি বিদেশী। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আমার সাথে আমার বাড়ীতে চল। রাস্তায় তিনি আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি। আর আমিও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু বলিনি। তাঁর বাড়ীতে রাত্রি যাপন করে ভোর বেলায় পুনরায় মসজিদে গমন করলাম যাতে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু ঐখানে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে ঐ ব্যক্তি

banglainternet.com

সম্পর্কে কিছু বলবে। ঐ দিনও আলী (রা) আমার নিকট দিয়ে গমনকালে বললেন, এখনো কি লোকটি তার গন্তব্যস্থল ঠিক করতে পারেনি? আমি বললাম না। তিনি বললেন, আমার সাথে চল। পথিমধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন বল, তোমার বিষয় কি ? কেন এ শহরে আগমন ? আমি বললাম, যদি আপনি আমার বিষয়টি গোপন রাখবেন বলে আশ্বাস দেন তাহলে তা আপনাকে বলতে পারি। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি গোপনীয়তা রক্ষা করব। আমি বললাম, আমরা জানতে পেরেছি, এখানে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি তাঁর সাথে সবিস্তার আলাপ আলোচনা করার জন্য আমার ভাইকে পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু সে ফেরৎ গিয়ে আমাকে সন্তোষজনক কোন কিছু বলতে পারেনি। তাই নিজে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে এখানে আগমন করেছি। আলী (রা) বললেন, তুমি সঠিক পথপ্রদর্শক পেয়েছ। আমি এখনই তাঁর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছি। তুমি আমার অনুসরণ কর এবং আমি যে গৃহে প্রবেশ করি তুমিও সে গৃহে প্রবেশ করবে। রাস্তায় যদি তোমার বিপদজনক কোন ব্যক্তি দেখতে পাই তবে আমি জুতা ঠিক করার ভান করে দেয়ালের পার্শ্বে সরে দাঁড়াব, যেন আমি জুতা ঠিক করতেছি। তুমি কিন্তু চলতেই থাকবে। (যেন কেউ বুঝতে না পারে তুমি আমার সঙ্গি)। আলী (রা) পথ চলতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। তিনি নবী ﷺ -এর নিকট প্রবেশ করলে, আমিও তাঁর সাথে ঢুকে পড়লাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। তিনি পেশ করলেন। আর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। নবী ﷺ বললেন, হে আবূ যার। আপাততঃ তোমার ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখে তোমার দেশে চলে যাও। যখন আমাদের বিজয় সংবাদ জানতে পাবে তখন এসো। আমি বললাম, যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! আমি কাফির মুশরিকদের সম্মুখে উচ্চস্বরে তৌহীদের বাণী ঘোষণা করব। (ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন,) এই কথা বলে তিনি মসজিদে হারামে গমন করলেন, কুরাইশের লোকজনও সেথায় উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন, হে, কুরাইশগণ! আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। ইহা শুনে কুরাইশগণ বলে উঠল, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। তারা আমার দিকে এগিয়ে আসল এবং আমাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল; যেন আমি মরে যাই। তখন আব্বাস (রা) আমার নিকট পৌছে আমাকে ঘিরে রাখলেন (প্রহার বন্ধ হল)। তারপর তিনি কুরাইশকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তোমরা গিফার বংশের একজন লোককে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছ অথচ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলাকে গিফার গোত্রের সন্নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। (ইহা কি তোমাদের মনে নেই)? একথা শুনে তারা সরে পড়ল। পরদিন ভোরবেলা কাবাগৃহে উপস্থিত হয়ে গেল দিনের মতই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘোষণা দিলাম। কুরাইশগণ বলে উঠলো, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। পূর্ব দিনের মত আজও তারা নির্মমভাবে আমাকে মারধর করলো। এই দিনও আব্বাস (রা) এসে আমাকে রক্ষা করলেন এবং কুরাইশদিগকে লক্ষ্য করে ঐ দিনের মত বক্তব্য রাখলেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, ইহাই ছিল আবূ যার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম ঘটনা।

banglainternet.com

٢٠٥٩. بَابُ : ذِكْرِ قَحْطَانَ

২০৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ কাহতান গোত্রের আলোচনা

٣٢٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ -

৩২৬৯ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহ্‌তান গোত্র থেকে এমন এক ব্যক্তির[১] আবির্ভাব না হবে যে মানবজাতিকে তার লাঠি দ্বারা (শক্তিদ্বারা সুশৃংখলভাবে) পরিচালিত করবে।

٢٠٦٠ بَابُ مَايُنْهٰى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

২০৬০. পরিচ্ছেদ ঃ জাহেলী যুগের মত সাহায্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ

٣٢٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حَتّٰى كَثُرُوْا ، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ اَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيْدًا حَتّٰى تَدَاعَوْا ، وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَالَلْاَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَابَالُ دَعْوٰى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ قَالَ مَاشَانُهُمْ فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا خَبِيْثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ

banglainternet.com

১. ইয়ামান বাসীদের পূর্বপুরুষ, মাহদী (আ)-এর পরে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে।

اللّٰهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا نَقْتُلُ هٰذَا الْخَبِيْثَ يَعْنِيْ عَبْدَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَايَتَحَدَّثُ النَّاسُ اِنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ـ

৩২৭০ মুহাম্মদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর পরিচালনায় যুদ্ধে শামিল ছিলাম। এ যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুহাজির সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে একজন কৌতুক পুরুষ ছিলেন। তিনি কৌতুকচ্ছলে একজন আনসারীকে আঘাত করলেন। তাতে আনসারী সাহাবী ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং উভয় গোত্রের সহযোগিতার জন্য নিজ নিজ লোকদের ডাকলেন। আনসারী সাহাবী বললেন, হে আনসারীগণ। মুহাজির সাহাবী বললেন, হে মুহাজিরগণ সাহায্যে এগিয়ে আস। নবী করীম ﷺ ইহা শুনে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, জাহেলী যুগের হাঁকডাক কেন? অতঃপর বললেন, তাদের ব্যাপার কি ? তাঁকে ঘটনা জানান হল। মুহাজির সাহাবী আনসারী সাহাবীর কোমরে আঘাত করেছে। রাবী বলেন, নবী ﷺ বললেন, এ জাতীয় হাঁকডাক ত্যাগ কর, এ অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল বলল, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ডাক দিয়েছে ? আমরা যদি মদীনায় নিরাপদে ফিরে যাই তবে সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ অবশ্যই বাহির করে দিবে নিকৃষ্ট ও অপদস্ত ব্যক্তিগণকে (মুহাজিরদিগকে)। এতে 'উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি এই খাবীসকে হত্যা করার অনুমতি দিবেন ? নবী করীম ﷺ বললেন, (এরূপ করলে) লোকজন বলাবলি করবে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে থাকে।

٣٢٧١ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ –

৩২৭১ সাবিত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে, (বিপদ কালিন বিলাপরত অবস্থায়) গন্ডদেশে চপেটাঘাত করে, পরিধেয় বস্ত্র ছিন্নভিন্ন করতে থাকে এবং জাহিলিয়াতের যুগের ন্যায় হৈ চৈ করে।

banglainternet.com

٢٠٦١. بَابُ : قِصَّةِ خُزَاعَةَ

২০৬১ . পরিচ্ছেদ ঃ খুযা'আ গোত্রের কাহিনী

٣٢٧٢ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدَفَ أَبُوْ خُزَاعَةَ –

৩২৭২ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন, আমর ইবন লুহাই ইব্ন কাম'আ ইব্ন খিনদাফ খুযা'আ গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিল।

٣٢٧٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيْرَةُ الَّتِيْ يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ وَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّتِيْ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لاٰلِهَتِهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ –

৩২৭৩ আবুল ইয়ামান (র) ..... যুহরী (র) বলেন। আমি সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, বাহীরা বলে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত উটনি যার দুগ্ধ আটকিয়ে রাখা হত এবং কোন লোক তার দুধ দোহন করত না। সাইবা বলা হয় ঐ জন্তুকে যাকে তারা ছেড়ে দিত দেবতার নামে। ইহাকে বোঝা বহন ইত্যাদি কোন কাজ কর্মে ব্যবহার করা হয় না। রাবী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি আমর ইবন 'আমির খুযা'আইকে তার বেরিয়ে আসা নাড়ী-ভুঁড়ি নিয়ে জাহান্নামের আগুনে চলাফেরা করতে দেখেছি। সেই প্রথম ব্যক্তি যে (দেব-দেবীদের নামে) সাইবা উৎসর্গ করার প্রথা প্রচলন করে।

banglainternet.com

٢٠٦٢. بَابُ : جَهْلِ الْعَرَبِ

২০৬২. পরিচ্ছেদ ঃ আরবের মূর্খতা

٣٢٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَافَوْقَ الثَّلاَثِيْنَ وَمِائَةٍ فِيْ سُوْرَةِ الْأَنْعَامِ : قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَى قَوْلِهِ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ –

৩২৭৪ আবুন নু'মান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি যদি আরবদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে আগ্রহী হও, তবে সূরা আন্'আমের ১৪০ আয়াতের অংশটুকু মনোযোগের সাথে পাঠ কর। (ইরশাদ হয়েছে) "নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজ সন্তানদিগকে (দারিদ্রের ভয়ে) হত্যা করছে। এবং আল্লাহ্র দেওয়া হালাল বস্তু সমূহকে হারাম করেছে এবং আল্লাহ্র প্রতি জঘন্য মিথ্যারোপ করেছে, নিশ্চয়ই তারা পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী হয়েছে। তারা সুপথগামী হতে পারে নি।

٢٠٦٣. بَابُ : مَنِ انْتَسَبَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلاَمِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ إِبْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْكَرِيْمَ بْنَ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ ، وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

২০৬৩ . পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ও জাহিলী যুগে পিতৃপুরুষের প্রতি সম্পর্ক আরোপ করল। ইব্ন উমর ও আবূ হুরায়রা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সম্ভ্রান্ত বংশ-ধারার সন্তান হলেন ইউসুফ (আ) ইব্ন ইয়াকুব (আ) ইব্ন ইসহাক (আ) ইব্ন ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ)। বারা'আ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর

banglainternet.com

٣٢٧٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ، جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِيْ يَابَنِيْ فِهْرٍ يَابَنِيْ عَدِيٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ * وَقَالَ لَنَا قَبِيْصَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ ابْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْهُمْ قَبَائِلَ قَبَائِلَ –

৩২৭৫ উমর ইব্ন হাফ্স (র) ..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত "তোমার নিকট আত্মীয়গণকে সতর্ক কর" অবতীর্ণ হল, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে বনী ফিহ্র, হে বনী 'আদি, বিভিন্ন কুরাইশ শাখা গোত্রগুলিকে নাম ধরে ধরে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। এবং কাবীসা (র) -- ইব্ন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত "তোমার নিকট আত্মীয়গণকে সতর্ক কর' অবতীর্ণ হল, তখন নবী করীম ﷺ তাদেরে গোত্র গোত্র করে আহ্বান করতে লাগলেন।

٣٢٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَابَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ، يَابَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ، يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللّٰهِ ، لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ، سَلَانِيْ مِنْ مَالِيْ مَاشِئْتُمَا –

৩২৭৬ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, (উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ বললেন, হে আবদে মানাফের বংশধরগণ, তোমরা (ঈমান ও নেক আমলের দ্বারা) তোমাদের নিজেদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা কর। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ, তোমরা (ঈমান ও

banglainternet.com

আমলের দ্বারা) তোমাদের নিজেদেরকে হিফাযত কর। হে যুবায়রের মাতা – রাসূলুল্লাহ্‌র ফুফু, হে মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা। তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে (ঈমান ও আমলের দ্বারা) রক্ষা কর। তোমাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর সামান্যতম ক্ষমতাও আমার নাই আর আমার ধন-সম্পদ থেকে তোমরা যা ইচ্ছা তা চেয়ে নিয়ে যেতে পার (দেওয়ার ইখতিয়ার আমার আছে)

٢٠٦٤. بَابٌ : ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

২০৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ ভাগ্নে ও আযাদকৃত গোলাম নিজের গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত

٣٢٧٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ خَاصَّةً فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ -

৩২৭৭ সুলায়মান ইবন হারব (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আনসারদের বললেন, তোমাদের মধ্যে (এই মজলিশে) অপর গোত্রের কেউ আছে কি ? তারা বললেন না, অন্য কেউ নেই। তবে আমদের একজন ভাগিনা আছে। নবী ﷺ বললেন কোন গোষ্ঠির ভাগ্নে সে গোষ্ঠিরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়।

٢٠٦٥. بَابٌ : قِصَّةُ الْحَبَشِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ

২০৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ হাবশীদের ঘটনা এবং নবী ﷺ -এর উক্তি হে বনূ আরফিদা

٣٢٧٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى * وَقَالَتْ

banglainternet.com

عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ –

৩২৭৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে (অর্থাৎ ১০,১১,১২ তারিখে) আবূ বকর (রা) আমার গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর নিকট দু'টি বালিকা ছিল। তারা দফ (একদিকে খোলা ছোট বাদ্যযন্ত্র) বাজিয়ে এবং নেচে নেচে (যুদ্ধের বিজয় গাথা) গান করছিল। নবী ﷺ তখন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে ছিলেন। আবূ বক্র (রা) এদেরকে ধমকালেন। নবী ﷺ তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে বললেন, হে আবূ বক্র এদেরকে গাইতে দাও। কেননা, আজ ঈদের দিন ও মিনার দিনগুলির অন্তর্ভুক্ত। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর আমি (তাঁর পিছনে থেকে) হাবশীদের খেলা উপভোগ করছিলাম। মস্‌জিদের নিকটে তারা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করছিল। এমন সময় 'উমর (রা) এসে তাদেরকে ধমকালেন। নবী ﷺ বললেন, হে 'উমর! তাদেরকে বানূ আরফিদাকে নিরাপদ ছেড়ে দাও।

٢٠٦٦. بَابُ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ لاَ يُسَبَّ نَسَبُهُ

২০৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার বংশকে গালমন্দ দেয়া না হউক

٣٢٧٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِي فَقَالَ حَسَّانٌ لاَ سُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ * وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَ تَسُبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ نَفْحُ الدَّابَّةِ إِذَا رَمَتْ بِحَوَافِرِهَا وَنَفْحُهُ بِالسَّيْفِ إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ –

banglainternet.com

৩২৭৯ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসসান (রা) কবিতার ছন্দে মুশরিকদের নিন্দা করতে অনুমতি চাইলে নবী ﷺ বললেন, আমার বংশকে কিভাবে তুমি পৃথক করবে ? হাসসান (রা) বললেন, আমি তাদের মধ্য থেকে এমনভাবে আপনাকে আলাদা করে নিব যেমনভাবে আটার খামির থেকে চুলকে পৃথক করে নেয়া হয়। 'উরওয়া (র) বলেন, আমি হাসসান (রা)-কে 'আয়েশা (রা)-এর সম্মখে তিরস্কার করতে উদ্যত হলে, তিনি আমাকে বললেন, তাকে গালি দিও না। সে নবী ﷺ -এর পক্ষ থেকে কবিতার মাধ্যমে শত্রুদের বাক্যাঘাত প্রতিহত করত। আবুল হায়ছম বলেন, نَفْحَتِ الدَّابَّةُ (বলা হয়) যখন পশু তার ক্ষুর দ্বারা আঘাত করে আর نَفْحَهُ بِالسَّيْفِ (বলা হয়) যখন দূর থেকে আঘাত করা হয়।

٢٠٦٧. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَسْمَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ الاٰية وَقَوْلِهٖ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَقَوْلِهٖ : مِنْ ۢ بَعْدِى اسْمُهٗ أَحْمَدُ

২০৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর নামসমূহ। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ ও তার বাণী ; মুহাম্মদ ﷺ তোমাদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে ; মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর সাথে যারা আছেন তারা কুফরের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর আর তাঁর বাণীঃ আমার পর যিনি আসবেন তাঁর নাম আহ্মাদ

٣٢٨٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِيْ مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيْ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِيْ الَّذِيْ يَمْحُو اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِيَّ ، وَأَنَا الْعَاقِبُ –

৩২৮০ ইব্রাহীম ইবনুল মুনযির (র) ..... জুবায়ের ইব্ন মুত'ঈম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পাঁচটি (প্রসিদ্ধ) নাম রয়েছে, আমি মুহাম্মদ, আমি আহ্মাদ, আমি আল-মাহী (নিশ্চিহ্নকারী) আমার দ্বারা আল্লাহ্ কুফ্র ও শির্ককে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আমি আল-হাশির

banglainternet.com

(সমবেতকারী কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসে) আমার চারপাশে মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে। আমি আল-আক্বিব (সর্বশেষ আগমনকারী আমার পর অন্য কোন নবীর আগমন হবে না।)

٣٢٨١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلاَ تَعْجَبُوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللّٰهُ عَنِّىْ شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُوْنَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُوْنَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ –

৩২৮১ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আশ্চর্যান্বিত হওনা ? (তোমরা কি দেখছনা) আমার প্রতি আরোপিত কুরাইশদের নিন্দা ও অভিশাপকে আল্লাহ্ তা'আলা কি চমৎকারভাবে দূরীভূত করছেন ? তারা আমাকে নিন্দিত মনে করে গালি দিচ্ছে, অভিশাপ করছে অথচ আমি মুহাম্মদ-চির প্রসংশীত। (কাজেই তাদের গাল-মন্দ আমার উপর পতিত হয় না।)

٢٠٦٨. بَابُ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ

২০৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ খাতামুন-নাবীয়্যীন

٣٢٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيْمٌ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ –

৩২৮২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন আমার ও অন্যান্য নবীগণের অবস্থা এমন, যেন কেউ একটি ভবন নির্মাণ করলো আর একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে গৃহটিকে সুন্দর সুসজ্জিত করে নিল। জনগণ (উহার সৌন্দর্য দেখে) মুগ্ধ হল এবং তারা বলাবলি করতে লাগল, যদি একটি ইটের স্থানটুকু খালি রাখা না হত (তবে ভবনটি কতইনা সুন্দর হত।)

banglainternet.com

٣٢٨٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ ، وَيَتَعَجَّبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ –

৩২৮৩ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা এরূপ, এক ব্যক্তি যেন একটি ভবন নির্মাণ করল; ইহাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক কোনায় একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন ইহার চারপাশে ঘুরে বিস্ময়ের সহিত বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হল না কেন ? নবী ﷺ বলেন, আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নবী।

٢٠٦٩. بَابُ وَفَاةُ النَّبِيِّ ﷺ

২০৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর ওফাত

٣٢٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ –

৩২৮৪ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী করীম ﷺ -এর ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। ইব্ন শিহাব বলেন; সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যীব এভাবেই আমার নিকট বর্ণনা করেন।

banglainternet.com

٢٠٧٠. بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৭০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর উপনামসমূহ

٣٢٨٥ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن حُمَيدٍ عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا القَاسِمِ فَالتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سَمُّوا بِاسمِي وَلاَ تَكتَنُوا بِكُنيَتِي –

৩২৮৫ হাফ্স ইব্ন 'উমর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন বাজারে গিয়েছিলেন। তখন এক ব্যক্তি হে আবুল কাসিম! বলে ডাক দিল। নবী ﷺ সেদিকে ফিরে তাকালেন। (এবং বুঝতে পারলেন, সে অন্য কাকেও ডাকছে।) তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার আসল নাম (অন্যের জন্য) রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনাম কারো জন্য রেখ না।

٣٢٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ –

৩২৮৬ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমার আসল নামে অন্যের নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনাম অন্যের জন্য রেখোনা।

٣٢٨٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ –

banglainternet.com

৩২৮৭ আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম (নবী) ﷺ বলেছেন, আমার নামে নামকরণ করতে পার, কিন্তু আমার কুনিয়্যাতে (উপনাম) তোমাদের নাম রেখ না।

٢٠٧١. بَابٌ :

২০৭১. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٢٨٨ حَدَّثَنِىْ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ إِبْنَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِيْنَ جَلْدًا مُعْتَدِلاً ، فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ مَامُتِّعْتُ بِهِ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ إِلاَّ بِدُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ خَالَتِىْ ذَهَبَتْ بِىْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِىْ شَاكٍ ، فَأَدْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ فَدَعَالِىْ –

৩২৮৮ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... জু'আইদ ইব্ন আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'সাইব ইব্ন ইয়াযীদকে চুরানব্বই বছর বয়সে সুস্থ-সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, আমি এখনও নবী করীম ﷺ -এর দু'আর বরকতেই চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা উপকৃত হচ্ছি। আমার খালা একদিন আমাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর দরবারে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ভাগিনাটি পীড়িত ও রোগাক্রান্ত। আপনি তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করুন। তখন নবী করীম ﷺ আমার জন্য দু'আ করলেন।

٢٠٧٢. بَابُ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ

২০৭২. পরিচ্ছেদ ঃ মোহরে নুবুওয়্যাত

٣٢٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِىْ خَالَتِىْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِىْ وَقِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِىْ وَدَعَالِىْ بِالْبَرَكَةِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلٰى خَاتَمٍ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَجَلَةُ مِنْ

banglainternet.com

حُجْلِ الْفَرَسِ الَّذِيْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، قَالَ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ حَمْزَةَ مِثْلَ رِزٍّ الْحَجَلَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ الصَّحِيْحُ الرَّاءِ قَبْلَ الزَّاءِ -

৩২৮৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (র) ..... জু'আইদ (র) বলেন, আমি সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি যে, আমার খালা (একদিন) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আমার ভাগিনা পীড়িত ও রোগাক্রান্ত। (আপনি তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করুন!) তখন নবী ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। তিনি ওযূ করলেন, তাঁর ওযুর অবশিষ্ট পানি আমি পান করলাম। এরপর আমি তাঁর পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে "মোহরে নাবুওয়্যাত" দেখলাম যা কবুতরের ডিমের ন্যায় অথবা বাসর ঘরের পর্দার বুতামের মত। ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ বলেন, الْحُجْلَةُ। অর্থ সাদা চিহ্ন, যা ঘোড়ার কপালের সাদা অংশ এর অর্থ থেকে গৃহিত। আর ইব্রাহীম ইব্‌ন হামযা বলেন, কবুতরের ডিমের মত। আবূ আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন বিশুদ্ধ হল زاء -এর পূর্বে را হবে অর্থাৎ رِزٌّ ।

٢٠٧٣. بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ সম্পর্কে বর্ণনা

٣٢٩٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَبْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِيْ فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلٰى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِيْ شَبِيْهٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ لَا شَبِيْهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ -

৩২৯০ আবূ 'আসিম (র) ..... 'উক্‌বা ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবূ বক্‌র (রা) বাদ আসর এর সালাতান্তে বের হয়ে চলতে লাগলেন। (পথিমধ্যে) হাসান (রা)-কে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে দেখলেন। তখন তিনি তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং বললেন, আমার পিতা কুরবান হউন! এ-ত নবী করীম ﷺ -এর সাদৃশ্য আলীর সাদৃশ্য নয়। তখন আলী (রা) হাসতেছিলেন।

banglainternet.com

٣٢٩١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ عَنْ أَبِيْ

جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُهُ -

৩২৯১ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... আবূ জুহায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে দেখেছি। আর হাসান (ইব্‌ন 'আলী) (রা) তাঁরই সাদৃশ্য।

٣٢٩٢ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُشْبِهُهُ قُلْتُ لِأَبِيْ جُحَيْفَةَ صِفْهُ لِيْ ، قَالَ كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ قَلُوْصًا ، قَالَ فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا -

৩২৯২ 'আমর ইব্‌ন 'আলী (র) ..... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি। হাসান ইব্‌ন আলী (রা) ছিলেন তাঁরই সদৃশ (রাবী বলেন) আমি আবূ জুহায়ফাকে বললাম, আপনি নবী ﷺ -এর বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, নবী ﷺ গৌর বর্ণের ছিলেন। কাল কেশরাজির ভিতর যৎসামান্য সাদা চুলও ছিল। তিনি তেরটি সবল উটনী আমাদিগকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের হস্তগত হওয়ার পূর্বেই নবী ﷺ -এর ওফাত হয়ে যায়।

٣٢٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ وَهْبٍ أَبِيْ جُحَيْفَةَ السَّوَائِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفْلٰى الْعَنْفَقَةَ -

৩২৯৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাজা (র) ..... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি আর তাঁর নীচের ঠোঁটের নিম্নভাগের দাঁড়িতে সামান্য সাদা চুল দেখেছি।

٣٢٩٤ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ شَيْخًا قَالَ كَانَ فِيْ عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ -

banglainternet.com

৩২৯৪ ইসাম ইব্‌ন খালিদ (র) ..... হারীয ইব্‌ন 'উসমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুসরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি নবী ﷺ -কে দেখেছেন যে, তিনি বৃদ্ধ ছিলেন ? তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর বাচ্চা দাঁড়িতে কয়েকটি চুল সাদা ছিল।

٣٢٩٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلَالٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصِفُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ ، لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلاَ آدَمَ ، لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلاَ سَبْطٍ رَجِلٍ ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ، وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَقُبِضَ وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ ، قَالَ رَبِيْعَةُ فَرَأَيْتُ شَعْرًا مِنْ شَعَرِهِ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ ، فَسَأَلْتُ : فَقِيْلَ احْمَرَّ مِنَ الطِّيْبِ

৩২৯৫ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ..... রাবী'আ ইব্‌ন আবূ আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে নবী ﷺ-এর (দৈহিক গঠন) বর্ণনা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ লোকদের মধ্যে মাঝারি গড়নের ছিলেন-- বেমানান লম্বাও ছিলেন না বা বেঁটেও ছিলেন না। তাঁর শরীরের রং গোলাপী ধরনের ছিল, ধবধবে সাদাও নয় কিংবা তামাটে বর্ণেরও নয়। মাথার চুল কুঁকড়ানোও ছিল না আবার সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর উপর ওহী নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়। প্রথম দশ বছর মক্কায় অবস্থানকালে ওহী যথারীতি নাযিল হতে থাকে। এরপর দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করেন। অতঃপর তাঁর ওফাত হয় তখন তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে কুড়িটি সাদা চুলও ছিল না। রাবী'আ (র) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর একটি চুল দেখেছি উহা লাল রং-এর ছিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বলা হল যে অধিক সুগন্ধী লাগানোর কারণে উহার রং লাল হয়েছিল।

٣٢٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ

banglainternet.com

بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ فَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ -

৩২৯৬ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেমানান লম্বাও ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না। ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার তামাটে রং এরও ছিলেন না। কেশরাজি একেবারে কুঞ্চিত ছিল না, একেবারে সোজাও ছিলনা। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। তাঁর নবুওয়্যাত কালের প্রথম দশ বছর মক্কায় এবং পরের দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করেন। যখন তাঁর ওফাত হয় তখন মাথা ও দাড়িতে কুড়িটি চুলও সাদা ছিলনা।

٣٢٩٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ، لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ -

৩২৯৭ আহমদ ইব্ন সা'ঈদ (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারা মুবারক ছিল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না এবং বেমানান বেঁটেও ছিলেন না।

٣٢٩٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِيْ صُدْغَيْهِ -

৩২৯৮ আবু নু'আয়ম (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ চুলে খেযাব ব্যবহার করেছেন কি ? তিনি বললেন, না (তিনি তা ব্যবহার করেননি)। তাঁর কানের পাশে গুটি কয়েক চুল সাদা হয়েছিল মাত্র। (কাজেই চুলে খেযাব ব্যবহারের আবশ্যক হয় নাই)।

٣٢٩٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ مَا بَيْنَ

banglainternet.com

الْمَنْكِبَيْنِ ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ، وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ ـ

৩২৯৯ হাফ্স ইব্ন 'উমর (র) ..... বারা ইব্ন 'আযিব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মাঝারি গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড় চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে আমি কখনো দেখিনি। ইউসুফ ইব্ন আবূ ইসহাক তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনায় বলেন, নবী ﷺ -এর মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

٣٣٠٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ هُوَ السَّبِيْعِيُّ قَالَ سُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا : بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ ـ

৩৩০০ আবূ নু'আয়ম (র) ..... আবূ ইসহাক তাবে-ই (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারা (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, নবী ﷺ -এর চেহারা মুবারক কি তরবারীর ন্যায় (চকচকে) ছিল ? তিনি বলেন না, বরং চাঁদের মত (স্নিগ্ধ ও মনোরম) ছিল।

٣٣٠١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَبُوْ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ بِالْمَصِّيْصَةِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ وَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَالَ شعبةُ وَزَادَ فِيْهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ تَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ ، وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوْا يَأْخُذُوْنَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ ، قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ ـ

banglainternet.com

৩৩০১ হাসান ইব্ন মানসুর আবূ 'আলী (র) ..... হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ জুহায়ফা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, একদিন নবী করীম ﷺ দুপুর বেলায় বাতহার দিকে বেরিয়ে গেলেন। সে স্থানে অজু করে যুহরের দু' রাকাআত ও আসরের দু' রাকআত সালাত আদায় করেন। তাঁর সম্মুখে একটি বর্শা পোতা ছিল। বর্শার বাহির দিক দিয়ে নারীগণ যাতায়াত করছিল। সালাত শেষে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল এবং নবী ﷺ-এর উভয় হাত ধরে তারা নিজেদের মাথা ও চেহারায় বুলাতে লাগলেন। আমিও নবী ﷺ-এর হাত মুবারক ধারণ করতঃ আমার চেহারায় বুলাতে লাগলাম। তাঁর হাত তুষার চেয়ে স্নিগ্ধ শীতল ও কস্তুরীর চেয়ে অধিক সুগন্ধ ছিল।

٣٣٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ -

৩৩০২ আবদান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন। তাঁর বদান্যতা বহুগুণ বেড়ে যেতো রামাযান মোবারকের পবিত্র দিনে যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সাক্ষাতে আসতেন। জিব্‌রাঈল (আ) রামাযানের প্রতিরাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কুরআনে করীমের দাওর করতেন। নবী করীম ﷺ কল্যাণ বিতরণে প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল ছিলেন।

٣٣٠٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ ، فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا إِنَّ بَعْضَ هٰذِهِ الْأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ -

banglainternet.com

৩৩০৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী করীম ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রফুল্লচিত্তে তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। খুশীর আমেজে তাঁর চেহারার খুশীর চিহ্ন ঝলমল করছিল। তিনি তখন আয়েশাকে বললেন, হে আয়েশা! তুমি শুননি, মুদলাজী ব্যক্তিটি (চেহারার ও আকৃতি গণনায় পারদর্শী) যায়েদ ও উসামা সম্পর্কে কি বলেছে? পিতা-পুত্রের শুধু পা দেখে (শরীরের বাকী অংশ ঢাকা ছিল) বলল, এ পাগুলো একটা অন্যটির অংশ (অর্থাৎ তাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের)।

٣٣٠٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوْكَ ، قَالَ سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ –

৩৩০৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-কে তার তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে সালাম করলাম, খুশী ও আনন্দে তাঁর চেহারা মুবারক ঝলমল করে উঠলো। তাঁর চেহারা এমনি-ই খুশী ও আনন্দে ঝলমল করতো। মনে হত যেন চাঁদের একটি টুকরা। তাঁর চেহারা মুবারকের এ অবস্থা থেকে আমরা তা বুঝতে সক্ষম হতাম।

٣٣٠٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِيْ آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِيْ كُنْتُ مِنْهُ –

banglainternet.com

৩৩০৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি মানব জাতির সর্বোত্তম যুগে আবির্ভূত হয়েছি। যুগের পর যুগ হয়ে আমি সেই যুগেই জন্মেছি যে যুগ আমার জন্য নির্ধারিত ছিল।

٣٣٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرِقُوْنَ رُؤُسَهُمْ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُوْنَ رُؤُسَهُمْ ، وَكَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَىْءٍ ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ -

৩৩০৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চুল পিছনের দিকে আঁচড়িয়ে রাখতেন আর মুশ্‌রিকগণ তাদের চুল দু'ভাগ করে সিঁতি কেটে রাখত। আহলে কিতাব তাদের চুল পিছনের দিকে আঁচড়িয়ে রাখত। নবী করীম ﷺ যে কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আহলে কিতাবের অনুকরণকে ভালবাসতেন। তারপর নবী ﷺ তাঁর চুল দু'ভাগ করে সিঁথি কেটে রাখতে লাগলেন।

٣٣٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا-

৩৩০৭ আবদান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অশ্লীল ভাষী ও অসদাচারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম।

٣٣٠٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ بِهَا -

banglainternet.com

৩৩০৮ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-কে (জাগতিক বিষয়ে) যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হত, তখন তিনি সহজ সরলটিই গ্রহণ করতেন যদি তা গোনাহ্ না হত। যদি গোনাহ্ হত তবে তা থেকে তিনি অনেক দূরে সরে থাকতেন। নবী ﷺ ব্যক্তিগত কারণে কারো থেকে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহ্‌কে রাযী ও সন্তুষ্ট করার মানসে প্রতিশোধ করতেন।

٣٣٠٩ حَدَّثَنَاسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَاحَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيْرًا وَلَادِيْبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا شَمِمْتُ رِيْحًا قَطُّ أَوْعَرْفًا قَطُّ، أَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ أَوْعَرْفِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩০৯ সুলায়মান ইব্ন হারব (রা) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর হাতের তালু অপেক্ষা মোলায়েম কোন রেশম ও গরদকেও স্পর্শ করি নাই। আর নবী করীম ﷺ -এর শরীর মোবারকের খুশ্‌বু অপেক্ষা অধিকতর সুঘ্রাণ আমি কখনো পাই নাই।

٣٣١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ عُتْبَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِيْ وَجْهِهٖ -

৩৩১০ মুসাদ্দাদ (রা) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ অন্তপুরবাসিনী পর্দানশীন কুমারীদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। মুহাম্মদ (র) .....শুবা (র) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। (তবে এ বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে যে,) যখন নবী করীম ﷺ কোন কিছু অপছন্দ করতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারকে তা (বিরক্তির ভাব) দেখা যেত।

٣٣١١ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَاعَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ -

banglainternet.com

৩৩১১ আলী ইব্ন জা'দ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কখনো কোন খাদ্যবস্তুকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেয়ে নিতেন নতুবা ত্যাগ করতেন।

٣٣١٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى نَرٰى اِبْطَيْهِ ، قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَقَالَ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ -

৩৩১২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইব্ন বুহায়না আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন উভয় বাহুকে শরীর থেকে এমনভাবে পৃথক করে রাখতেন যে, আমরা তাঁর বগল দেখতে পেতাম। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

٣٣١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْاِسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى دَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ -

৩৩১৩ আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিস্‌কা (বৃষ্টির জন্য সালাত ও দু'আ) ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় তাঁর বাহুদ্বয় এতটা ঊর্ধ্বে উঠাতেন না ইস্তিস্‌কা ব্যতীত কেননা এতে হাত এত ঊর্ধ্বে উঠাতেন যে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। আবূ মূসা (র) হাদীস বর্ণনায় বলেন, আনাস (রা) বলেছেন নবী ﷺ দু'আর মধ্যে দুনু হাত উপরে উঠিয়েছেন ; এবং আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখেছি।

٣٣١٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِيْ جُحَيْفَةَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ دُفِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِيْ قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ فَخَرَجَ بِلَالٌ

banglainternet.com

فَنَادٰى بِالصَّلاَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى وَبِيْصِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ الْعَنَزَةَ ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ –

৩৩১৪ হাসান ইব্ন সাব্বাহ (র) ..... আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে (একদা) আমাকে নবী করীম ﷺ-এর দরবারে নেয়া হল। নবী ﷺ তখন আবতাহ নামক স্থানে দুপুর বেলায় একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। বেলাল (রা) তাবু থেকে বেরিয়ে এসে যুহরের সালাতের আযান দিলেন এবং (তাঁবুতে) পুনঃ প্রবেশ করে নবী ﷺ-এর অযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকজন ইহা নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতঃপর তিনি আবার তাঁবুতে ঢুকে একটি ছোট্ট বর্শা নিয়ে বেরিয়ে আসলেন। নবী ﷺ-ও (এবার) বেরিয়ে আসলেন। আমি যেন তাঁর পায়ের গোছার ঔজ্জ্বল্য এখনো দেখতে পাচ্ছি। বর্শাটি সম্মুখে পুতে রাখলেন। এরপর যুহরের দু' রাকা'আত এবং পরে আসরের দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। বর্শার বাহির দিয়ে গাধা ও মহিলা চলাফেরা করছিল।

٣٣١٥ حَدَّثَنِيْ الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لأَحْصَاهُ * وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَلاَ يُعْجِبُكَ أَبُوْ فُلاَنٍ جَاءَ فَجَلَسَ إِلٰى جَانِبِ حُجْرَتِيْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُسْمِعُنِيْ ذٰلِكَ ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِيْ ، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ –

৩৩১৫ হাসান ইব্ন সাব্বাহ (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এমনভাবে (থেমে থেমে) কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী গণনা করতে চাইলে তাঁর কথাগুলি গণনা করতে পারত। লায়স (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি অমুকের (আবূ হুরায়রা (রা)

banglainternet.com

অবস্থা দেখে কি অবাক হও না ? তিনি এসে আমার হুজরার পাশে বসে আমাকে শুনিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন। আমি তখন (নফল) সালাতে ছিলাম। আমার সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি উঠে চলে যান। তাকে যদি আমি পেতাম তবে আমি অবশ্যই তাকে সতর্ক করে দিতাম সে রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মত দ্রুত কথা বলতেন না (বরং তিনি ধীরস্থির ও স্পষ্টভাবে কথা বলতেন) ।

٢٠٧٤. بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَيَنَمُ قَلْبُهُ ، رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর চোখ বন্ধ থাকত কিন্তু তাঁর অন্তর থাকত বিনিদ্র। সা'ঈদ ইব্ন মীনাআ (র) জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন

٣٣١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَتَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ ؟ قَالَ : تَنَامُ عَيْنِيْ وَلاَيَنَامُ قَلْبِيْ -

৩৩১৬ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ..... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রামাযান মাসে (রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত কিভাবে ছিল ? 'আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ রামাযান মাসে ও অন্যান্য সব মাসের রাতে এগার রাক'আতের বেশী সালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাক'আত পড়তেন। এ চার রাক'আত আদায়ের সৌন্দর্যের ও দৈর্ঘ্যের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করোনা। (ইহা বর্ণনাতীত।) তারপর আরো চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এ চার রাক'আতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। তারপর তিন রাক'আত (বিতর) আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিত্‌র সালাত আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন ? নবী ﷺ বললেন, আমার চক্ষু ঘুমায় তবে আমার অন্তর ঘুমায় না।

banglainternet.com

٣٣١٧ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ نَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوْحٰى إِلَيْهِ ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ : هُوَ خَيْرُهُمْ ، وَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوْا خَيْرَهُمْ ، فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتّٰى جَاؤُا لَيْلَةً أُخْرٰى فِيْمَا يَرٰى قَلْبُهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوْبُهُمْ فَتَوَلَّاهُ جِبْرِيْلُ ، ثُمَّ عَرَجَ بِهٖ إِلَى السَّمَاءِ –

৩৩১৭ ইসমাঈল (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মাসজিদে কা'বা থেকে রাতে অনুষ্ঠিত ইসরা-এর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, যে তিন ব্যক্তি (ফিরিস্তা) তাঁর নিকট হাযির হলেন মি'রাজ সম্পর্কে ওহী অবতরণের পূর্বে। তখন তিনি মাসজিদুল হারামে ঘুমন্ত ছিলেন। তাঁদের প্রথম জন বলল, তাদের (তিন জনের) কোন জন তিনি ? (যেহেতু নবীজীর পাশে হামযা ও জাফর শুয়ে ছিলেন) মধ্যম জন উত্তর দিল, তিনিই (নবী ﷺ) তাদের শ্রেষ্ঠ জন। আর শেষজন বলল, শ্রেষ্ঠ জনকে নিয়ে চল। এ রাত্রে এতটুকুই হলো, এবং নবী ﷺ ও তাদেরকে আর দেখেন নাই। অতঃপর আর এক রাতে তাঁরা আগমন করল। নবী করীম ﷺ -এর অন্তর তা দেখতে পাচ্ছিল। যেহেতু নবী করীম ﷺ -এর চোখ ঘুমাত কিন্তু তাঁর অন্তর সদা জাগ্রত থাকত। সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম এর অবস্থা এরূপই ছিল যে, তাঁদের চোখ ঘুমাত কিন্তু অন্তর সদা জাগ্রত থাকত। তারপর জিব্‌রাঈল (আ) (ভ্রমণের) দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং নবী ﷺ -কে নিয়ে আকাশের দিকে চড়তে লাগলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٠٧٥. بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ

২০৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম আগমনের পর নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহ

banglainternet.com

٣٣١٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ زَرِيْرٍ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ قَالَ

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ فَاَدْلَجُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ فِيْ وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسُوْا فَغَلَبَتْهُمْ اَعْيُنُهُمْ حَتّٰى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ، فَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ اَبُوْبَكْرٍ ، وَكَانَ لاَ يُوْقَظُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ ، فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ اَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ رَاْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتّٰى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَزَلَ وَصَلّٰى بِنَا الْغَدَاةَ ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَافُلاَنُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا ؟ قَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ فَاَمَرَهُ اَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيْدِ ثُمَّ صَلّٰى وَجَعَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَكُوْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيْدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِذَا نَحْنُ بِامْرَاَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ ، فَقُلْنَا لَهَا : اَيْنَ الْمَاءُ ؟ فَقَالَتْ : اِنَّهُ لاَ مَاءَ ، فَقُلْنَا : كَمْ بَيْنَ اَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ ؟ قَالَتْ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، فَقُلْنَا : انْطَلِقِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : وَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ اَمْرِهَا حَتّٰى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِيْ حَدَّثَتْنَا ، غَيْرَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ فَاَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا ، فَمَسَحَ فِي الْعَزْلاَوَيْنِ ، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً حَتّٰى رَوِيْنَا ، فَمَلاْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَاِدَاوَةٍ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيْرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنْضُّ مِنَ الْمِلْءِ ، ثُمَّ قَالَ : هَاتُوْا مَاعِنْدَكُمْ ، فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ ، حَتّٰى اَتَتْ اَهْلَهَا ، فَقَالَتْ

banglainternet.com

لَقِيْتُ اَسْحَرَ النَّاسِ ، اَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوْا ، فَهَدَى اللّٰهِ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَاَسْلَمَتْ وَاَسْلَمُوْا –

৩৩১৮ আবুল ওয়ালিদ (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সফরে (খায়বার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে) তাঁরা নবী ﷺ-এর সাথে ছিলেন। সারারাত পথ চলার পর যখন ভোর নিকটবর্তী হল, তখন বিশ্রাম গ্রহণের জন্য থেমে গেলেন এবং গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন। অবশেষে সূর্য উদিত হয়ে অনেক উপরে উঠে গেল, (কিন্তু কেউই জাগলেন না।) (ইমরান (রা) বলেন) যিনি সর্বপ্রথম ঘুম থেকে জাগলেন তিনি হলেন আবু বক্‌র (রা)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বেচ্ছায় জাগ্রত না হলে তাঁকে জাগানো হত না। তারপর 'উমর (রা) জাগলেন। আবু বকর (রা) তাঁর শিয়রের নিকট গিয়ে বসে উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলতে লাগলেন। অবশেষে নবী ﷺ জেগে উঠলেন এবং অন্যত্র চলে গিয়ে অবতরণ করে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তখন এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় না করে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। নবী ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন তখন বললেন হে অমুক, আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে কিসে বাধা দিল? লোকটি বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি। (গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল) নবী ﷺ তাকে পাক মাটি দ্বারা তৈয়াম্মুম করার আদেশ দিলেন, তারপর সে সালাত আদায় করল। (ইমরান (রা) বলেন) নবী ﷺ আমাকে অগ্রগামী দলের সাথে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমরা ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় আমরা পথ চলছি। হঠাৎ এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলা আমাদের নযরে পড়ল। সে পানি ভর্তি দু'টি মশকের মধ্য খানে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পানি কোথায়? সে বলল, (আশেপাশে) কোথায়ও পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার ও পানির জায়গার মধ্যে দূরত্ব কতটুকু ? সে বলল একদিন ও একরাতের দূরত্ব। আমরা তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট চল। সে বলল, রাসূলুল্লাহ কি ? আমরা তাকে যেতে না দিয়ে তাকে নবী ﷺ-এর খেদমতে নিয়ে গেলাম। নবী ﷺ-এর খেদমতে এসেও ঐ জাতীয় কথাবর্তাই বলল যা সে আমাদের সঙ্গে বলেছিল। তবে সে তাঁর নিকট বলল, সে কয়েকজন ইয়াতীম সন্তানের মাতা। নবী ﷺ তার মশক দু'টি নামিয়ে ফেলতে আদেশ করলেন। তারপর তিনি মশক দুটির মুখে হাত বুলালেন। আমরা তৃষ্ণাকাতর চল্লিশ জন মানুষ পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম। তারপর আমাদের সকল মশক, বাসনপত্র পানি ভর্তি করে নিলাম। তবে উটগুলিকে পানি পান করান হয় নাই। এত সবের পরও মহিলার মশকগুলি এত পানি ভর্তি ছিল যে তা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তারপর নবী ﷺ বললেন, তোমাদের নিকট (খাবার জাতীয়) যা কিছু আছে উপস্থিত কর। কিছু খেজুর ও রুটির টুকরা জমা করে তাকে দেয়া হল। এ নিয়ে মহিলা আনন্দের সাথে তার গৃহে ফিরে গেল। গৃহে গিয়ে সকলের কাছে সে বলল, আমার সাক্ষাত হয়ে ছিল এক মহাযাদুকরের সাথে অথবা মানুষ যাকে নবী বলে ধারণা করে তার সাথে। আল্লাহ্ এই মহিলার মাধ্যমে এ বস্তিবাসীকে হেদায়েত দান করলেন। মহিলাটি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করল এবং বস্তিবাসী সকলেই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হল।

banglainternet.com

٣٣١٩ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ ، قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلَاثَمِائَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثَمِائَةٍ –

৩৩১৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-এর নিকট একটি পানির পাত্র আনা হল, তখন তিনি (মদীনার নিকটবর্তী) যাওরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। নবী ﷺ তাঁর হাত মোবারক ঐ পাত্রে রেখে দিলেন আর তখনই পানি অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে উপচে পড়তে লাগল। ঐ পানি দিয়ে উপস্থিত সকলেই অজু করে নিলেন। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের লোক সংখ্যা কত ছিল ? তিনি বললেন, আমরা তিনশ' অথবা তিনশ' এর কাছাকাছি ছিলাম।

٣٣٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَأُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذٰلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُا مِنْهُ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتّٰى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ –

৩৩২০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে (এমন অবস্থায়) দেখতে পেলাম যখন আসরের সালাতের সময় নিকটবর্তী। সকলেই পেরেশান হয়ে পানি খুঁজছেন কিন্তু পানি পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন নবী ﷺ-এর নিকট অযুর পানি (একটি পাত্রসহ আনা হল।) নবী ﷺ সে পাত্রে তাঁর হাত মোবারক রেখে দিলেন এবং সকলকে এ পাত্রের পানি দ্বারা অজু করতে আদেশ দিলেন। আমি দেখলাম তাঁর হাত মোবারকের নীচ হতে পানি সজোরে উথ্‌লে পড়ছিল। কাফিলার শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলেই এই পানি দিয়ে অজু করে নিলেন।

banglainternet.com

٣٣٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُبَارَكٍ حَدَّثَنَا حَزْمٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَعْضِ مَخَارِجِهٖ وَمَعَهُ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهٖ، فَانْطَلَقُوْا يَسِيْرُوْنَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً يَتَوَضَّؤُنَ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِّنْ يَسِيْرٍ ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَدَّ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ عَلَى الْقَدَحِ ، ثُمَّ قَالَ : قُوْمُوْا فَتَوَضَّؤُا فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ حَتّٰى بَلَغُوْا فِيْمَا يُرِيْدُوْنَ مِنَ الْوَضُوْءِ وَكَانُوْا سَبْعِيْنَ أَوْ نَحْوَهُ –

৩৩২১ আবদুর রাহমান ইব্‌ন মুবারক (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন এক সফরে বের হয়েছিলেন। তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন। তারা চলতে লাগলেন, তখন সালাতের সময় হয়ে গেল, কিন্তু অজু করার জন্য কোথাও পানি পাওয়া গেলনা। কাফিলার এক ব্যক্তি (আনাস (রা) নিজেই) সামান্য পানিসহ একটি পেয়ালা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করলেন। তিনি পেয়ালাটি হাতে নিয়ে তারই পানি দ্বারা অজু করলেন এবং তাঁর হাতের চারটি আংগুল পেয়ালার মধ্যে সোজা করে ধরে রাখলেন। আর বললেন, উঠ তোমরা সকলে অজু কর। সকলেই ইচ্ছামত অজু করে নিলেন। তাঁদের সংখ্যা সত্তর বা এর কাছাকাছি ছিল।

٣٣٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيْدَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا قُلْتُ : كَمْ كَانُوْا ؟ قَالَ : ثَمَانُوْنَ رَجُلًا –

banglainternet.com

৩৩২২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুনীর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের সময় উপস্থিত হল (কিন্তু পানির ব্যবস্থা ছিল না) যাদের বাড়ী মসজিদের নিকটে ছিল তারা অজু করার জন্য নিজ

নিজ বাড়ীতে চলে গেলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক থেকে গেলেন। (যাদের অজুর কোন ব্যবস্থা ছিলনা।) তখন নবী ﷺ-এর সামনে প্রস্তর নির্মিত একটি (ছোট্ট) পাত্র আনা হল। এতে সামান্য পানি ছিল। নবী করীম ﷺ ঐ পাত্রে তাঁর হাত মোবরক রাখলেন। কিন্তু পাত্রটি ছোট্ট বিধায় হাতের আঙ্গুলগুলো প্রসারিত করতে পারলেন না বরং একত্রিত করে রেখে দিলেন। তারপর উপস্থিত সকলেই ঐ পানি দ্বারাই অজু করে নিল। হুমাইদ (একজন রাবী) (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনারা কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন, আশি জন।

٣٣٢٣ حَدَّثَنَا مُوسٰى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ قَالَ مَالَكُمْ ؟ قَالُوْا : لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَابَيْنَ يَدَيْكَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُوْرُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُوْنِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : لَوْكُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً –

৩৩২৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় অবস্থান কালে একদিন সাহাবা কেরাম পীপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। নবী ﷺ-এর সম্মুখে একটি (চামড়ার) পাত্রে অল্প পানি ছিল। তিনি অজু করলেন। তাঁর নিকট পানি আছে মনে করে সকলে ঐদিকে ধাবিত হলেন। নবী ﷺ বললেন, তোমাদের কি হয়েছে ? তাঁরা বললেন, আপনার সম্মুখস্থ পাত্রের সামান্য পানি ব্যতীত অজু ও পান করার মত পানি আমাদের নিকট নাই। নবী ﷺ ঐ পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন। তখনই তাঁর হাত উপচিয়ে ঝর্ণা ধারার ন্যায় পানি ছুটিয়ে বের হতে লাগলো। আমরা সকলেই পানি পান করলাম ও অজু করলাম। সালিম (একজন রাবী) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন, আমরা যদি এক লক্ষও হতাম তবুও আমাদের জন্য পানি যথেষ্ট হত। তবে আমরা ছিলাম মাত্র পনরশ'।

٣٣٢٤ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً

banglainternet.com

وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِئْرِ ، فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ اسْتَقَيْنَا ، حَتَّى رَوِينَا ، وَرَوِيَتْ أَوْ صَدَرَتْ رِكَابُنَا ـ

৩৩২৪ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... বারা'আ (ইব্‌ন আযিব) (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে হুদায়বিয়ায় চৌদ্দশ' লোক ছিলাম। হুদায়বিয়া একটি কূপ, আমরা তা হতে পানি এমনভাবে উঠিয়ে নিলাম যে তাতে এক ফোঁটা পানিও বাকী থাকল না। নবী ﷺ কূপের কিনারায় বসে কিছু পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। (সামান্য পানি আনা হলো) তিনি কুল্লি করে ঐ পানি কূপে নিক্ষেপ করলেন। কিছু সময় অপেক্ষা করলাম। তখন কূপটি পানিতে ভরে গেল। আমরা পান করে তৃপ্তি লাভ করলাম, আমাদের উটগুলোও পানি পানে তৃপ্ত হল। অথবা বলেছেন আমাদের উটগুলো পানি পান করে প্রত্যাবর্তন করল।

٣٣٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي وَلَاثَتْنِي بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِطَعَامٍ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا ، فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا

banglainternet.com

مَانُطْعِمُهُمْ ؟ فَقَالَتِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، فَانْطَلَقَ أَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّيْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَاعِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَبِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا، ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ، ثُمَّ خَرَجُوْا ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ أَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً –

৩৩২৫ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তাল্‌হা (রা) তদীয় (পত্নী) উম্মে সুলায়ম্‌কে বললেন, আমি নবী ﷺ -এর কণ্ঠস্বর দুর্বল শুনেছি। আমি তাঁর মধ্যে ক্ষুধা বুঝতে পেরেছি। তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি ? তিনি বললেন, হাঁ আছে। এই বলে তিনি কয়েকটা যবের রুটি বের করলেন। তারপর তাঁর একখানা ওড়না বের করে এর কিয়দংশ দিয়ে রুটিগুলো মুড়ে আমার হাতে গোপন করে রেখে দিলেন ও ওড়নার অপর অংশ আমার শরীর জড়িয়ে দিলেন এবং আমাকে নবী ﷺ-এর খেদমতে পাঠালেন। রাবী আনাস বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম। ঐ সময় তিনি কতিপয় লোকসহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমি গিয়ে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়ালাম। নবী ﷺ আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে আবূ তালহা পাঠিয়েছে ? আমি বললাম, জি, হাঁ। নবী ﷺ বললেন, খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছে ? আমি বললাম, জি-হাঁ। তখন নবী ﷺ সঙ্গীদেরকে বললেন, চল, আবূ তালহা আমাদেরকে দাও'আত করেছে। আমি তাঁদের আগেই চলে গিয়ে আবূ তালহা (রা)-কে নবী ﷺ -এর আগমন বার্তা শুনালাম। ইহা শুনে আবূ তালহা (রা) বলেন, হে উম্মে সুলাইম, নবী ﷺ তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে আসছেন। তাঁদেরকে খাওয়ানোর মত কিছু আমাদের নিকট নেই। উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আবূ তালহা (রা) তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বাড়ী হতে কিছুদূর অগ্রসর হলেন এবং নবী ﷺ -এর সাক্ষাত করলেন এবং নবী ﷺ আবূ তালহা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে আসলেন, আর বললেন, হে উম্মে সুলায়ম। তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি যবের ঐ রুটিগুলি হাযির করলেন এবং তাঁর নির্দেশে রুটিগুলো টুক্‌রা টুক্‌রা করা হল। উম্মে সুলায়ম ঘিয়ের পাত্র ঝেড়ে মুছে কিছু ঘি বের করে তা তরকারী স্বরূপ পেশ করলেন। এরপর নবী করীম

banglainternet.com

ﷺ পাঠ করে তাতে ফুঁ দিলেন এরপর দশজনকে নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা দশজন আসলেন এবং রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আরো দশজনকে আসার কথা বলা হল। তারা আসলেন এবং তৃপ্তি সহকারে রুটি খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। আবার আরো দশজনকে আসতে বলা হল। তাঁরাও আসলেন এবং পেটভরে খেয়ে নিলেন। অনুরূপভাবে সমবেত সকলেই রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। লোকজন সর্বমোট সত্তর বা আশিজন ছিলেন।

٣٣٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّوْنَهَا تَخْوِيْفًا ، كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ ، فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ اطْلُبُوْا فَضْلَةً مِّنْ مَاءٍ ، فَجَاؤُا بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَلِيْلٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الطَّهُوْرِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللّٰهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ –

৩৩২৬ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (সাহাবাগণ) অলৌকিক ঘটনাসমূহকে বরকত ও কল্যাণকর মনে করতাম আর তোমরা (যারা সাহাবী নও) ঐ সব ঘটনাকে ভীতিকর মনে কর। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। আমাদের পানি কমিয়ে আসল। তখন নবী ﷺ বললেন, অতিরিক্ত পানি তালাশ কর। (তালাশের পর) সাহাবাগণ একটি পাত্র নিয়ে আসলেন যার ভিতর সামান্য পানি ছিল। নবী ﷺ তাঁর হাত মোবারক ঐ পাত্রের ভিতর ঢুকায়ে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, বরকতময় পানি নিতে সকলেই এসো। এ বরকত আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে। তখন আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উপচে পড়ছে। সময় বিশেষে আমরা খাদ্য-দ্রব্যের তাস্‌বীহ্ পাঠ শুনতাম আর তা খাওয়া হত।

٣٣٢٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَامِرٌ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِيْ تُرِكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِيْ إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِيْنَ مَا عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ مَعِيْ لِكَيْ لَا يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ

banglainternet.com

فَمَشٰى حَوْلَ بَيْدَرٍمِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَدَعَا ثُمَّ آخَرَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ نَزِعُوْهُ فَاَوْفَاهُمُ الَّذِىْ لَهُمْ وَبَقِىَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ

৩৩২৭ আবু নু'আঈম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ (রা) ওহোদ যুদ্ধে) ঋণ রেখে শাহাদাত বরণ করেন। তখন আমি নবী ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমার পিতা অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমার নিকট বাগানের উৎপন্ন কিছু খেজুর ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ নেই। কয়েক বছরের উৎপাদিত খেজুর একত্রিত করলেও তদ্বারা তাঁর ঋণ শোধ হবে না। আপনি দয়া করে আমার সাথে চলুন, যাতে পাওনাদারগণ (আপনাকে দেখে) আমার প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করে। নবী ﷺ তাঁর সাথে গেলেন এবং খেজুরের একটি স্তূপের চারদিক ঘুরে দু'আ করলেন। এরপর অন্য স্তূপের নিকটে গেলেন এবং এর নিকটে বসে পড়লেন এবং জাবির (রা)-কে বললেন, খেজুর বের করে দিতে থাক। অতঃপর সকল পাওনাদারের প্রাপ্য শোধ করে দিলেন অথচ পাওনাদারদের যা দিলেন তার সমপরিমাণ রয়ে গেল।

٣٣٢٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْبِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَابَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ وَأَبُوْ بَكْرٍ ثَلَاثَةً ، قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِىْ وَأُمِّىْ وَلَا أَدْرِىْ هَلْ قَالَ امْرَأَتِىْ وَخَادِمِىْ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِىْ بَكْرٍ ، وَاَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشّٰى عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتّٰى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتّٰى تَعَشّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَامَضٰى مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللّٰهُ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : مَاحَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ ضَيْفِكَ ؟ قَالَ : أَوَ عَشَّيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ : أَبَوْا حَتّٰى تَجِىءَ قَدْ عَرَضُوْا عَلَيْهِمْ

banglainternet.com

فَغَلَبُوْهُمْ فَذَهَبْتُ فَاخْتَبَأْتُ ، فَقَالَ يَا ، غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوْا وَقَالَ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَايْمُ اللّٰهِ : مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ اللُّقْمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا ، أَكْثَرُ مِنْهَا حَتّٰى شَبِعُوْا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ فَنَظَرَ أَبُوْ بَكْرٍ فَإِذَا شَيْءٌ أَوْ أَكْثَرُ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : يَا أُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ ، قَالَتْ لاَ : وَقُرَّةِ عَيْنِيْ لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِثَلاَثِ مِرَارٍ ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ ، يَمِيْنَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَتَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللّٰهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ قَالَ أَكَلُوْا مِنْهَا أَجْمَعُوْنَ أَوْ كَمَا قَالَ –

৩৩২৮ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র) ..... আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেন, আসহাবে সুফ্ফায় কতিপয় অসহায় দরিদ্র লোক ছিলেন। নবী করীম ﷺ একবার বললেন, যার ঘরে দু'জনের পরিমাণ খাবার আছে সে যেন এদের মধ্য থেকে তৃতীয় একজন নিয়ে যায়। আর যার ঘরে চার জনের পরিমাণ খাবার রয়েছে সে এদের মধ্য থেকে পঞ্চম একজন বা ষষ্ঠ একজনকে নিয়ে যায় অথবা নবী ﷺ যা বলেছেন। আবূ বকর (রা) তিনজন নিলেন। আর নবী ﷺ নিলেন দশজন এবং আবূ বকর (রা) তিনজন। আবদুর রহমান (রা) বলেন, (আমরা বাড়ীতে ছিলাম তিনজন।) আমি আমার আব্বা ও আম্মা। আবূ উসমান (রা) রাবী বলেন, আমার মনে নাই আবদুর রাহমান (রা) কি ইহাও বলেছিলেন যে আমার স্ত্রী ও আমাদের পিতা-পুত্রের একজন গৃহভৃত্যও ছিল। আবূ বাকর (রা) ঐ রাতে নবীজীর বাড়ীতেই খেয়ে নিলেন এবং ইশার সালাত পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। ইশার সালাতের পর পুনরায় তিনি নবী ﷺ গৃহে গমন করলেন। নবী ﷺ-এর রাতের আহার গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তথায়ই অবস্থান করলেন। অনেক রাতের পর গৃহে ফিরলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমান পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, তাদের কি এখনো রাতের আহার দেওনি। স্ত্রী বললেন, আপনার না আসা পর্যন্ত তারা আহার খেতে রাযী হননি। তাদেরকে ঘরের লোকজন আহার দিয়েছিল। কিন্তু তাদের অসম্মতির নিকট আমাদের লোকজনকে হার মানতে হয়েছে। আবদুর রাহমান (রা) বলেন, আমি (অবস্থা বেগতিক দেখে) তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম। আবূ বকর (রা) (আমাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, ওরে বেওকুফ! আহম্মক!

banglainternet.com

আরো কিছু কড়া কথা বলে ফেললেন। তারপর মেহমান পক্ষকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। আমি কিছুতেই খাবনা। (মধ্যে আরো কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল অবশেষে সকলেই খেতে বসলেন।) আবদুর রহমান (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা যখন গ্রাস তুলে নেই তখন দেখি পাত্রের খাবার অনেক বেড়ে যায়। খাওয়ার শেষে আবূ বকর (রা) লক্ষ্য করলেন যে পরিতৃপ্তভাবে আহারের পরও পাত্রে খাবার পূর্বাপেক্ষা অধিক রয়ে গেছে। তখন স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বনী ফিরাস গোত্রের বোন, ব্যাপার কি ? তিনি বললেন, হে আমার নয়নমনি। খাদ্যের পরিমাণ এখন তিনগুণের চেয়েও অধিক রয়েছে। আবূ বকর (রা) তা থেকে কয়েক গ্রাস খেলেন এবং বললেন, আমার কসম শয়তানের প্ররোচনায় ছিল। তারপর অবশিষ্ট খাদ্য নবী ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং ভোর পর্যন্ত ঐ খাদ্য নবী ﷺ -এর হেফাযতে রইল। রাবী বলেন, আমাদের (মুসলমানদের) ও অন্য একটি গোত্রের মধ্যে সন্ধি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতে তাদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের বার জনকে নেতা মনোনীত করা হল। প্রত্যেক নেতার অধীনে আবার কয়েক জন করে লোক ছিল। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন তাদের প্রত্যেকের সাথে কতজন করে দেয়া হয়েছিল! আবদুর রহমান (রা) বলেন, এদের প্রত্যেকেই এ খাবার থেকে খেয়ে নিলেন। অথবা তিনি যা বলেছেন।

٣٣٢٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ يُوْنُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ قَحْطٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْكُرَاعُ هَلَكَتِ الشَّاةُ فَادْعُ اللّٰهَ يَسْقِيْنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا قَالَ أَنَسٌ : وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيْحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا ثُمَّ اجْتَمَعَ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا ، فَخَرَجْنَا نَخُوْضُ الْمَاءَ حَتّٰى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى ، فَقَامَ إِلَيْهِ ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ ، فَادْعُ اللّٰهَ يَحْبِسْهُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ : حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ كَأَنَّهَا إِكْلِيْلٌ –

banglainternet.com

৩৩২৯ মুসাদ্দাদ (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে একবার মদীনাবাসী অনাবৃষ্টির দরুন (দুর্ভিক্ষে) পতিত হল। ঐ সময় কোন এক জুমু'আর দিনে নবী ﷺ খুত্‌বা

দিয়েছিলেন, তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল, এবং বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অনাবৃষ্টির কারণে) ঘোড়াগুলো নষ্ট হয়ে গেল, বকরীগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র দরবারে বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। নবী ﷺ তৎক্ষণাৎ দু'হাত উঠায়ে দু'আ করলেন। আনাস (রা) বলেন, তখন আকাশ স্ফটিক সদৃশ্য নির্মল ছিল। হঠাৎ মেঘ সৃষ্টিকারী বাতাস বইতে শুরু করল এবং মেঘ ঘনিভূত হয়ে গেল। তারপর শুরু হল প্রবল বারিপাত যেন আকাশ তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। আমরা (সালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে) পানি ভেঙ্গে বাড়ী পৌঁছলাম। পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টিপাত হল। ঐ শুক্রবারে জুমুআর সময় ঐ ব্যক্তি বা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, (অতিবৃষ্টির কারণে) গৃহগুলো বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করুন। তখন নবী ﷺ (তাঁর কথা শুনে) মুচকি হাঁসলেন এবং বললেন, (হে আল্লাহ!) আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি হউক। আমাদের উপর নয়। (আনাস (রা) বলেন,) তখন আমি দেখলাম, মদীনার আকাশ থেকে মেঘমালা চতুর্দিক সরে গেছে আর মদীনা (যেন মেঘমুক্ত হয়ে) মুকুটের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

٣٣٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخُوْ أَبِيْ عَمْرِو بْنِ الْعَلاَءِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتُّخِذَ الْمِنْبَرُ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩৩০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... ইব্‌ন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ (মসজিদে) খেজুরের একটি কাণ্ডের সাথে (হেলান দিয়ে) খুত্‌বা প্রদান করতেন। যখন মিম্বর তৈরী করে দেয়া হল। তখন তিনি মিম্বরে উঠে খুত্‌বা দিতে লাগলেন। কাণ্ডটি তখন (নবী ﷺ-এর বিরহে) কাঁদতে শুরু করল। নবী ﷺ কাণ্ডটির নিকটে গিয়ে হাত বুলাতে লাগলেন। (তখন স্তম্ভটি শান্ত হল।) উপরোক্ত হাদীসটি আবদুল হামীদ ও আবু 'আসিম (র) .. .. .. ইব্‌ন 'উমর (রা) সূত্রে .. .. .. নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٣٣١ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ يَوْمَ

banglainternet.com

الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِئْتُمْ ، فَجَعَلُوْا لَهُ مِنْبَرًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَئِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِيْ يُسَكَّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكِيْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا –

৩৩৩১ আবূ নু'আঈম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ একটি বৃক্ষের উপর কিংবা একটি খেজুর বৃক্ষের কান্ডের উপর (হেলান দিয়ে) শুক্রবারে খুত্‌বা প্রদানের জন্য দাঁড়াতেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা অথবা একজন পুরুষ বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করে দেব কি ? নবী ﷺ বললেন, তোমাদের ইচ্ছে হলে দিতে পার। অতঃপর তারা একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করে দিলেন। যখন শুক্রবার এল নবী ﷺ মিম্বরে আসন গ্রহণ করলেন, তখন কান্ডটি শিশুর ন্যায় চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। নবী ﷺ মিম্বর হতে নেমে এসে উহাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু কান্ডটি (আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে) শিশুর মত আরো ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। রাবী বলেন, কান্ডটি এজন্য কাঁদছিল যেহেতু সে খুত্‌বাকালে অনেক যিক্‌র শুনতে পেত।

٣٣٣٢ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوْفًا عَلَى جُذُوْعٍ مِنْ نَخْلٍ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَقُوْمُ إِلَى جِذْعٍ مِّنْهَا ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذٰلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتّٰى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ –

৩৩৩২ ইসমা'ঈল (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, প্রথম দিকে খেজুরের কয়েকটি কান্ডের উপর মসজিদে নববীর ছাদ করা হয়েছিল। নবী ﷺ যখনই খুত্‌বা প্রদানের ইচ্ছা করতেন, তখন একটি কান্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর তাঁর জন্য মিম্বর তৈরী করে দেওয়া হলে তিনি সেই মিম্বর উঠে দাঁড়াতেন। ঐ সময় আমরা কান্ডটির ভিতর থেকে দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীর স্বরের

banglainternet.com

ন্যায় কান্নার আওয়ায শুনলাম। অবশেষে নবী ﷺ তার নিকটে এসে তাকে হাত বুলিয়ে সোহাগ করলেন। তারপর কান্নাটি শান্ত হল।

٣٣٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ النَّبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ؟ وَحَدَّثَنِيْ بِشْرُبْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ : قَالَ هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِيٌّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، قَالَ لَيْسَتْ هٰذِهِ وَلٰكِنِ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ، قَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَابَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ لَا بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ ذَاكَ أَحْرٰى أَنْ لَايُغْلَقَ ، قُلْنَا عَلِمَ عَمْرٌو الْبَابَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، كَمَا أَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً ، إِنِّيْ حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ وَأَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ ؟ قَالَ عُمَرُ –

৩৩৩৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ও বিশ্‌র ইব্ন খালিদ ..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে নবী ﷺ-এর (ভবিষ্যতের) ফিত্‌না সম্পর্কীয় হাদীস স্মরণ রেখেছ? যেমনভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। হুযায়ফা (রা) বললেন, আমিই সর্বাধিক স্মরণ রেখেছি। উমর (রা) বললেন, বর্ণনা কর, তুমি তো, অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি। হুযায়ফা (রা) বললেন, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশী দ্বারা সৃষ্ট ফিত্‌না-ফাসাদের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় সালাত, সাদ্‌কা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানের দ্বারা। উমর (রা) বললেন, আমি এ জাতীয় ফিত্‌না সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি বরং উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গের ন্যায় ভীষণ আঘাত হানে ঐ জাতীয় ফিত্‌না সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

banglainternet.com

করেছি। হুযায়ফা (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এ জাতীয় ফিত্না সম্পর্কে আপনার শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনার এবং এ জাতীয় ফিতনার মধ্যে একটি সুদৃঢ় কপাট বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন,এ কপাটটি কি (সাধারণ নিয়মে) খোলা হবে, না (জোরপূর্বক) ভেঙ্গে ফেলা হবে ? হুযায়ফা (রা) বলেন, (জোরপূর্বক) ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, তা হলে এ কপাটটি আর সহজে বন্ধ করা যাবে না। আমরা (সাহাবীগণ) হুযায়ফাকে জিজ্ঞাসা করলাম, উমর (রা) কি জানতেন, ঐ কপাট দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে ? তিনি বললেন, অবশ্যই; যেমন নিশ্চিতভাবে জানতেন আগামী দিনের পূর্বে, অদ্য রাতের আগমন অনিবার্য। আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস শুনিয়েছি, যাতে ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ নেই। আমরা (সাহাবীগণ) হুযায়ফাকে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাইনি, তাই মাসরূককে বললাম, (তুমি জিজ্ঞাসা কর) মাসরূক (র) জিজ্ঞেস করলেন, ঐ বন্ধ কপাট দ্বারা উদ্দেশ্য কে ? হুযায়ফা (রা) বললেন, উমর (রা) স্বয়ং।

٣٣٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَحَتّٰى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ ذُلْفَ الْأُنُوْفِ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، وَتَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الْأَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلٰى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِيْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ –

৩৩৩৪ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না তোমাদের যুদ্ধ হবে এমন এক জাতির সঙ্গে যাদের পায়ের জুতা হবে পশমের এবং যতক্ষণ না তোমাদের যুদ্ধ হবে তুর্কদের সহিত যাদের চক্ষু ক্ষুদ্রাকৃতি, নাক চেপ্টা, চেহারা লাল বর্ণ যেন তাদের চেহারা পেটানো ঢাল। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হবে যারা নেতৃত্বে ও শাসন ক্ষমতায় জড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত একে অত্যন্ত ঘৃণা ও অপছন্দ করবে। মানুষ খনির ন্যায় (এতে ভাল মন্দ সবই আছে) যারা জাহিলিয়্যাতের যুগে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম, ইসলাম গ্রহণের পরও তারা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। তোমাদের নিকট এমন যুগ আসবে যখন তোমাদের পরিবার-পরিজনরা, ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার চাইতেও আমার সাক্ষাত লাভ তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় মনে হবে।

banglainternet.com

٣٣٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا خُوْزًا وَكِرْمَانَ مِنَ الأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ فُطْسَ الأُنُوْفِ، صِغَارَ الأَعْيُنِ وُجُوْهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ تَابَعَهُ غُنَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ -

৩৩৩৫ ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ না হবে খুয ও কিরমান নামক স্থানে (বসবাসরত) অনারব জাতিগুলির সাথে, যাদের চেহারা লালবর্ণ, চেহারা যেন পিটানো ঢাল, নাক চেপ্টা, চক্ষু ক্ষুদ্রাকৃতি এবং জুতা পশমের। ইয়াহ্ইয়া ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ ও আব্দুর রাজ্জাক (র) থেকে পূর্বের হাদীস বর্ণনায় তার অনুসরণ করেছেন।

٣٣٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ إِسْمٰعِيْلُ أَخْبَرَنِيْ قَيْسٌ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ثَلاَثَ سِنِيْنَ لَمْ أَكُنْ فِيْ سِنِيٍّ أَحْرَصَ عَلٰى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيْثَ مِنِّيْ فِيْهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَقَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَهُوَ هٰذَا الْبَارِزُ * وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ أَهْلُ الْبَارِزِ -

৩৩৩৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাহচর্যে তিনটি বছর কাটিয়েছি। আমার জীবনে হাদীস মুখস্থ করার আগ্রহ এ তিন বছরের চেয়ে অধিক আর কখনো ছিল না। আমি নবী ﷺ -কে হাত দ্বারা এভাবে ইশারা করে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে তোমরা (পরবর্তীরা) এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে পশমের এরা হবে পারস্যবাসী অথবা পাহাড়বাসী অনারব।

banglainternet.com

٣٣٣٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُرَيْزُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ ، وَتُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ -

৩৩৩৭ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ..... আমর ইব্‌ন তাগলিব (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কিয়ামতের পূর্বে এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যারা পশমের জুতা ব্যবহার করে এবং তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের চেহারা হবে পিটানো ঢালের ন্যায়।

٣٣٣٨ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُوْدُ فَتُسَلَّطُوْنَ عَلَيْهِمْ ، حَتّٰى يَقُوْلَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِيْ فَاقْتُلْهُ -

৩৩৩৮ হাকাম ইব্‌ন নাফে' (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ইয়াহূদীরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন বিজয়ী হবে তোমরাই। (এমনকি পাথরের আড়ালে কোন ইয়াহূদী আত্মগোপন করে থাকলে) স্বয়ং পাথরই বলবে, হে মুসলিম, এই ত ইয়াহূদী; আমার পিছনে আত্মগোপন করেছে, একে হত্যা কর।

٣٣٣٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُوْلَ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يَغْزُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ : هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُوْلَ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ -

৩৩৩৯ কুতায়বা (র) ..... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, (ভবিষ্যতে) মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যে, তারা জিহাদ করবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি ? যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন ? তখন তারা বলবে, হাঁ (আছেন)। তখন (ঐ সাহাবীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। এরপরও তারা আরো

banglainternet.com

find more @ next part, only on banglainternet.com